সরোজ বালা।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১০৮ নং গরাণহাটা — কলিকাতা।

SEAL PRESS

ALCUTTA—*333* UPPER CHITPUR ROAD

Printed By N. K. Seal

1895

সরোজ বালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।

বৈশাখী পূর্ণিমা। রাত্রি প্রায় তিন চারি দণ্ড অতীত হই-য়াছে। পূর্ণচন্দ্র নীল নভোমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণে যামিনী যেন শ্বেত বসন পরিধান করিয়া হাস্য করিতেছেন। তারকারাজি চন্দ্র কিরণে আভাহীন হইয়া সুনীল অম্বরে ধীরে২ আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে খদ্যোতিকাকুল যেন সেই অভিমানে কোথায় যে লুক্কাইত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। তমোরাশি বহুক্ষণ পূর্ব্বে সভয়ে কোন সুবৃহৎ কুঞ্জে বা পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দুর্বৃত্ত নরপিশাচগণ জ্যোৎস্নালোকে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, কোন নিভৃত স্থানে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া নিশানাথের প্রতি অযথা গালি বর্ষণ করিতেছে। পিকবর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীকে দিনমান মনে করিয়া প্রফুল্লমনে পঞ্চমতানে কুহু কুহুস্বরে গান

করিতেছে। বেল জুই প্রভৃতি নানাজাতি পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। চন্দ্রকিরণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর নামক গ্রামের এক ক্ষুদ্র অট্টালিকায় পতিত হওয়াতে তাহার সুধাধবলিত দেহ আরও সুন্দর দেখাইতেছে। অট্টালিকার সম্মুখে একটী সুন্দর উদ্যান। উদ্যানের ভিতর একটী সুবৃহৎ সরোবর। নিশানাথের আগমনে সেই সরোবরে জলপ্রাসীনা কুমুদিনীকে হাস্য করিতে দেখিয়া, তিনি আর ঊর্দ্ধে থাকিতে না পারিয়া সরসীর স্বচ্ছবারি মধ্যে আগমন করতঃ প্রণয়িণীর সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। মলয় মারুত তাহার এই সুখসম্মিলনে অত্যন্ত ঈর্ষাপর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার আসন সঞ্চালন করিতে লাগিল দেখিয়া শশধর সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করতঃ এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী নায়ককে এরূপ অস্থির ভাবাপন্ন দেখিয়া হেলিয়া দুলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকার ছাদের উপর একটী প্রৌঢ় ও এক যুবক পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। যুবকের নাম সুরেশচন্দ্র বসু এবং প্রৌঢ়ের নাম অভয় পদ মিত্র। অভয় বাবুর বাটী এ গ্রামে নহে। যুবক তাহার জামাতা। যুবকের পিতৃবিয়োগ হওয়াতেই তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। যুবক শ্বশুর মহাশয়কে দেখিবা মাত্র পিতৃবিয়োগজনিত শোক পুনরুদ্দীপিত হওয়াতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ এইভাবে গত হইলে অভয়বাবু বলিলেন বাবা! তোমার পিতার বয়স হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে এতদূর শোকাতুর হওয়া

তোমার ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোকের উচিত নহে। বিপদকালে ধৈর্য্যধারণ সাধুলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষ তুমিই এখন বাটীর মধ্যে বড়। তুমি যদি এরূপ শোকান্বিত হও তাহা হইলে তোমার কনিষ্ঠদিগের কি হইবে। আর তোমার বিমাতাই বা কি রূপে ধৈর্য্য ধারণ করিবেন। তাই বলিলাম বাবা! স্থির হও জন্মাইলেই মৃত্যু আছে। আর জানিতাম যে শোক করিলেই পিতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা আছে তাহা হইলেও যাহা হউক রোদন করিবার ক্ষতি ছিলনা। এখন বৃথা ক্রন্দন করিলেত কোন ফল হইবে না। বরং এইরূপে অনশনে অধিকদিন যাপন করিলে তোমার নিজের শরীরেরই বিলক্ষণ হানি হইবার সম্ভাবনা। পরে জামাতাকে কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বলিলেন, মরিবার সময় তোমার পিতা তোমাকে বিষয় আশয়ের কোন কথা বলিয়াছিলেন কি?

জামাতা—আজ্ঞা না। আমি তখন কবিরাজের বাড়ী গিয়াছিলাম। তবে মারমুখে শুনিয়াছি যে মৃত্যুকালীনপিতার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল; কোন বিষয়েই তিনি কথা কহিতে পারেন নাই।

অভয়—তবে এখন তোমার বিমাতাই সংসারেরখরচ চালাইবেন তোমার পিতার ত কিছুরই অভাব ছিল না। এত জমি এত লোক জন এসকলইত তাঁর। কিন্তু স্ত্রীলোকে সকল কার্য্য কিরূপে করিবেন। তুমিও মধ্যে মধ্যে সকল দেখিও। এখন হইতে তোমার পড়া শুনার ব্যাঘাত পড়িল বটে; কিন্তু তা বলিয়া কর্ম্মেকর্ত্তব্য অবহেলা করা সুধীজনের কার্য্য নহে।

জামাতা—আমি কি করি। সাধ করিয়া ও সকল দেখি না। কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই মা বলেন ওসব কথায় তোমার দর-

কার কি? আমিওযথন আছি তখন তোমায় আর ও সকল কার্য্য দেখিতে হইবেনা। সেই অবধি আমি আর ও কথা জিজ্ঞাসা করি না। বোধ হয় মা তাহাতে রাগ করেন।

অভয়—কেন তাঁহার ক্রোধের কারণ কি। তুমিইত এখন বাড়ীর বড়। তোমাকেই এখন ত এসকল বিষয় দেখা উচিত। বাবা আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না। তোমার বিমাতা কি বলেন?

জামাতা—বল্‌বেন আর কি? বলেন যে তোমার পিতার ত নগদ কিছুই ছিল না। যা আছে ঐ ১৬০০ বিঘা জমি তাহারও ৯০০ বিঘায় আবাদ হয় না। আর বলেন যে তোমার মার গায়ে যে সকল গহনা ছিল তাহাও ত তোমার স্ত্রীকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আর নগদ টাকা কোথায়?

অভয়—কেন? অমিয়াকে ত তোমার মাতা ঠাকুরাণীর সকল গহনা দেওয়া হয় নাই। বিবাহের দিন তোমার পিতা বলিয়াছিলেন যে এখন এই দিলাম বৌমা বড় হইলে সুরেশের মাব যত অলঙ্কার আছে সকলই উহাকে দি। আর তাঁর মৃত্যুর এই কয় দিন না যেতে যেতে উনি সে সকল কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন! এ সকল বড় ভাল কথা নয়। তুমি শক্ত হও বাবা। তাহলে সব আদায় হবে। নতুবা যে রকম দেখ্‌ছি আর দুদিন পরে তোমায় এ বাড়ী থেকেও দূর করে দেবে।

জামাতা—আমি কি করে ও সকল কথা মাকে বলি। তিনি যাহাই করুন না কেন আমি তাঁহাকে কেন রূপে ও সকল কথা বলিতে পারিবনা। তিনি আমাকে দূরকরিয়া নিশ্চিন্ত হন দেবেন আমার অদৃষ্ট লইতে পারিবেন না।

অভয়—সকলই আমাদের অদৃষ্ট। কোথায় তোমার পিতা অমিয়াকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবেন না তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। অদৃষ্টে যাহা আছে অবশ্যই হইবে। তথাপি সকল দিক দেখিয়াত চলিতে হইবে? তুমি যদি ওরূপ কর তাহাহইলে তোমাকেই ফাকিতে পড়িতে হইবে।

জামাতা—সে আমার অদৃষ্ট। মা যদি আমায় ফাকি দিয়া সন্তুষ্ট হন দিন। আমিকোন মুখ লইয়া তাঁহার সহিত বিবাদ করিব।

অভয়—আমি ত বিবাদের কথা বলিতেছি না তোমার প্রাপ্য গুলি তুমি যদি এখন না বুঝিয়া লও তাহা হইলে তোমার মা কি আর কখনওদিবে? যখন এর মধ্যেই এই সকল কথার আরম্ভ হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে যে কিহইবে তাহা জগদীশ্বরই জানেন। আজ কদিন হলো?

জামাতা—আজ ১৯ উনিশ দিন। আপনি কি একমাস পরেই কাশী যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এখন দিন কতক থাকিলে ভাল হয় না আমার ত আর কেহই নাই। আপনিই একমাত্র অভিভাবক। পিতা এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে তোমার যেমন মাতা নাই তেমনি তোমার শ্বশুর শাশুরি সকলই আছেন। এ সকল থাকা কম সৌভাগ্যের কথা মনে ক'রনা। আমিও সেই ভরসায় একরকম মন স্থির করিয়াছি। আপনি যদি এসময় আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যান তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে। বিমাতার যেরূপ ভাব দেখা যায় তাতে তিনি যে এই মাস পরে আর আমাকে এ গৃহে স্থান দিবেন এমন ত বুঝায় না।

তবে যতদিন প্রকাশ্যে কোন কথা না বলেন ততদিন আমি কোন কথাই বলিব না মনে করিয়াছি।

জামাতার এই সকল বাক্যে অভয় বাবুর আন্তরিক কষ্ট হইল কিন্তু তখন আর কোন কথা না বলিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন এবং যথাকালে আপনার ভবনে উপনীত হইলেন।

দেবেন্দ্র নাথ বসুর দুই বিবাহ ছিল। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সুরেশ নামে এক পুত্র ও সরলা নামে এক কন্যা ছিল। সরলা জন্মাইবার এক বৎসর পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। দেবেন্দ্র বাবু সেই সুযোগে আর একটী বিবাহ করেন। এবং এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে শচী ভূষণ নামে এক পুত্র ও ইন্দিরা নামে এক কন্যা হয় দেবেন্দ্র বাবুর সংসারে কোন প্রকার অভাব বা অনাটন ছিলনা। অতি সুখসচ্ছন্দে দৈনিক ভরণ পোষণ ও কার্য্যকলাপ নিষ্পন্ন হইত। তাহার প্রায় ১৬০০ বিঘা জমী ছিল। কিন্তু সকল জমীতে স্বয়ং আবাদ করা সুবিধাজনক হইবেনা বলিয়া, তিনি প্রায় ১৫০ দেড় শত বিঘা আপনাদিগের আবাদের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সকলই পত্তনী দিয়াছিলেন। নিজেই যে ১৫০ বিঘা জমি ছিল তাহাতে তাঁহাদের সংসারিক সকল খরচই এক প্রকার চলিত। এখনকার লোকে একথা শুনিলে আমাদিগকে হয়ত উপহাস করিবেন, কিন্তু এ সকল সত্য কথা। বাৎসরিক যে ধান্য জন্মিত তাহাতে তাঁহাদের অন্নের জন্য আর কিছুই চিন্তা করিতে হইত না। এতদ্ভিন্ন ক্ষেত্রে কলাই মসুর শরিষা প্রভৃতি নানা প্রকার রবিশস্যও জন্মিত। শাক সবজিরত কথাই নাই। পুষ্করিণীতে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য থাকিত। যে সমস্ত শরিষা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইত সেই সকলের পরিবর্ত্তে তাহার সিকি তৈল প্রাপ্ত হইলেন

ক্ষেত্রে সমস্ত ইক্ষুর পরিবর্ত্তে তাহার সিকি গুড় পাইতেন। কেবল লবণ ও মসলার জন্য বাৎসরিক যাহা কিছু নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল। এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যই সেই উর্ব্বরা ভূমি হইতে প্রাপ্ত হইতেন।

দেবেন্দ্রবাবু এইরূপে সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার বহুমূত্র রোগের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। এবং এই রোগেই অবশেষে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। পীড়িত হইয়া অবধি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে বিষয় বিভাগ করিয়া দেন এবং এই বিষয়ে অনেকবার তাঁহার স্ত্রীকেও বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ঐ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন না করাতে তিনিও আর কিছু করিতে পারিতেন না। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন; দেখ সুরেশ ও সরলাকে আপনার পুত্রকন্যার ন্যায় দেখিবে। উহারাই আমার বড়। বিশেষ সুরেশ যেরূপ সচ্চরিত্র তাহাতে যে সে কোনরূপ গোলযোগ করিবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। সরলা এখনও বালিকা। আর উহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে সুতরাং এ বিষয়ে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছি। তবুও উহাদিগের মা নাই। যাহাদের এসংসারে মা নাই তাহাদের কেহ নাই। তুমি উহাদিগকে যত্ন করিও। আমার শরীর আজি যে কিরূপ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বোধহয় আজই আমার এপুরী পরিত্যাগ করিতে হইবে। দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় আমি যেমন সকল দিক বুঝিয়া কার্য্য করিতাম আমার অবর্ত্তমানে তুমিও সেই রূপ করিও। পৈতৃক ক্রিয়া কলাপ গুলির যেন লোপ না হয়। আর সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম অতিথিসেবার যেন কোনরূপ ত্রুটি

না হয় অতিথিসেবাই আমার পৈতৃক ধর্ম্ম। এপর্য্যন্ত কোন অতিথি আমাদের বাটীতে আসিয়া হতাশ অন্তকরণে প্রত্যাগমান করে নাই। শুনিয়াছি অতিথি প্রফুল্ল মনে প্রত্যাগমন করিলে যেমন পুন্যলাভ হয় তেমনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে তাহাদের সকলপাপগৃহীদিগকে দানকরিয়া সংসারীর সকলপুণ্যের অধিকারী হয়। অতএব অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিও না।"এই কথা বলিতে বলিতে তাহার বাক্ রোধ হইয়া আসিল এবং অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুরেশ তখন বাটীতে ছিলনা সুতরাং পিতার মৃত্যু সময়ে তাঁহার নিকট থাকিতে পারে নই। তাঁহার বিমাতা স্বামীর এই অবস্থা অবলোকন করিয়া প্রতিবাসী ও অপরাপর লোক জনের সাহায্যে তাঁহাকে বাটীর বাহির করিলেন। পরে সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

এতদিন সুরেশ বাবু বিষয় কর্ম্মে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাহার পিতাও পাছে তাঁহার পাঠে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে কখনও তাঁহাকে কোন কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিতেন না। সুরেশ বাবুর পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা তাঁহার দিগকে অর্থকরী ভাবিবেন না। তিনি নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া মনের কালিমা দূর করিতেন৷ সময় পাইলেই তিনি কোন না কোন ধর্ম্মপুস্তক লইয়া তাহাতেই মন নিবিষ্ট করিতেন। এইরূপ নানা প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার স্বভাবএরূপ পবিত্র হইয়াছিল যে গ্রামের প্রায় সকল লোকই তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিত। তাঁহার বয়স যদিও বাইশ তেইশ বৎসরের অধিক হইবে না তথাপি গ্রামের লোকের

মধ্যে কোন ধর্ম্মের তর্ক উপস্থিত হইলে; তাঁহারা তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইতেন, এবং তিনি যাহা বলিয়া দিতেন, তাহাকে বেদ বাক্য স্বরূপ মনে করিয়া স্বস্ব স্থানে গমন করিতেন শচীভুষণের বয়স তখন প্রায় ১২ বার বৎসর। সে কখনও পুস্তক হাতে করিত না কেহ কোন কথা বলিলে তাহাকে মারিতে উদ্যত হইত। সে অত্যন্ত দূরন্ত ছিল। কাহাকেও ভয় করিত না। পিতা মাতা কোন কথা বলিলে সে হাস্য করিত। কাহারও কথা শুনিত না। কন্তু সে সুরেশ বাবুর অত্যন্ত অনুগত। সুরেশ বাবু কোন কথা বলিলে সে তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিতনা। এই সকল কারণে তাহার মাতা সুরেশ বাবুর উপর বড়ই ঈর্ষান্বিত হইয়া ছিলেন। এবং কিসে তাঁহার অপকার করিবেন সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইতেন। কিন্তু যতদিন তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার দুষ্টাভিসন্ধির কোন সুযোগ না পাওয়াতে তিনি তখন কিছুতেই আপনার অভিষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন নাই। আপাততঃ তাঁহার স্বামীর কাল হওয়াতে তিনিও সুবিধা পাই-লেন। এবং কিরূপে সুরেশ ও সরলাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিবেন তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুরেশ বাবু কিন্তু সেরূপের লোক নহেন। সহজে যে কেহ তাঁহার দেবোপম চরিত্রে কলঙ্ক বাহির করিবে তাহা হইতনা। তাঁহারবিমাতা নানা প্রকার কৌশল পাতিলেও সহসা তাঁহাকে কোন বিষয়ে দোষী করিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিতা হইলেন। বিশেষতঃ গ্রামের প্রায় সকলেই সুরেশ বাবুকে মান্য করিত। সহজে যে তাঁহারা তাঁহার চরিত্রদোষ বিশ্বাস করিবে না তিনি তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। কিন্তু এদিকে আবার যতদিন তাঁহাকে বাটী হইতে

বহিস্কৃত করিতে না পারিবেন ততদিন আপনাকে কোনরূপেই নিষ্কণ্টক মনে করিতে পারিলেন না।

সুরেশ বাবু পিতার কাল হওয়া অবধি তাঁহার বিমাতাকে বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। কেবল একবার মাত্র বলিয়াছিলেন মা বাবা ত স্বর্গে গেলেন। আমাদের দশা কি হইবে ? আমাদিগের কথা কি তোমায় কিছু বলিয়াছেন তাহাতে তিনি যেন কিছু রাগান্বিতভাবে বলিয়াছিলেন "সবে আজ ১০।১২ দশ বার দিন হইল তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যেই তুমি ও সকল কথার উত্থাপন করিতেছ না জানি আর দিন কতক গেলে আর ও কি করিবে। তোমার পিতা তোমাদের বিষয় কিছুই করিয়া যান নাই। যাহা কিছু আছে উহাতে আমাদের ভরন পোষণ হওয়াই সঙ্কট। তুমি একটী চাকরীর যোগাড় দেখ। কেননা এতে সকলের স্বচ্ছন্দে দিনপাত করা বড় কঠিন হইবে। সুরেশবাবু বিমাতার এই বাক্যে আর কোন উত্তর না করিয়া আপন কর্ম্মে মন সংযোগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতি।"

অভয় বাবু বাটীতে উপস্থিত হইয়া গৃহিণীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। তাঁহার গৃহিণী বড় সরলা ছিলেন। স্বামীর প্রতি তার বিশেষ ভক্তি ছিল। স্বামীর কথাকেই তিনি বেদ বাক্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি স্বামীরমুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন সুরেশ যথার্থই বলিয়াছে। সামান্য বিষয় লইয়া বিমাতার সহিত কলহ করা ভাল দেখায় না। আমরা ত জানিয়া শুনিয়াই অমিয়ার বিবাহ দিয়াছি! তবে আর এখন ও সকল ভাবিয়া কি হইবে! সকলই বিধাতার হাত! তিনি যাহা করিবেন তাহাতে আমাদের হাত নই! স্ত্রীর কথায় তাঁহার ভ্রম দূর হইল। এতক্ষণ বৃথা চিন্তায় তাঁহার যে অন্তর্দাহ হইতেছিল, সতী সাধ্বী গৃহিণীর হৃদয়গ্রাহী বাক্যবারি সিঞ্চনে তাহার কতক নিবারিত হইল। তিনি ঈশ্বরের উপর ভবিতব্যের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অভয় বাবুরা দুইটী ভ্রাতা ছিলেন। কনিষ্ঠের নাম সীতানাথ অভয় বাবুর বয়স যখন ১৮। ১৯ আঠার উনিশ বৎসর; তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদিগের মাতা ইহার কিছু পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং অভয় বাবুকেই এই অল্প বয়সেই সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। সীতানাথ তখন ১০ দশ বৎসরের মাত্র। অভয় বাবুর আরও দুই তিনটী ভ্রাতা ও ভগ্নী হইয়াছিল কিন্তু কালের কঠোর হৃদয়ে তাহা সহ্য হয় নাই। তাঁহারা সকলেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জনক জননীর শোকের কারণ হইয়াছিল। অভয় বাবু বাটীর বড় ছেলে তাহাতে আবার অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যু হওয়াতে তিনি জনক জননীর অত্যন্ত আদরের হইয়াছিলেন। সুতরাং অল্পবয়সেই তাহার বিবাহ হইয়া যায়।

অভয় বাবুর পিতার যখন কাল হয় তখন তাহার স্ত্রীর বয়স ১৩। ১৪ তের বা চৌদ্দ বৎসরের অধিক হইবে না। এই অল্প বয়সে সংসারের সকল কার্য্য গুছাইয়া করিতে পারিবে না ভাবিয়া অভয় বাবু একটি স্বজাতীয় বিধবাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিধবাই প্রায় সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিত কেবল রন্ধন করিতে পারিত না। একদিন তাহাকে রন্ধন করিতে বলা হয়। তাহাতে সে বলিল "আমি কখন রন্ধন করি নাই।" যদি খাদ্য দ্রব্য সকল নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে আর তাহাকে কখনও রন্ধন করিতে বলা হইত না। অগত্যা অভয় বাবুর স্ত্রী সরোজ-বালাই রন্ধন করিতে লাগিলেন।

অভয় বাবুর পিতার সম্পত্তির মধ্যে কেবল সেই বসত বাটিখানি আর তাহার ই নিকটে কতকটা জমী ছিল।

অভয়বাবুর পিতার সম্পত্তির মধ্যে কেবল সেই বসত বাটীখানি, আর তাহরই নিকটে কতকটা জমী ছিল। তাহাতে আবাদ হইত। এবং তাহারই আয় হইতে সংসারের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। পিতার জীবদ্দশায় তিনি কেবল ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন। বিষয়-কর্ম্মে একবার ও মন দিতেন না। সেই জন্য কখন কখন তাঁহার পিতামহাশয় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন ওবলিতেন "আমি আর ক-দিন, এখন হইতে যদি তুই এসকল কার্য্য না দেখিবি তবে ভবিষ্যতে তোর হবে কি ? আজ-কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে দুই বেলা উদর পুরিয়া আহারের যোগাড় করাই কঠিন। এসকল তুই ভাবিতেচিস্ না। আমি মরেগেলে কি তোর বুদ্ধি হবে।" এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া অভয়বাবু মধ্যে মধ্যে এক একবার বিষয় কর্ম্মে মন দিতেন বটে। কিন্তু সে সকল তাঁহার কোন রূপ ভাল লাগিত না। যে লোক একবার ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিয়াছে তাহার কি আর এই অসার পৃথিবীর কর্য্যাবলী ভাল লাগে ? তথাপিও পিতার তাড়নায় সকলই করিতে হইত। এইরূপে তিনি জমীদারীর সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝিত পারিলেন। যখন অভয়বাবুর পিতা জানিতে পারিলেন যে, তাহার পুত্র ভবিষ্যতে কোনরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তখন আর তাঁহার কোনও চিন্তা রহিল না

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের সংসারের বড়ই কষ্ট হইল এমনকি দিনান্তে আহার যোগান ভার হইয়া উঠিল। সীতানাথ তখন বালক। দুইবেলা পাঠশালায় যায়। ভ্রাতাকে

(২)

পিতার মত জ্ঞান করে। পাঠশালায় কোন বালকের হস্তে নূতন খেলাইবার জিনিষ দেখিতে পাইলে সে অভয়বাবুর স্ত্রী সরোজবালার উপর আবদার করিত। সরোজবালা যে কোন উপায়ে তাহাকে সেই দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট করিত। একদিন সীতানাথ পাঠশালা হইতে রোদন করিতে করিতে বটীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অভয়বাবু তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "আমাদের গুরুমহাশয় আজ আমাকে বড় প্রহার করিয়াছেন আর আমি ও পাঠশালায় যাইব না।" অভয়বাবু নানা প্রকারে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন কিন্তু সীতানাথ তাহাতে আরও চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া সরোজবালা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সীতানাথের রোদনের কারণ অবগত হইয়া বলিল "আমি তোমার জন্য একটী নূতন খেলনা আনিয়াছি; যদি তুমি পাঠশালায় যাও তবে সেটী এখনই তোমাকে দিব। আর যদি না যাও তাহা হইলে অপরকে দিব।" খেলনার নাম শুনিয়া সীতানাথ স্থির হইল। বলিল "আমি পাঠশালায় যাইব কই আমার খেলনা দাও। সরোজবালা এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে একটী সুন্দর লাঠিম আনিয়া তাহার হস্তে দিল ও বলিল আবার কাঁদিলে আমি এটী কাড়িয়া লইব।" সেই অবধি সীতানাথ পাঠশালায় যাইতে আর কোন উচ্চবাচ্য করিত না কিন্তু যায় এই মাত্র লেখাপড়ায় তাহার একবিন্দুও ইচ্ছা ছিল না। সকলের অগ্রে পাঠশালায় যাইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং কোন সঙ্গীকে দেখিতে পাইলেই

তাহার সহিত খেলায় মন দিত। গুরুমহাশয় দেখিতে পাইলে প্রথর প্রথর তিরস্কার করিতেন। সময়ে সময়ে প্রহারও করিতেন কিন্তু সীতানাথ মধ্যে মধ্যে সরোজ বালার নিকট হইতে জোর করিয়া দুই একটী পয়সা আনিয়া তাঁহার হস্তে দান করিত বলিয়া তাহাকে আর বড় তিরস্কার খাইতে হইত না। সুতরাং সীতানাথের যে কিরূপ লেখা পড়া হইয়া ছিল তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই রূপে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল। এমন সময়ে অভয় বাবুর পরিচিত এক বিখ্যাত জমীদারের একটী নায়েবের প্রয়োজন হইল। অভয়বাবু পিতার তিরস্কারে জমীদারীর বিষয় বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে এই সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি সেই জমীদারের নিকট উপস্থিত হইয়া নায়েবের কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। জমীদার মহাশয় তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী দেখিয়া তাঁহাকেই সেই কর্ম্মের ভার প্রদান করিলেন।

সরোজবালার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইল। দিনান্তে যাহাদের একমুষ্টি অন্নের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত এখন তাহাদের সংসার দাস-দাসী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইল। সরোজবালার মনের কিন্তু কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। দাস-দাসী থাকিলেও সে কখনও আলস্যে দিনপাত করিত না। কোন না কোন কার্য্য লইয়া থাকিত। তা বলিয়া যেন কোন পাঠক মনে করিবেন না যে ঠোঁটে আলস্য

দেওয়া আরসি দিয়া সুন্দর আসন অবলোকন করা ও বেণীবদ্ধ করা প্রভৃতি আজ-কাল যেরূপ কার্য্য ধনবান লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকেন সেই সকল বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিত। সরোজবালা সেরূপ ধরণের স্ত্রীলোক নহেন। এখন তাহাদের অর্থের অনাটন ছিল না। তথাপিও সে নিজে স্বামীর আহারোপযোগী সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিত। স্বামীর প্রয়োজনীয় সকল বস্তু স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিত। কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে সে স্বয়ংই তাহা স্বামীর নিকট আনয়ন করিত। এতদ্ভিন্ন সীতানাথের কিসে মতি ফিরিবে কিসে মানুষের মত হইবে এই সকল নানা চিন্তায় দিনপাত করিত।

সরোজবালার মুখে কেহ কখন একটীও রুষ্ট কথা শুনে নাই। কাহাকেও কোন দোষ করিতে দেখিলে তাহাকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া দিত যে সে দোষ করিয়াছে; এবং সে বুঝিতে পারিলে আর কখনও সেই কার্য্য করিত না। অনেক লোকে মনে করেন যে তিরস্কার বা প্রহার করিলেই লোককে শাসন করা হয়। সরোজবালা কিন্তু তাহা বুঝিত না। সে বলিত লোকে দোষ করিলে মিষ্ট বাক্যে তাহাকে যেরূপে সংশোধন করিতে পারা যায় ভৎসনা বা অন্য উপায়ে তত সহজে তাহাকে সংশোধিত করিতে পারা যায় না। এই জন্যই সে মিষ্টবাক্যে সকলকেই তুষ্ট করিত।

সরোজবালা বড় দয়াবতী। যখন তাহাদের নিজের আহার যোগান ভার হইত তখনও অনাহারী কোন ভিক্ষুক তাহাদের বাটীতে আসিলে আপনি আহার না করিয়া

আপনার অংশ তাহাকে দিত। অভয়বাবু নায়েবের পদ পাইলে তাহার অর্থের অভাব ছিল না। তখন সে মনের সাধে দরিদ্র লোক্‌কে কিছু কিছু দান করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিত।

ঈশ্বরের কৃপায় অভয়বাবুর সংসার এখন বেশ সচ্ছলভাবে চলিতে লাগিল। সীতানাথের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার মনেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। শৈশবকালের মত পাঠশালায় যাইয়া গুরুমহায়কে ফাকি দিয়া আর সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। এখন তাহাতে আবার অর্থেরও অনাটন নাই। যখনই যাহা প্রয়োজন হয় সরোজ-বালার নিকট প্রার্থনা করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলিতে কি সাধ্বী পতিব্রতা সরোজবালা তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিত। এইরূপে কিয়দ্দিন অতি বাহিত হইলে পর সীতানাথের অপরাপর অসৎসংসর্গও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সীতানাথকে আরও কুকার্য্যে রত করিল। ক্রমে ক্রমে সে আর পাঠশালায়ও যাইত না। অনেকদিন এরূপ অনুপস্থিতিতে গুরুমহাশয়ের সন্দেহ হইল। তিনি অভয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া অভয়বাবু সকলই বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহাকে বলিলেন "সীতানাথ যখন পড়া শুনা করিবে না তখন আর বৃথা অর্থব্যয় করিয়া ফল কি? আজ হইতে আর সে পাঠশালায় যাইবে না।" গুরু-মহাশয় অভয়বাবুর কথা শুনিয়া বিষণ্ণমুখে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গুরুমহাশয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া সীতানাথ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার অসৎ সঙ্গীগণও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, নানাপ্রকার উপায়ে তাহার অর্থশোষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের প্রলোভনে সীতানাথ নানা প্রকার দুষ্কৃতিতে আশক্ত হইল। অভয়বাবু এইসকল দেখিয়া শুনিয়া একদিন সীতানাথকে আহ্বান করিলেন ও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, আর তোমায় কোন অর্থ দেওয়া হইবে না। তোমার যদি কোন দ্রব্যের অভাব হয় আমাকে বলিও, আমি দিব।' সেই অবধি সীতানাথ আর হাতে পয়সা পায়না। কিন্তু যে লোক আশৈশব, কখনও অভাব কি জানে না, তাহার পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এদিকে অর্থাভাবে তাহার সাধের সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে তাহাকে ছাড়িতে লাগিল। কেহই আর বড় একটা তাহার সহিত বাক্যা-লাপ করে না এইসকল ব্যবহারে সীতানাথের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। সুতরাং সে অন্য উপায় অবলম্বন করিল! বাটীর কোন দ্রব্য দেখিলেই তাহা অজ্ঞাতসারে লইয়া যাইত ও তাহা বিক্রয় করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করিত। ক্রমে অভয়বাবু এই সকল জানিতে পারিলেন, এবং অনেক তিরস্কার গালাগালি করিয়া তাহাকে বলিলেন, এবার এরূপ করিলে বাটী হইতে দূর করিয়া দিব।" এইরূপ তিরস্কারে তাহার তখন চৈতন্যোদয় হইল এবং তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও এরূপ কার্য্য করিব না!"

তিন চারি বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। অভয়বাবু ও সরোজবালা সীতানাথের আর কোন চরিত্রদোষ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং তাঁহাদের উদ্যোগে সীতানাথের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর সীতানাথের চরিত্র আরও ভাল হইল। সকলেই আশা করিল যে সীতানাথ আর কুসংসর্গে মিশিবে না। কিন্তু সীতানাথের মন সেরূপ ছিল না। অভয়-বাবুর শেষ তিরস্কার তাহার অন্তরে অন্তরে বিদ্ধ ছিল। বিবাহের পর কিরূপে তাহার প্রতিশোধ লইবে সেই চিন্তাই করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা সে অভয়বাবুর কিছুই করিতে পারিল না।

সীতানাথের স্ত্রী মনোরমার মন কিন্তু সেরূপ ছিল না। সরোজবালা তাহাকে আপনার মত করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। মনোরমাও সরোজবালাকে অতিশয় ভক্তি করিত। তাহার দেবোপম চরিত্রে মনোরমা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। এমন কি কখন কখন তাহাকে মনুষ্যরূপে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিত। সীতানাথের কিন্তু এসকল ভাল লাগিত না। সে কতবার তাহার স্ত্রীকে আপনার মনের কথা বলিয়াছিল কিন্তু মনোরমা তাহাতে কোন কথাই কহিত না দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

" গিয়াছে সকল যার
আশামাত্র আছে তার। "

দেবেন্দ্রবাবু শ্রাদ্ধ রহইয়া সম্পন্ন গিয়াছে। যতদিন তাঁহার শ্রাদ্ধাদি সমাপন হয় নাই ততদিন সুরেশবাবুর বিমাতা তাহাকে কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু কার্য্য শেষ হইলে একদিন তিনি সুরেশকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "সুরেশ! আর ত আমি সংসার চালাইতে পারি না। কতদিন হইল তোমার পিতার কাল হইয়াছে তাহার উপর তাহার শ্রাদ্ধাদিতে কতটাকা বাহির হইয়াগেল। আর ত আমার কাছে কিছুই নাই। কিরূপে এই প্রকাণ্ড সংসার চলিবে আমি বুঝিতে পারি না। তোমায় অনেকদিন হইল একটী চাকরীর চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলাম তাহার কি করিলে ?"

সুরেশ।—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই চাক্‌রী করিতেন না অথচ তাহারা যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-পাত করিয়া গিয়াছেন সে সকল কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমাদের যে সকল জমী আছে, তাহাই ভালরূপ দেখিলে, উহা হইতেই আমাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। আর এখন কোথায় চাক্‌রী পাইব, কেই বা আমায় চাকরী দিবে।

বিমাতা—ইচ্ছা থাকিলে সবই হয়। এই যে তোমার শ্বশুর চাকরী করেন। আগে তার কি ছিল, আর এখন তার কিরূপ হইয়াছে। তোমার চাকরী করিতে ইচ্ছা নাই, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ। নতুবা চেষ্টা করিলে কি আর চাকরী মিলে না? আর যে, বিষয় বিষয় করিতেছ তাহারই বা কি আছে? এই জমী বৈ ত নয়। তাহাতে আবার আমার ইন্দিরা অবিবাহিত। কিরূপে যে উহার বিবাহ হইবে, সেই ভাবনাতেই আমার রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না। এখন যদি তুমি অর্থোপায়ের কোন উপায় করিতে না পার, তাহা হইলে আমি আর কোথা হইতে তোমার আহার যোগাইব। অতএব তুমি কোন চেষ্টা কর, নতুবা কাজেই তোমার ভিন্ন হইতে হইবে।

সুরেশ—মা! এত কাল আমাদের মানুষ করিয়া কি এখন বিদায় দিতে চান! যখন ভিন্ন হইবার কথা বলিতেছেন তখনই বুঝিয়াছি যে, আমাদের উপর আর আপনার মায়া নাই। আমরা আপনার কোন দোষে দোষী হইলাম, জগদীশ্বরই জানেন। যদি শচীভূষণ ও ইন্দিরা এক মুষ্টি আহার পায় আমরাই বা কেন না পাইব! আমাদেরও ত তিনি পিতা ছিলেন! পিতার অর্থে পুত্রেরা সমান অধিকারী! আমরা কেন বঞ্চিত হইব?

বিমাতা—তোমরা তোমার পিতার অর্থের অধিকারী হইতে পার না না। কেবল আমার অনুগ্রহের প্রার্থী। তোমার পিতা কি সম্পত্তির বিষয়ে তোমাকে কোন কথা কখনও বলেন নাই। তুমি কি জান না যে, আমাকে বিবাহ করিবার

সময়, আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার এই সমস্ত বিষয়আমার নামে করিয়া লইয়াছেন? আমার পিতা হিসাবী লোক ছিলেন। ভবিষ্যতে পাছে এই সামান্য বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে,সেই জন্যই তিনি পূর্ব্বে সাবধানহইয়া ছিলেন। তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি সেই কাগজখানি আনিতেছি। তুমি লেখা পড়া জান, ধর্ম্ম-চর্চ্চাও করিয়া থাক, সহজেই সেই খানির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, একখণ্ড কাগজ লইয়া আসিলেন ও সুরেশকে দেখাইতে তাহার নিকট লইয়া গেলেন।

সুরেশ।—যখন আপনি বলিতেছেন, তখন আর আমার অবিশ্বাসের কারণ কি। আর ও কাগজ দেখিয়াই বা কি হইবে। সম্পত্তি আপনাদেরই রহিল, কিন্তু উহার আয় হইতে যেমন আমাদের ভরণ পোষণ চলিত, আপনি অনুগ্রহ করিলে এখনও সেইরূপই চালাইতে পারেন। ইহাতে কি আপনার অমত আছে?

বিমাতা।—আমার মতামত কিছুই নাই। যদি সকল আয়ই সংসার খরচে ব্যয় হইবে, তবে আমার ইন্দিরার কি হইবে। আজকাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে ইন্দিরার ভাল যায়গায় বিবাহ দিতে হইলে, এখন হইতে যদি টাকা না সংগ্রহ করি, তাহা হইলে তখন একেবারে তত টাকা কোথায় পাইব। তোমরা এখন সে সকল বিষয় একবারও ভাবিতেছ না। কিন্তু আমাকে ত সকল দিক বজায় করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নতুবা শেষে কি পুত্র কন্যার হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব।

সুরেশ।—তবে আপনি আমাদের কি করিতে বলেন? কি করিলে আপনার ভাল হয়?

বিমাতা।—আমি স্ত্রীলোক অতশত কথা জানি না। আমি বলি তোমরা এখন এই বাড়ীতেই থাক। কিন্তু আহারের সংস্থান আপনাদিগকেই করিতে হইবে। আমি আর তোমাদিগকে খাওয়াইতে পরিব না।" বিমাতার মর্ম্মভেদী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুরেশবাবু বিষম বিপদে পড়িলেন। ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে আপন কক্ষে গমন করিলেন। তাঁহার বিমর্ষ বদন দর্শন করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী অমিয়াও দুঃখিত হইল। সুরেশবাবুর সর্ব্বদাই হাস্যমুখ থাকিত! কখনও কোন কষ্টে তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আর বিমর্ষ দেখা যায় নাই। যে ব্যক্তির ধর্ম্মে মতি আছে, ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, পরোপকারই যাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য তাঁহার মন কি কখন সামান্য দুঃখে বা শোকে বিচলিত হয়? কিন্তু আপাততঃ তাঁহার যে কষ্ট হইয়াছে সে তাঁহার নিজের জন্য নহে। তিনি যদি একাকী হইতেন, যদি সরলা ও অমিয়া না থাকিত তাহা হইলে তিনি এ কষ্ট গ্রাহ্য করিতেননা। কিরূপে অমিয়াকে পালন করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার আপাততঃ মনোকষ্টের প্রধান কারণ। তাহার উপর সরলাআছে। সেও বালিকা মাত্র। পিতৃমাতৃহীন বালিকাকে তাহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করাই সুরেশবাবুর এখন অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু সে বালিকাকে একদিনের জন্যও সুরেশবাবু তাঁহার চক্ষের

অন্তরাল করিতেন না, তাহাকে একবারও না দেখিয়া কিরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ? এই সকল চিন্তায় তাহার শরীর জর্জ্জরিত হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি কোন চিন্তাতেই মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। এখন সেও উপযুক্ত সময় পাইয়া অল্পে অল্পে তাহার মন আক্রমণ করিয়া বসিল। ততই তিনি সরল্লা ও অমিয়ায় বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাহার ধীর প্রকৃতি বিচলিত হইতে লাগিল!

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। পাখিকুল কিচমিচ শব্দ করিয়া ঈশ্বরে আরাধনা করিতে লাগিল। কাকগুলি কিন্তু তখনও আহারের লোভে কা কা করিয়া এদিক ওদিক উড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্যপ তঙ্গ উড়িয়া তাহাদের ভক্ষ্যরূপে, পরিগণিত হইল। সন্ধ্যাঃ সমীরণ সেবন করিবার জন্য গ্রাম্য বালক বালিকাগণ আপন আপন দাস দাসীর সহিত মাঠে বেড়াইতে লাগিল। সুনীল আকাশে রাঙ্গা মেঘ দেখা দিল! আর সেই লাল মেঘের কোলে একটীমাত্র তারকা বিমর্ষভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহাকে মলিন দেখিয়াই যেন অসংখ্য নক্ষত্ররাজী একে একে আকাশপথে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার সকল পৃথিবীকে গ্রাস করিল। বোধ হইল যেন নিশাদেবী নীলাম্বরে আপন অঙ্গ আবৃত করিয়াছেন। জাতি যুথী মল্লিকার মুকুল সকল পৃথিবীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া অবসর বুঝিয়াই যেন লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপন আপন মুখাবরণ খুলিয়া দিল। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমো-

দিত হইতে লাগিল। সৌগন্ধ সুরেশবাবুর কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এতক্ষণ তিনি চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। সহসা পুষ্পসৌরভ তাঁহার নাসিকায় প্রবেশ করাতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি গৃহের মধ্যে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন, "অমিয়া যে এইস্থানে বসিয়া ছিল, কোথায় গেল! আর তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন! আমি কি এতই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম যে, সে কখন গৃহ হইতে চলিয়া গেল, তাহাও জানিতে পারিলাম না। আর এত ভাবনাই বা কিসের? আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবে। তাহার জন্য বৃথা ভাবিয়া মনকে কষ্ট দিই কেন। সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া যদি দিনান্তে আহার না পাওয়া যায়, না খইব। অধর্ম্ম কখনও করিব না। মা যাহা যাহা বলিলেন, তাহার অধিকাংশই সত্য কথা। ইন্দিরার বিবাহের জন্য এখন হইতে অর্থ সংগ্রহ না করিলে, তখন উনি একেবারে অত টাকা কোথা হইতে পাইবেন। আমি উপযুক্ত হইয়াছি। আমাকে অবশ্যই পরিশ্রম করিতে হইবে। কল্য তাহরই কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অমিয়া গৃহে প্রদীপ জালিতে আসিল। অমিয়াকে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। অমিয়া আলোক জালিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। তাহার শান্ত, সুকোমল, সুন্দর মুখকমল অবলোকন করিয়া, সুরেশবাবুর সকল চিন্তা দূর হইল। তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্ত আপনার বামহস্তে

ধরিয়া বলিলেন, "অমিয়া এই বয়সে তুমি আমার জন্য কত কষ্ট না সহ্য করিতেছ। মনে করিয়াছিলাম, বিবাহ করিয়া তোমায় সুখী করিব। কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে, একদিনের জন্য তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না। যদি তাহাই করিতে না পারিলাম, তবে আমার মৃত্যুই বা হইল না কেন। যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে কোন-রূপে সুখী করিতে না পারে, তাহার জন্মই মিথ্যা।" এই কথা বলিয়া তিনি অমিয়ার অনিন্দিত মুখকমল, একমনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। অমিয়ার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল তিনি বলিলেন ওসব কথা বলিতে নাই। তোমারই মুখে একবার শুনিয়াছিলাম, স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য গতি নাই। এখন তুমিই যদি ওরূপ কথা বলিবে, তবে আমার দশা কি হইবে। অন্য দিন তুমি ও সকল কথা বল না, আজ হঠাৎ তোমার মন ওরূপ হইল কেন?

সুরেশ।—সাধ করিয়া কি আর ওকথা মুখ দিয়া বাহির হয়। তুমি বালিকা, তোমায় কি বলিব! আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে

অমিয়া।—চিরকালই কি আমি বালিকা থাকিব? আমার কি এখনও বুঝিবার কোন ক্ষমতা হয় নাই? যদি এখন না হইল, তবে আর কবে হইবে। তুমি বল, আজ কেন তোমার মুখ অত মলিন হইয়াছে। কিসে তোমার কষ্ট? কেনই বা আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বল না? তোমার নিকট হইতে যেসকল ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কি আমার মনের কিছুই উন্নতি হয় নাই? আমাকে সেরূপ অসার কেন মনে কর।

সুরেশ।— অমিয়া! যেদিন তোমায় প্রথম প্রদর্শন করিয়াছি সেই দিনই জানিয়াছি যে, তুমি রত্নবিশেষ। পাছে তোমার কষ্ট হয়, সেই জন্যই তখন আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলামনা। কিন্তু ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? তোমার অদৃষ্টে অবশ্যই কষ্ট আছে নতুবা আমার হস্তে পড়িবে কেন। কিন্তু তা বলিয়া আমি তোমায় অসার মনে করি নাই। আমার ধর্ম্মোপদেশে তোমার যে মনের কালিমা অনেক দূর হইয়াছে, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার এখন যেরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সকল কথা তোমাকে বলিয়া আমার কষ্টের অংশভাগিনী করিতে চাই না। সেই জন্যই তোমায় আমার মনোকষ্টের কারণ বলি নাই।

অমিয়া।—তুমিই এক দিন ভাগবত পাঠ করিতে করিতে বলিয়া ছিলে, স্ত্রী স্বামীর সুখ-দুঃখে সমান অংশভাগিনী। যেমন আমি এতদিন তোমার সুখের অংশ ভোগ করিয়া আসিতেছি, সেইরূপ এখন হইতে যদি তোমার কষ্টের অংশভাগিনী হইতে না পারিব, তবে আমারনারীজন্ম সার্থক হইল কৈ! কি হইয়াছে বল? নতুবা আমার মন কখনই স্থির হইতে পারিতেছে না।

সুরেশ।—বলিব আর কি? মা বলিলেন, তিনি আমাদের আর ভরণ-পোষণ করিতে পারিবেন না। তবে—আমরা এই বাটীতে কেবল বাস করিতে পাইব। কিন্তু আমার হাতে এখন কিছুই নাই। আমাদের ভরণপোষণ কিরূপে চলিবে। সেই জন্য আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। কল্যই তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে ও সরলাকে তাহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ

করিয়া আমি কলিকাতা যাত্রা করিব। আর এখন আমার নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপেই ভাল দেখায় না। শুনিয়াছি, অনেক লোক কলিকাতায় নানা কার্য্যে গমন করিয়া থাকেন। আমাকেও অর্থের উদ্দেশে যাইতে হইবে। যতদিন না প্রত্যাগমন করি, ততদিন তুমি তোমার পিত্রালয়ে অবস্থান করিও।

অমিয়া।—আমাদের কোন্ দোষে তিনি আমাদিগকে বিদায় দিলেন?

সুরেশ।—দোষ যাহাই হউক! যখন তিনি নিজে ঐ সকল কথা আমাকে বলিয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত এই সামান্য বিষয়ের জন্য বিবাদ করা ভাল হয় না। আমাদের ভাগ্যে থাকে—আবার হবে। সে জন্য মনে কোন দ্বিধা করিও না। এ জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নহে। যে শরীর লইয়া মানব জন্ম গ্রহণ করে, সেই শরীরও এক সময়ে ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অর্থ ত ছার দ্রব্য। আমাদের যেমন অবস্থায় রাখিবেন, আমরা যদি সেই অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব। নতুবা সুখ কোথায়। তোমরা মনে কর, কেন ধনবানগণ ত বেশ সুখে আছে! কিন্তু যদি কোন ধনশালী ব্যক্তিকে তাঁহার সুখের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তখনই জানিতে পারিবে যে, তিনিও কোন না কোন কষ্টে পতিত হইয়া আছেন। ধার্ম্মিক ভিন্ন প্রকৃত সুখী এ জগতে আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, সহসা অবস্থা পরিবর্ত্তনে যাঁহার মনে বিশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয় না,

সেই প্রকৃত সুখী। যাহা হউক, এখন ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই। তুমি একবার সরলাকে এই সকল কথা বুঝাইয়া বলিও। কেননা তাহাকেও কল্যই শ্বশুরালয়ে যাইতে হইবে।

অমিয়া স্বামীর মুখের এই সকল যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। হায়! বালিকা পতি সহবাস যে কি সুখ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিবার পূর্ব্বেই বিরহ-বেদনায় তাহাকে বিশেষ যাতনা দিতে লাগিল। সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া অমিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল ও সুরেশবাবুর আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

আহারাদির সমাপন হইলে, শচীভূষণ সুরেশবাবুর কক্ষে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা! মা নাকি তোমায় কি বলেছেন। তিনি না কি তোমাদের আর এবাটীতে রাখিবেন না? আমি ইন্দিরার মুখে এই সকল কথা এখনই শুনিতে পাইলাম।"

সুরেশ।—না ভাই! মা এমন কথা ত বলেন নাই। তিনি আমাদিগের আর ভরণ পোষণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ বলিয়াছেন। বাটী হইতে দূর করিয়া দিবার কোন কথাই ত হয় নাই।

শচী।—তবে বৌ দিদি যে, সরলার কাছে বলিতে ছিলেন যে, তাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিবে।

সুরেশ।—হাঁ ও সকল কথা আমিই বলিতে বলিয়াছি। আমাদের যখন মা আর খাওয়াইতে পারিবেন না, তখন আমাকেই একটী চাকরীর চেষ্টা করিতে কলিকাতায় যাইতে হইবে। সুতরাং সরলাকে শ্বশুরবাড়ী না পাঠাইয়া কোথায় রাখিব যাইব। এখানে ওকে প্রত্যহ কে আহার যোগাইবে।

শচী।—দাদা! তোমার মুখে কখনত এরূপ কথা শুনি নাই। তবে কি তুমি আমাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে। আর কি তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না!

সুরেশ।—না ভাই! একবারে আমি যাইরেছি না। কেবল যতদিন কিছু না আয়ের সংস্থান করিতে পারি, ততদিন আর এ বাটীতে আসিব না। এইরূপ মনে করিয়াছি।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে, ইন্দিরা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। এবং শচীভূষণকে সম্বোধন করিয়া বলিল দাদা! তুমি এখানে বসে বসে গল্প কর্‌ছ? আমি যে তোমার জন্য সমস্ত বাটী অনুসন্ধান করিতেছি। মা তোমায় কি বলেছিলেন তাহা কি মনে নাই!" এই কথা শুনিয়া শচীভূষণের মুখ মলিন হইল। সে আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। ইন্দিরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর সুরেশবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একমনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একখণ্ড কাগজ লইয়া, একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"সহবাস ফল, হয় অবিকল।"

"সরোজ! যা মনে করিয়াছিলাম, অবশেষে তাহাই ঘটিল।" এই বলিয়া অভয় বাবু এক খানি পত্র লইয়া বাটীর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে, শরীর দিয়া অল্প অল্প স্বেদ নির্গত হইতেছে। হস্ত পদ কম্পিত হইতেছে। তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া, পতিব্রতা সরোজবালার প্রাণ উড়িয়া গেল। অভয়বাবু যে সহজে কোন কার্য্যে বিচলিত হন না, ইহা তাঁহার পত্নীর বিশেষ রূপ জানা ছিল। সুতরাং অধুনা তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সরোজবালা যে ভীত হইবে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? কিয়ৎক্ষণ পরে, সরোজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন! কি হইয়াছে? তুমি ও রূপ মলিন হইলে কেন?"

অভয়।—এই দেখ সুরেশ কি লিখিয়াছে। তাহার বিমাতা তাহাকে বলিয়াছেন যে, আর তিনি তাহাদিগকে খাওয়াইতে পারিবেন না। এখন হইতে উহাদের পৃথক হইতে হইবে। সুরেশ সেইজন্য অমিয়াকে আমাদের বাটীতে ও সরলাকে তাহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়া, নিজে কলিকাতায় চাকরীর অন্বেষণে গমন করিবেন। আমি ত তাহাই তোমাকে বলিয়া ছিলাম যে, সুরেশের বিমাতা

সরোজ।—অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইল। এখন আর তার জন্য কষ্ট করিলে কি হইবে। ওসকল কথা আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তা অমিয়া কবে আসিবে?

অভয়।—সুরেশ লিখিয়াছে যে, আজই রাত্রে তাহার উভয়ে আমাদের বাটীতে আসিবে। পরে সে অমিয়াকে এখানে রাখিয়া আপনি কল্য কলিকতায় গমন করিবে। সরলাকে প্রাতঃকালেই শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সরোজবালা সাহস করিয়া আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে পর, সে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মনোরমার নিকট সেই সংবাদ দিতে গেল। মনোরমাও তাহা শুনিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। কিন্তু পাছে কিছু বলিলে, সরোজবালার প্রাণে আরও আঘাত লাগে, সেই ভাবিয়া, সে কোন কথা বলিতে পারিল না। সরোজবালা মনোরমাকে বড়ই স্নেহ করিত। কোন কার্য্য করিতে হইলে, সরোজবালা মনোরমার পরামর্শ ব্যতীত করিত না। মনোরমাও সরোজবালাকে সেইরূপ ভক্তি করিত। শৈশবাবধি সে সরোজবালাকে মাতার ন্যায় দেখিত। তাহার নিকট কত উপদেশ শুনিত কত সাংসারিক কার্য্য শিক্ষা করিত। বলিতে কি—সরোজবালা ও মনোরমা যেন একসূত্রে গাঁথা থাকিত। মনোরমার স্বামী সীতানাথের কিন্তু এসকল ভাল লাগিত না। যখন মনোরমার সন্তানাদি হইতে লাগিল, তখন হইতে সীতানাথ তাহাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল। বিনাকারণে একরূপে অনেক তিরস্কার

সহ্য করিয়া, একবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় তুমি বৃথা তিরস্কার কর কেন? তাহাতে সীতানাথ উত্তর করে, তুমি কি একাকী আপন গৃহে থাকিতে পার না? যখনই তোমায় দেখিতে পাই, তখনই দেখি যে, তুমি বড় বৌএর সহিত কি চুপি চুপি কথা কহিতেছ। ওসকল বড় ভাল নহে।

মনোরমা।—এতদিন যাঁহাকে মার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিতেছি যিনি আমাদের লালন পালন করিতেছেন, যাঁহার জন্য তুমিও মাতৃশোক একসময়ে ভুলিয়াছিলে, যাঁহার নিকট এখন আমি কতশত উপদেশ পাইয়া থাকি, তাঁহার নিকটে যাইতে ক্ষতি কি? আর তাঁহার কাছে না যাইয়া আর কোথায় গিয়া শরীর জুড়াইব। আজকাল তুমি ত দেখিলেই আমাকে তিরস্কার করিয়া থাক।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। সীতানাথ ক্রোধে জলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল ও কোনরূপে প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

সীতানাথের চরিত্র পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহের পর কিছুদিন তাহার স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অলপদিন পরেই আবার তাহার চরিত্রদোষ হইতে লাগিল। সদানন্দ ও হরিশ বলিয়া দুইজন তাহার বিশেষ বন্ধু যুটিল। উভয়েরই বাটী তাহাদের বাটীর নিকট। উভয়েই জাতিতে কৈবর্ত্ত। ইহারা ভয়ানক লোক। ইহাদের অধীনে অনেক দুষ্টলোক আছে। তাহারা চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অনেক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এমন কার্য্য নাই যে, সদানন্দ

হরিশের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত না। অর্থের জন্য তাহারা সকলেই করিতে পারিত। সীতানাথ যখন দেখিল বাটী হইতে আর বড় বেশী পয়সা পাওয়া যায় না, তখন উপায় হীন হইয়া এই দলে মিলিত হইল। এখানে সে গাঁজা, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিনামূল্যে সেবন করিতে পায়। কোন কোন দিন ভাল আহারও হইয়া থাকে। সুতরাং অভয় বাবু দুই চারি বার নিষেধ করিলেও সীতানাথ কোনরূপেই সেই আড্ডা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সদানন্দের একটী মহৎ গুণ ছিল। সে উত্তমরূপ জাল করিতে পারিত। হরিশ ও সীতানাথ ইহারা তাহারই কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিত। সুতরাং সদানন্দের জোরেই ইহাদের এক প্রকার চলিতেছিল। সে এই কার্য্য করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তিনজনে সমান ভাগ করিয়া লইত। এতদ্ভিন্ন মদ ও গাঁজার খরচ তাহারই অধীনস্থ চোর ডাকাইতের দল হইতে প্রাপ্ত হইত। সুতরাং সীতানাথের একপ্রকার কোনরূপ কষ্টই হইত না। ইহাদের মধ্যে সীতানাথ ভদ্রবংশসম্ভূত। এইজন্য সেই দলের সর্দ্দার। ভদ্রলোক বলিয়া তাহাকে লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। বিশেষ অভয় বাবুকে গ্রামে চিনেন না এমন লোক প্রায় ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া তাহাকে সকলেই বিশ্বাস করিত। কেহই তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করিত না।

এই সময়ে একদিন সীতানাথ তাহাদের বাটীর বহির্দ্বারে উপবেশন করিয়া আছে, এমন সময়ে একজন লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

তিনি আসিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় সীতানাথ বাবুর এই বাড়ী কি? তিনি কি বাড়ী আছেন?" সীতানাথ বলিল "আজ্ঞা হাঁ এই তাহার বাটী। আর আমারই নাম সীতানাথ। আপনার প্রয়োজন কি।" "সে সকল গুপ্তকথা এখানে আমি বলিতে পারিব না যদি কোন গুপ্তস্থান থাকে তবে সেই স্থানে চলুন" এই বলিয়া সেই লোক সীতানাথ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া অল্প অল্প হাস্য করিতে লাগিলেন। সীতানাথের বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না! যে ঐ কাজ করিয়া এত দিন সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইতেছে সুতরাং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপনাদের আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন "মহাশয় শুনিয়াছি আপনার সন্ধানে জাল করিতে পারে এমন লোক আছে। যদি আমায়—" এই কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন দেখিয়া সীতানাথ বলিল "কি বলুন ভয় কি।" এই কথা শুনিয়া তিনি চুপি চুপি তাহার কানে কি দুই একটী কথা বলিল। সীতানাথ বলিল "এর আর ভাবনা কি। আপনি কল্যই টাকা লইয়া এইস্থানে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আসিবেন সকল কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।" কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তিনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নাম?" তিনি বলিলেন "আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আপনার দাদা অভয়বাবুর সহিত আমার দাদার বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে! উভয়েই এক জমীদারের নিকট চাকুরী করিয়া থাকেন।

নলিনীকান্তের মুখে এই কথা শুনিয়া সীতানাথের ভয় হইল। সে ক্ষণকাল আর কোন কথা না বলিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নলিনীকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, অভয়বাবুর নাম শুনিয়া সীতানাথের এত ভয় হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন "আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি যখন নিজেই এই কার্য্যে রহিয়াছি, তখন আর আপনার ভাবনার আবশ্যক কি?" আমার দাদার কয়দিন হইল সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান আছেন। তাহাদের ক্রন্দনের জ্বালায় আমি ত আর বাটীতে স্থির থাকিতে পারি না। তাই, কি করি, এখান সেখান করিা, যে কোনরূপে হউক সময় কাটাই। যতদিন দাদার ভালমন্দ কিছু না হচ্ছে ততদিন আর আমার মঙ্গল নাই। পরে আস্তে আস্তে আবার বলিতে লাগিলেন "ভাই দুঃখের কথা বলিব কি! এতদিন যে দাদার সেবা করিলাম তাহার কি কিছুই হইল না। শেষে মরিবার সময় মেয়ের নামেই সব,—আমাকে যৎসামান্য দিয়া এখন বলেন কি প্রীতিময়ী রহিল, দেখ। প্রীতিকে বিষয়ের সমস্ত দিলেস, আবার তাহাকে দেখিতে হইবে কি? এদুঃখ কি আর কাহাকেও জানাইবার কথা? আমারও প্রতিজ্ঞা কোন না কোনরূপে, বিষয় আমার করিব,—তবে আমার নাম নলিনীকান্ত। এ কি সহজ কথা পিতার বিষয়ে উভয়ের অধিকার। আমাকে একেবারে বঞ্চিত করিলেন। দেখা যাক কি হয়। আপনি যখন সহায় আছেন

এখন আর ভাবনা কি। যে রকমেই হউক শেষ কত্তেই হবে। তবে আমি কাল সন্ধ্যার সময় আসিব, এখন বেলা হইয়াছে চলিলাম।" এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া আপন বাটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সীতানাথ অনেকদিন কোন শীকার না পাওয়াতে অত্যন্ত চিন্তিত ছিল। সম্প্রতি একটীর যোগার হইয়াছে ভাবিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ সদানন্দ ও হরিশের বাটী গমন করিয়া তাহাদিগকে এই সুসমাচার দান করিল।

সীতানাথ যে এতদূর পাপিষ্ঠ হইয়াছে, তাহা তাহার ভ্রাতা অভয়বাবু কিছুই অবগত ছিলেন না। তাহার উপর অভয়বাবু আর কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি সীতানাথকে পুত্রের মত জ্ঞান করিতেন। সীতানাথ কিন্তু ভ্রাতার পূর্ব্ব তিরস্কার সমূহ কিছুই বিস্মৃত হয় নাই। বরং সুযোগ পাইলে তাহার প্রতিশোধ লইবে এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। পৃথিবীর গতিই এইরূপ। সন্তান পিতার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিতেছে, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিতেছে, ভ্রাতা ভগিনীকে চিরকাল অনন্ত নিরয়ে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। সতলেই এই জগতের স্বর্থপর। আপন আপন স্বার্থের জন্য লোকে কি না করিতেছে।

যথা সময়ে নলিনীকান্ত বাবু সীতানাথের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিলেন। পরে সীতানাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার গোপনীয় স্থানে উপস্থিত হইল। সদানন্দ ও হরিশ

পূর্ব্বেই আসিয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতেছিল। নলিনী-কান্তকে দেখিয়া সকলেই শশব্যস্ত হইয়া, তাঁহার সকল বিষয় অবগত হইল। সদানন্দ নলিনীকান্তকে সীতানাথের নিকট উপবেশন করিতে বলিয়া, আপনি হরিশের সমভিব্যাহারে সেই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই কার্য্য সমাধা করিয়া তাহারা পুনরায় সীতানাথের সহিত মিলিত হইল। নলিনীকান্ত বাবু কাগজখানি লইয়া সীতানাথের হস্তে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতানাথও প্রাপ্ত অর্থগুলি তিন ভাগ করিয়া একভাগ হরিশকে, একভাগ সদানন্দকে ও অপর ভাগ আপনি আত্মসাৎ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"অকস্মাৎ কোন কর্ম্ম ক'রো না কখন।
বিপদে পড়িলে তুমি বুঝিবে তখন॥"

আষাঢ় মাস। কিন্তু গ্রীষ্মের তেজ এখনও কিছুই কমে নাই। অন্যান্য বৎসর এমন সময় কতবার জল হইয়া যায়, কিন্তু এবার যে কেন এখনও হইতেছে না, তাহা কেহই বলিতে পারিতেছে না। দুই দিন পূর্ব্বে আকাশে অল্প মেঘ দেখা দিয়াছিল কিন্তু ভয়ানক উত্তপ্ত পৃথিবী তাঁহারা আসিতে না আসিতে কোথায় ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগণে একখণ্ড কাল মেঘ উঠিল। চারিদিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া আকাশমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল। কালমেঘের রঙ্গে গঙ্গার জল কাল হইল। সমীরণ বন্ধ হইল। পৃথিবী নিস্তব্ধ হইল। গাছের পাতা স্থির হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মেঘ দৌড়িতে লাগিল। উড্ডীয়মান মেঘ সকলের সংঘর্ষনে ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতেলাগিল। ক্ষণস্থায়ী সৌদামিনী এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রণবেশে মেঘের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া যেন নাচিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল ও নদীতীরস্থ বৃক্ষসকলও যেন রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল হুহুঙ্কারে প্রভঞ্জন বহিল। ধুলি উড়িল। পবনদেব হুহুঙ্কার শব্দে গাছের শাখা প্রশাখাসকল প্রথমতঃ ছিন্নভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বাতাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃষ্টি আসিল, শিল পড়িল।

কৃষকের প্রাণ শীতল হইল। দাঁড়ি মাঝি দিগের মধ্যে হাহাকার পড়িল। এইরূপ দুর্য্যোগে নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা অমূল্যরতন বাবুর বাটীতে মহা গোলোযোগ পড়িয়াছে।

অমূল্যরতন বাবুর সহিত অভয় বাবুর বিশেষ আলাপ ছিল। উভয়েই এক জমীদারের নিকট কর্ম্ম করিতেন। উভয়েই ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি, সুতরাং এ উভয়ের বন্ধুত্ব বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নহে। অমূল্যরতন বাবুর একটী অবিবাহিত কন্যা ছাড়া আর কেহই ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা নলিনীকান্ত বাবুর বিবাহ হইয়া-গিয়াছে। সম্প্রতি অমূল্য বাবুর সাংঘাতিক পীড়া হওয়াতে অভয় বাবুই অধিকাংশ সময় তাহাদের বাটীতে অতিবাহিত করিতেন। অমূল্য বাবু যদিও নলিনীকান্ত বাবুকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন তথাপি তাহাকে আপনার সেবার জন্য কখনও নিকটে আহ্বান করিতেন না। অভয়বাবুই সমস্ত দিন তাঁহার নিকট থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে অমূল্য বাবুই স্ত্রী ও কন্যাও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু গৃহে সর্ব্বদা অপরিচিত লোকের সমাগম হয় বলিয়া অভয়বাবু তাহাদিগকে প্রায় সেই গৃহে আসিতে দিতেন না। পীড়া সাংঘাতিক দেখিয়া অভয়বাবু চিকিৎসকের পরামর্শে অমূল্য বাবুর একখানি উইল প্রস্তুত করাইয়া, তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

অমূল্য বাবুর পীড়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয় আমরা জীবন দিতে পারি না। অমূল্য বাবুর এই রোগ শিবের অসাধ্য।" এই সকল কথা শুনিয়া অভয় বাবু অপর কতকগুলি লোকের সাহায্যে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। অমূল্য

বাবু তথায় তিন রাত্রি বাস করিয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহারই নিকট ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনিও একপ্রকার পাগলিনী ন্যায় হইয়া গেলেন। কাহারও সহিত বড় কথা কহিতেন না। অভয় বাবু এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপনিই তাঁহাসিগের সংসার দেখিতে লাগিলেন কিছুদিন এইরূপে গত হইলে যখন অমূল্য বাবুর সহধর্ম্মিণী কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থা হইলে তখন অভয় বাবু তাঁহার কন্যা প্রীতিময়ীর হস্তে বাক্সের সমস্ত চাবি গুলি দান করিয়া, তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে আর তাহাদের বাটীতে আগমন করাও বন্ধ করিলেন। অমূল্য বাবু তাঁহার হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে অভয় বাবুও মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার অমূল্য বাবুর বাটীতে আসিতে ভাল বোধ হইত না।

অমূল্য বাবুর বিধবা স্ত্রী এক্ষণে কতক পরিমাণে সুস্থা হইয়াছেন। প্রীতিময়ীকে আপনার সুসজ্জীকৃত কক্ষ দান করিয়া আপনি তাহার কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কখনই সেই গৃহে পদার্পণ করিতেন না। সেই দিন মহা দুর্য্যোগে বাড়ীর সকলেই যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখন সহসা প্রীতিময়ী তাহার শয্যা হইতে চীৎকার করিতে করিতে বেগে আপন কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল। তাহার চীৎকারে তাহার মাতা ও অপরাপর দাস দাসী সকলেই জাগরিত হইল এবং শশব্যস্তে তাহার নিকট আগমন করিয়া চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনেকক্ষণের পর প্রীতিময়ীর মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল। এবং তখন আপন মাতাকে বলিতে লাগিল—

আজ কয়দিন হইল বড় গ্রীষ্ম হওয়াতে আমি শয়ন গৃহের দ্বার ও জানালা সকল খুলিয়াই নিদ্রা যাই। আজও আমি সেইরূপ নিদ্রা যাইতেছি, হঠাৎ একটী শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল, আমি সেই দিকে যেমন দেখিলাম, অমনি একজন লোক তথা হইতে এক লম্ফে গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও কোথায় যে অদৃশ্য হইল তাহার স্থিরতা নাই। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াই আমি ওরূপ চীৎকার করিয়াছিলাম।

মা।—তাহাকে তুমি কোথায় দেখিলে।

প্রীতি।—আমার গৃহের মেজের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতেছিল।

মা।—তোমার শব্দ পাইয়াও কি সে অপেক্ষা করিয়াছিল।

প্রীতি।—না! আমার চীৎকারে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ণ করিল।

মা।—গৃহের সমস্ত দ্রব্যই যেমন সাজান ছিল তেমনিই আছেত?

প্রীতি।—আমার ভয়ে সে সকল দেখিবার অবকাশ পাই নাই। আমার সহিত আইস আমি একবার সকল জিনিষ গুলি মিলাইয়া দেখি। সেই কথা শুনিয়া তাহার মাতা দাস দাসী গণের সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ প্রীতিময়ীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রীতিময়ী একে একে সকল দ্রব্য গুলি মিলাইয়া লইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাতাকে বলিল আমি সকল জিনিষই পাইয়াছি কিছুই যায় নাই। তাহার মাতা এই কথা শুনিয়া দুইজন পরিচারককে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন। তাহার সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া

অনুসন্ধান করিল বটে কিন্তু চোরকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিল না। সুতরাং প্রীতিময়ীর মাতা তাহাকে বলিলেন প্রীতিময়ী! তোমারও মনের স্থিরতা নাই। যখন প্রথম আমি তোমাকে এই গৃহে আসিতে বলি তখন তুমি সম্মতা ছিলে না। পরে আমিই বলপূর্ব্বক তোমায় ঐ কক্ষ প্রদান করিয়াছি। বোধ হয় তুমি স্বপ্নের ঘোরে কোন মনুষ্যকে দেখিয়া থাকিবে! তা না হইলে এ বাটীর মধ্যে চোর কিরূপে প্রবেশ করিল। আর যদি তাহাই হইবে, তবে কিছু না লইয়া কি চোর প্রস্থান করে? যাও মা আজ আর অধিক রাত্রি নাই এই বেলা শয়ন করগে। বৃথা রাত্রি জাগরণে শরীরকে কষ্ট দান করিও না। তুমি না থাকিলে আমি এতদিন আত্মঘাতী হইতাম। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

প্রীতি।—আজ আমি আর এ ঘরে থাকিতে পারিব না। তোমার নিকট শয়ন করিব।

মাতা।—মার আমার এতও ভয়। এই দুর্য্যোগ ইহাতে কখন চোর আসিতে পারে। মা আমার স্বপ্ন দেখে কি অত ভয় করিতে আছে! লোকে বলিবে কি?

প্রীতি।—তবে কেন তুমিই আমার কক্ষে চল না। তোমাকে কি ও গৃহে যেতে নাই? চল আজ ঐ গৃহেই উভয়ে একত্রে শয়ন করা যাউক।

প্রীতিময়ীর কথামত সে দিন উভয়েই তাঁহারা শয়ন কক্ষে গমন করিলেন। এবং প্রথমতঃ নানা কথা বার্ত্তার পর প্রীতিময়ী তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা! বাবার কাল হলে পর তুমি কাকাবাবুকে একদিন বলিয়াছিলে

যে, আমাদের যে বিষয় এখন আছে, তাহা প্রীতির অর্দ্ধেক ও তোমার অর্দ্ধেক। তাহাতে কাকাবাবু কোন কথাই বলেন নাই, বরং অল্প অল্প রাগান্বিত বোধ হইয়াছিল। আর সেই অবধি তিনি আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কন নাই। কাকা বাবু অমন কেন মা। বাবার বিষয় উনি অর্দ্ধেক পাইবেন তাহাতেও মন উঠে না। কন্যার এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। যে পতিশোকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছিল কন্যার এই কথায় তাহা দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল। অনেকক্ষণ কোন কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল না। পরে তিনি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রীতি! ও কথা বলিতে নাই। আজ যাহা বলিলে যেন আর কাহার ও নিকট কোন দিন তাহা ব্যক্ত করিও না। ওরূপ দুশ্চিন্তাকে মন হইতে বিদূরিত করিয়া দাও। এখন হইতে আমার আমার করিলে ভবিষ্যতে তুমি একজন ভয়ানক স্বার্থপর ব্যক্তি হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। বিশেষ তোমার কাকাবাবু অতি সজ্জন। আমি তাহাকে শৈশবাবধি মানুষ করিয়া আসিতেছি। তাহার চরিত্র বড় ভাল। কেবল একটু অভিমানী। অল্পেতেই অভিমান হইয়া থাকে। মাতার মুখ হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, প্রীতিময়ী কিছু অপ্রতিভ হইল বটে কিন্তু তাহার মন হইতে নলিনীকান্ত বাবুর অসৎ চরিত্রের স্মৃতি উঠাইতে পারিল না। কেবল তাহার মনে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। অবশেষে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা আসিয়া তাহা সকল জ্বালা দূর করিল।

কিছু দিন পরে প্রীতিময়ীর মাতা কোন কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার লৌহ সিন্দুকে খুলিবার প্রয়োজন হওয়াতে প্রীতিময়ীর নিকট চাবটী প্রার্থনা করিলেন। অমূল্য রতণ বাবুর মৃত্যু হওয়া অবধি সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রীতিময়ীর নিকট থাকিত। তাহার মাতা আর বড় ওসকলের সন্ধান রাখিতেন না। প্রীতিময়ী চাবির কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন করিতে আপন কক্ষে গমন করিল কিন্তু তথায় তাহা না পাইয়া, তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া, যথাযথ সমস্ত ব্যাপার অবগত করাইল। তাঁহার মাতা তখন অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কর্ত্তার পীড়ার সময় হইতে ও সকল চাবী আর আমার নিকট থাকিত না। অভয় বাবু কর্ত্তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিকটই ঐ সকল থাকিত। পরে যখন আমার কপাল ভাঙ্গিল, তখন ত ঐ সকল চাবি অভয় বাবু তোমার নিকট দিয়া যান। সেই অবধিই তোমার কাছে আছে।

প্রীতি।—কেন এক দিন না তুমি কি বাহির করিতে চাবি লইয়াছিলে, তাহার পর ত আর আমি ফিরিয়া পাই নাই। তোমারই নিকট আছে, দেখ।

মাতা।—আমার যদিও মনের ঠিক নাই, তথাপি ইহা আমার বিশেষ স্মরণ আছে যে, আমি ইহার মধ্যে তোমার নিকট হইতে কখনই কোন চাবি লই নাই।

প্রীতি।—তবে বোধ হয় অভয় বাবু ঐ চাবিটি দেন নাই। তা না হলে সকল চাবি গুলি রহিয়াছে, আর সেটীই বা গেল কোথায়?

মাতা।—তিনি সেরূপ ধরনের লোক নহেন। কর্ত্তার সহিত তাঁহার ত আর এক দিনের আলাপ নহে। তিনি বলতেন, উহারা এক গুরুমহাশয়ের নিকট এক সঙ্গে লেখা পড়া করিতেন, তখন থেকেই উহাদের আলাপ হয়। তার পর আবার উভয়ে এক জমীদারের নিকট চাকরিও করিতেন, সুতরাং উঁহাদের যে কিরূপ ঘনিষ্টতা ছিল তাহা তুমি কি বুঝিবে?

প্রীতি।—একবার কেন একজন চাকরকে না হয় তাঁহাদের বাটী পাঠাইয়াই দাওনা৷ তাহা হইলেই ত সত্য মিথ্যা সকল জানিতে পারিবে।

মা।—তুমি কি ঠিক বলিতে পার যে, অভয়বাবু তোমাকে লোহার সিন্দুকের চাবী দেন নাই। তাহা নাহইলে মিছা মিছি লোক পাঠাইয়া একজন ভদ্রলোককে অপদস্থ করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রীতি।—আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি অভয়বাবু ঐ চাবীটি আমাকে দেন নাই।

কন্যাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, তাহার কথামত তিনি এক পরিচারককে তৎক্ষণাৎ অভয়বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে অভয়বাবু স্বয়ং সেই ভৃত্যের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতিময়ী বলিল, "আমাদের লৌহের সিন্দুকের চাবী কি আপনার নিকট আছে।" অভয়বাবু চাবীর কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন "প্রীতি! তোমার পিতা যে দিন স্বর্গারোহণ করেন, তাহার কিছু দিন পরে তোমার মাতা

সুস্থা হইলে, আমি তোমার কতক গুলি চাবি দিয়া যাই, তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়।

প্রীতি।—আজ্ঞা হাঁ, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লোহার সিন্দুকের চাবিত ছিল না।

অভয়!—নিশ্চয়ই আছে। চল দেখি, কোথায় সেই চাবি-গুলি রাখিয়াছিলে, দেখি।

এই বলিয়া সকলেই প্রীতিময়ীর সঙ্গে সঙ্গে, তাহার কক্ষে গমন করিল ও যেখানে অপর সকল চাবীগুলি ছিল, সেই স্থান অভয়বাবুকে দেখাইয়া দিল। অভয়বাবু তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই লৌহসিন্দুকের চাবী প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাদের মধ্যে কোন চাবী আর কখনও কি প্রয়োজন হইয়াছিল।" প্রীতিময়ী বলিল, "না বাবা মরিয়া যাওয়ার পর হইতে আর ওসকল চাবীর একটী একবারও প্রয়োজন হয় নাই।"

প্রীতিময়ীর এইসকল কথা শুনিয়া অভয়বাবুর মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অনেকক্ষণ পর বলিলেন, আচ্ছা আমি একবার বাড়ী হইতে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি! কিন্তু আমার ঠিক স্মরণ হএতেছে যে, যাইবার সময় আমি সকল চাবীগুলিই প্রদান করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া আপনার গৃহে উপনীত হইলেন, এবং চারি দিক তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করত পুনর্ব্বার প্রীতিময়ীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "প্রীতি! আমি ত সকল স্থানই ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৈ চাবি ত পাইলাম না।"

প্রীতিময়ী অভয়বাবুর কথায় মাতার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মাতা কোন উত্তর না দেওয়াতে অভয়বাবু বিষণ্ণ-বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অভয়বাবু প্রস্থান করিলে পর প্রীতিময়ী তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা! এসকল আমি বড় ভাল বুঝিতেছি না। একবার মামাকে সংবাদ দিলে হয় না? আমার অভয়বাবুকে বড় সন্দেহ হইতেছে।"

কন্যার কথায় তৎক্ষণাৎ এক দাসী প্রীতিময়ীর মাতুলালয়ে গমন করিল। তাহার মাতুলালয় বড় বেশী দূরে ছিল না। সুতরাং সেই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র প্রীতির মাতুল বিপিন-বাবু সেই দিনেই সশরীরে উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়াই সিন্দুক ভাঙ্গিতে পরামর্শ দিলেন। এবং তাঁহারই পরামর্শানুসারে লৌহসিন্দুক তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গা হইল। তাহাতে সকলই পূর্ব্বমত রহিয়াছে বটে কিন্তু উইল পাওয়া গেল না। প্রীতির মাতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা পাওয়া না যাওয়াতে সকলেই বিশেষ ভাবিত হইলেন সকলেরই মুখে উইল কি হইল কে চুরী করিল ইত্যাদি নানা কথা প্রচারিত হইতে লাগিল। ক্রমে অভয়বাবুও এই ব্যাপার অবগত হইলেন। প্রীতিময়ীর সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। সে অভয়বাবুর নামে দোষ দিতে লাগিল। তাহার মাতুল অভয় বাবুকে চিনিতেন। দুই একবার কোন কর্ম্মোপলক্ষে তাহার নিকট গতায়াতও করিয়া ছিলেন, কিন্তু অভয়বাবু, তখন অপরের কার্য্য দূরে রাখিয়া উহার কর্ম্ম অগ্রে করেন নাই বলিয়া অভয়বাবুর উপর আহার

চির আক্রোশ আরোপিত হইয়াছিল। এক্ষণে বিশেষ সুবিধা দেখিয়া, প্রীতিময়ীর মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কর্ত্তার পীড়ার সময় কে কে তাঁহার নিকট প্রায়ই অবস্থান করিতেন।" প্রীতিময়ীর মাতা এইকথা শুনিয়া বলিলেন, তখনকার কথা আমার বিশেষ মনে নাই। কিরূপ করিয়া যে দিন রাত্রি তখন অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বরই জানেন। সে সকল কথা আর উত্থাপন করিয়া আমাকে বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে অভয় বাবুই অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। তিনি অভয়বাবুর নিকট থাকিতে পাইলে আর কাহাকেও চাইতেন না।

মাতুল।—যখন তাঁহার উইল প্রস্তুত হয়, তখন কোন কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন?

প্রীতি-মা—বাটীর সকলেই ছিলেন। কেবল ছোট ঠাকুর পো অনুপস্থিত ছিলেন—আর অভয়বাবু, একজন উকীল, একজন ডাক্তারও তথা উপস্থিত ছিলেন।

মাতুল।—উইল প্রস্তুত হইলে প্রথমে তাহা কাহার নিকট দেওয়া হয়?

প্রীতি-মা—প্রথমেই আমার নিকট দেওয়া হয়। কিন্তু পাছে আমার চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ, কোথাও ফেলিয়া দিই এই ভয়ে অভয়বাবু আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। আমার মনও তখন অত্যন্ত খারাপ ছিল, সেই জন্য আমিও কোন আপত্তি করি নাই।

মাতুল।—কতদিন উহা তাঁহার নিকট থাকে আর কখনই না তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন?

প্রীতি-মা—যে দিন অভয়বাবু আমাদের বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন, সেই দিন তিনি উইল খানিকে সিন্দুকে রাখিয়া, চাবী গুলি আমাদিগের হস্তে দিয়া যান।

মাতুল।—যখন উইল খানিকে সিন্দুকে রাখা হয়, তখন কি কেহ দেখিয়াছিল?

প্রীতি-মা—না। কিন্তু প্রীতির সম্মুখে তিনি সিন্দুক খুলিয়া অনেক দ্রব্য উহাতে আবদ্ধ করিয়া চাবি গুলি উহার হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মাতুল।—অভয়বাবুর উপরই আমারসম্পূর্ণ সন্দেহহইতেছে। আর আমিও তাঁহাকে বহু দিন হইতে জানি। তাঁহার চরিত্রের বিষয়ও অনেক কথা শুনিয়াছি। নতুবা তাঁহার ভ্রাতা সীতানাথ তাঁহার অত নিন্দা করিবেন কেন? অতএব যদি তোমরা আমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে এখনই এ বিষয়ে পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত। কেন না অভয়বাবু যেরূপ ধরণের লোক, তাহাতে অন্য কোন উপায়ে আর তাঁহার নিকট হইতে উইল বাহির করা যাইবে না। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে অভয়বাবুই উইল চুরি করিয়াছে।

প্রীতি।—আমিও তাহাই সন্দেহ করিয়াছি। অভয়বাবুকে উপরে দেখিতে যেন খুব সরল লোক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর এত বুদ্ধি তা কে জানে বল? কিন্তু তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। মা ত আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। মামা! এখন তবে কি হবে?

মাতুল—আমি যাহা বলিলাম সেইরূপ করিলেই উইল পাওয়া যাইবে। নতুবা আর কিছুতেই তোমরা তাঁহার নিকট হইতে উইল বাহির করিতে পারিবে না।

প্রীতি-মা।—নিশ্চয় না জানিয়া একেবারে একজন লোককে অপদস্থ ও অপমানিত করিতে আমার ইচ্ছানাই। তবে যদি একান্ত ওরূপ না করিলে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় তাহা হইলে অগত্যা করিতেই হইবে। নতুবা অভয়বাবুর বিরুদ্ধে কোনরূপ কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

মাতুল।—তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। কিন্তু মনে স্থির জানিও যে অভয়বাবু সেরূপের লোক নহেন। উহার নিকট হইতে সহজে উইল খানি বাহির করিতে পারিবে না।

প্রীতি-মা।—বিপদের সময় তোমাদের কি রাগ করিলে চলে। আমার এখন মনের ঠিক নাই আমি আর ওসকল বিষয়ে কোন কথা কহিব না। যাহাতে উইল খানি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারি তাহার চেষ্টা কর। তোমাদের মতই আমার মত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সদাই কি রবে ভীতি
প্রণয়ের একি রীতি"

সীতানাথের অংশে সে দিন ৫০১ পঞ্চাশ টাকা পড়িয়াছিল। সুতরাং সে দিন তাহার আনন্দের আর সীমা ছিল না। যদিও তাহারা ইতিপূর্ব্বে এরূপ অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, তথাপি সে গুলির কোনটীও এত লাভজনক ছিল না। মধ্যে মধ্যে এরূপ উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া, সীতানাথের মন ফিরিয়া গেল। সে বাটী আসিয়া, মনোরমাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া, মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল। কিয়ৎক্ষণ পর মনোরমা ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট উপনীত হইল। অন্য অন্য দিন সীতানাথ অপর কথা কহিত; কিন্তু আজ সে অর্থ পাইয়াছে সুতরাং গম্ভীর ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে।"

মনোরমাই কেবল সীতানাথের চরিত্র বিশেষ রূপে জানিত! কিন্তু স্বামী নিন্দা শুনিলেও পাপ আছে জানিয়া, ঐ সকলকথাকে হৃদয়ে স্থান দিত না। অদ্য স্বামীর মুখের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার অল্প অভিমান হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে আর কোন কথা না কহিয়া বলিল "কেন! তুমি কি জান না আমি কোথায় ছিলাম।"

সীতা।—যদি জানিব, তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ?

মনো।—আমি কোথায় ছিলাম ? এ কথার উত্তর ত প্রতিদিনই পাইয়া থাক। প্রত্যহ কি নূতন নূতন উত্তর চাও না কি ? অপর দিন আমি যে খানে থাকিতাম, আজও সেই খানে ছিলাম।

সীতা।—তোমাকে বলে বলে আর পাল্লুম না। যতই আমি বড় বৌএর কাছে তোমাকে থাকিতে নিষেধ করি, তুমিও তত আমার অবাধ্য হও। ইহার কারণ কি বলিতে পার ? তুমি কি উহাদের সঙ্গ ছাড়িবে না ?

মনো।—কারণ আর কি ? বড় দিদি আমায় যেরূপ ভাল বাসেন তাহাতে আমি তাঁহার নিকট না থাকিলে আমায় কে দেখিবে ! এক মুখে বড়দিদির গুণ বলা যায় না। বড় দিদির মত লোক এখন কি আর আছে ? উঁহাকে পাড়ার সকলেই বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আমি ত করিবই। কিন্তু কেন যে তোমার ভাল লাগে না, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

সীতা।—এ জগতে যাহার পয়সা আছে, সকলেই তাহাকে গণ্য মান্য বলিয়া বিবেচনা করে। আজ কাল লোকে আসল জিনিষ চিনিতে পারে না। নকলেরই আসল অপেক্ষা অধিক আদর। দাদা আমাদের পৈতৃক সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছেন। সুতরাং সকলকেই কিছু কিছু দিয়া থাকেন। সেই জন্যই উঁহার অত নাম ডাক। আমার কিছুই নাই;—আর কিছুই নাই কেন, আমায় কিছুই দেন নাই সুতরাং আমিও কাহাকেও কিছু দিতে পারি না। সেই জন্যই আমার উপর

সকলেরই বিদ্বেষ। তাই আমি সকলের বিষ। তাই আমি তোমারও বিষ।

মনো।—অমন কথা ব'লো না। তোমার কি পাপ পুণ্যের ভয় নাই? আমি তোমাকে কি অযত্ন করি, যে তুমি আমাকে ঐ সকল কথা বলিতেছ। তুমি আমার বিষ, কিসে জানিতে পারিলে?

সীতা।—কার্য্যেই জানা যায়। এই কতদিন ধরে তোমায় বড় বৌএর কাছে সমস্ত দিন থাকিতে নিষেধ করিয়াছি। কৈ আমার কথা ত গ্রাহ্য কর নাই। তবে আমি তোমার বিষ নয় কিসে?

মনো।—বড় দিদি আমার ও তোমার উভয়েরই মাতৃসমা। আমার মাকে আমি যেরূপ ভক্তি করি বড় দিদিকে আমি সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি। আর এ সংসারে তিনি ব্যতীত আর আমার কে সঙ্গিনী আছে বল। কন্যাকে উনি যেরূপ স্নেহ করেন আমাকেও সেইরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন। বিশেষ অমিয়া শ্বশুর বাটী হইতে আসিয়াছে। আজ তাই তাহার নিকট হইতে তাহার সৎশাশুড়ীর কথা সকল শুনিতেছিলাম। ইহাতে তোমার রাগ করা ভাল হয় নাই।

সীতা।—অমিয়া আসিলেই বা তোমার কি? তোমাকে কি উহারা অমনি খাইতে দিবে, যে অমিয়ার সহিত গল্প করিতে গিয়াছিলে।

মনো।—অমিয়া খাওয়াইবে কেন? যাঁহারা এত দিন খাওয়াইয়া পরাইয়া তোমায় অত বড় করিয়াছেন, যাঁহাদের চেষ্টায় ও যত্নে আমি পালিত হইতেছি যাঁহারা এখনও অনায়াসে

আমাদের পুত্র কন্যার সহিত, আমার ভরন পোষণ করিতেছেন। তাহারাই আমায় খাওয়াইবে। সে বিষয়ে তোমার আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এতদিন তাহাদের খাইয়া জীবন ধারণ করিলে। এতদিন তোমার এ বুদ্ধি কোথায় ছিল।

সীতা।—এ জগতে কেহই কাহাকেও খাওয়ায় না। জগদীশ্বরই সকলের আহার যোগাইছেন। তবে তোমরা কেবল ওরূপ কথা বলিয়া থাক। যিনি এ ব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু পর্যন্ত সমস্ত জীবের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন তিনিই আমাকে যে প্রত্যহ আহার দানে, আমার শরীর রক্ষা করিতেছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি। তোমরা মিছামিছি কেবল "এ খাওয়াইতেছে" "ও না খাওয়াইলে আমরা খাইতে পাইতাম না" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া আপনাদেরই সঙ্কীর্ণ মনের ভাব প্রকাশ কর। যাহাদের মন ভাল, যাহারা এক মনে সেই পরম পিতারেই পূজা করিয়া থাকে তাহারা ওরূপ কথা মুখেও উচ্চারণ করেনা।

মনো।—আচ্ছা আর না হয় তোমার সাক্ষাতে বলিব না। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইব যে বড় ঠাকুরপোই আমাদের অন্নদাতা। তিনি না থাকিলে আমরা হয়ত অনাহারে এতদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম। আচ্ছা তোমার নিকট উঁহাদের সুখ্যাতি করিলে তুমি অত রাগ কর কেন।

সীতা।—রাগ করিবারই ত কথা। পৈতৃক বিষয় আমাকে ফাকি দিয়া দাদা কিনা আপনিই ভোগ করিতেছেন। আজ কাল কার লোক গুলোও কি সেই রকম। পয়সা পেলে তাহাদেরও হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। নতুবা দাদা আমায় ফাঁকি দিতেছেন, সকলে জানিয়াও, তাঁহারা আমার দাদাকে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ

বলিয়া সুখ্যাতি করে। তোমার কাছে বলিতেকি, লোকে যখন প্রশংসা করে, তখন আমার যেন গায়ে কেউ আগুন ছড়ায় বোধ হয়। আমি ঐ সকল কথা উত্থাপিত হইলেই সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করি। তুমি বলিতেছিলে অমিয়া আমাদের বাটিতে আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে শ্বশুর বাটী হইতে আসিবার কারণ কিছু জান।

মনো।—কারণ আর কি? অমিয়ার সৎশাশুড়ী আমাদের জামাই বাবুকে আর খাওয়াইতে পারিবে না বলিয়া, তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং জামাই বাবু অমিয়াকে আমাদের এখানে রাখিয়া, স্বয়ং একটী কর্ম্মের জন্য কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

সীতা,—তা যা'ক। যাহারে কথা তা'রা বুঝুক। আমাদেয় ওসকল কোথায় কোন প্রয়োজন নাই। এখন আমি যাহা বলিতে ছিলাম, তাহা যদি তুমি শুন তবেই ভাল। নচেৎ আমি আর এ বাটীতে আসিব না। তুমি কি আমাকে এতই অপদার্থ মনে কর যে আমাদের আহারের সংস্থান করিবার আমার ক্ষমতা নাই। আমি সেইরূপ অক্ষম নয়—এই দেখ আমার হাতে কি।

এই বলিয়া সীতানাথ হস্তস্থিত সেইকয়টী মুদ্রা মনোরমাকে দেখাইলেন। স্ত্রীলোক মাত্রেরই অলঙ্কার পরিবার সাধ থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকের অর্থ লোভ কিছু বেশী। মনোরমা যদিও এতক্ষণ তাহার স্বামী সম্মুখে অভয়বাবু ও সরোজ বালার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আসিতে ছিলেন, কিন্তু সীতানাথের হস্তে অর্থ দেখিয়া তাহার কতক অংশে বিশ্বাস হইল যে, তাহার স্বামী অর্থোপার্জ্জনে নিতান্ত অপারগ নহে। তাহার মনে হইল যে

এখন হয় ত সীতানাথ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। নতুবা ওরূপ ভাবে আজ কাল কথা কহিবার উদ্দেশ্য কি? মনোরমা অর্থ দেখিয়া বলিল "আমি অর্থের কাঙ্গাল নই যে অর্থ দেখিয়া ভূলিয়া যাইব। কিন্তু দেখ কত কাল আর পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে। ইহাতে কি তোমার কিছু মাত্র লজ্জা বোধ হয় না।

সীতানাথ।—আমি তাহাই বলিতেছিলাম। আমার আর এখানে থাকিতে একদণ্ড ইচ্ছা নাই। এখানে থাকিলে কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার সুবিধা নাই কেন না তখনই তাহারা নানারূপ বিদ্রূপ করিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করে,—বলে, "ওটা কি মানুষ, এত বড় হল এখনও ভাইয়ের সংসারে ছেলেপুলে নিয়ে প্রতিপালিত হইতেছে। ওর উপায় করিবার ক্ষমতা থাকিলে আর ভাইয়ের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়া থাকে।" তুমি কি আমাকে ঐ সকল বিদ্রূপ শুনাইতে ইচ্ছা কর। না আমি, ক্রমাগত ঐরূপ উপহাসের পাত্র হইয়া, জনসমাজে পরিচিত হই এরূপ তোমার মনোগত ভাব? আমার কথা যদি তুমি এবার হইতে আর না শুন তবে আমি আর এবাটীতে আসিব না কিম্বা এজন্মে তোমার মুখাবলোকন করিব না।

মনোরমা এতদিন পর্য্যন্ত স্বামীর কথায় উত্তর করিত না কিন্তু আজ তাহার মুখ ফুটিয়াছিল। স্বামীর প্রত্যেক কথায় সে রীতিমত উত্তর দিয়াছে। আজ তাহার হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত হইয়াছে। এতদিন তাহার মনে যে সকল সামগ্রী সঞ্চিত হইয়াছিল, সীতানাথের অন্যায় তিরস্কার ও অযথা প্রহার সন্তানগণের প্রতি অত্যাচার, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা অভয়বাবুর নিন্দাবাদ প্রভৃতি সকল কথাই একে একে তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া হৃদয় লঘু করিতে লাগিল। অবশেষে সীতানাথ ক্রোধে অন্ধ হইয়া মনোরমাকে এক পদাঘাত করিল। সাধ্বী সেই বিষম আঘাতে হতচেতন হইয়া ছিন্নকদলীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়া পড়িল।

সীতানাথ দেখিল যে কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে। এতদূর আর কখনও হয় নাই। কখনও সামান্য তিরস্কার কখনও একটী চড়, এইরূপ প্রায়ই হইত, কিন্তু পদাঘাত সে একদিনও করে নাই। অদ্য পদাঘাতে মনোরমাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, তাহার মনে বাস্তবিকই ভয়ের উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, একটী জলপূর্ণ পাত্র আনয়ন করতঃ মনোরমার মুখে জল সেচন করিতে আরম্ভ করিল। অল্পে অল্পে মনোরমার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। সীতানাথ তখন আপন বস্ত্রাঞ্চলে তাহার মস্তকের জল মুছাইয়া, এক হস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষন পরে মনোরমার কথা কহিবার ক্ষমতা হইল। সে একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আজ আমার যে কি সুখের দিন তাহা আমি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে।" সীতানাথ মনে করিয়াছিল সে আজ মনোরমার যে রকম মুখ ছুটিয়াছে তাহাতে না জানি সে কত কি বলিবে। কিন্তু যখন দেখিল যে, মনোরমা যে সকল কথার বাক্য শব্দ কিছুই করিল না তখন তাহার প্রাণে আঘাত লাগিল। এতদিনে সে মনোরমার হৃদয় বুঝিতে পারিল। এতদিনে সে মনোরমার আত্মোৎসর্গ দেখিয়া চমকিত হইল

অনেকগুলি সন্তান হইলেও তাহার স্ত্রীর প্রতি অতি অল্পই স্নেহ ছিল। মনোরমাকে সে সর্ব্বদাই তাচ্ছল্য করিত। যদি কখন সে এক আধদিন দুইএকটি সাদরসম্ভাষণ করিত মনোরমার পক্ষে সেদিন পৃথিবী স্বর্গস্বরূপ হইত, এবং সে আহ্লাদে অধীরা হইত।

সীতানাথ মনোরমার মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিল 'মনোরমা! আমি অতি মূঢ়। এতদিন আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই, তাই মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া তোমা কষ্টয় দিতাম। আজও তোমায় গুরুতর আঘাত করিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর। আর আমি তোমার প্রতি কোন রূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না।' মনোরমা স্বামীর মুখে এরূপ কথা কখনও শুনে নাই বলিয়া ভাবিল বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সীতানাথের বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনায় তাহার বাস্তবিক ঘটনাই বোধ হইল। অবশেষে সে স্বামীর দুইটি বাহু আপন কোমল, ক্ষীণ হস্তে ধারণ করিয়া বলিল স্বামিন্! তুমি আমার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পার না স্বামীই স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা স্বরূপ। তুমি জান না যে তোমারই মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সদা বিরাজমান রহিয়াছে আমি তোমার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইয়া থাকি সেইজন্য তুমি আমাকে তিরস্কার কর। ইহা তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য। স্ত্রী যদি অন্যায় কার্য্য করে স্বামী তাহাকে শাসন করিতে তখন সম্পূর্ণ অধিকারী। সুতরাং তাহার জন্য তোমাকে দোষী বিবেচনা করা উপযুক্ত নয়। সে যাহা হউক আমি আর কখনও তোমার অবাধ্য হইব না। কি করিলে তুমি সন্তুষ্ট থাক

বল। আমি সেইরূপ কার্য্য করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী হইব।

সীতানাথ।—আমিত বলিয়াছি তুমি সর্ব্বদা বড়বৌএর নিকট থাকিতে পাইবে না। তুমি যতদূর উহাদের হিতৈষ বিবেচনা কর, আমি ততদূর করি না। আমি অশৈশব উহাদের ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি, সুতরাং আমি যত দূর বুঝিতে পারিব তুমি তত দূর পারিবে না। কাল হইতে আর তুমি সকল সময় ওখানেঅতিবাহিত না করিয়া, আপন কক্ষে থাকিলেঅনেক কর্ম্ম করিতে পাইবে!

মনো।—আচ্ছা তাহাই হইবে, যথন তুমি বারম্বার ঐ একই কথা বলিতেছ তখন না হয় আমি আর অধিক সময় বড় দিদির গৃহে থাকিব না। কিন্তু তিনি আমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার মাতৃতুল্য স্নেহ আমি কিরূপে ভুলিব।

সীতা।—আমি আর এখানে অধিক দিন থাকিব না। দাদার নিকট, হইতে পৈতৃক বিষয়ের অংশ প্রার্থনা করিয়া অপর স্থানে গমন করিয়া তথায় আজীবন যাপন করিব। আমার এখন উপায় করিবার ক্ষমতা আছে সুতরাং সংসারের খরচেরও বিশেষ ভাবনা নাই। যতদিন আমি এই পাপ সংসারে থাকিব ততদিনই পাড়ার দশজনে আমাকে নানা প্রকার তিরস্কার ও কটুক্তি করিয়া, আমাকে অশেষ উপায়ে যন্ত্রণা দিতে ত্রুটি করিবে না। অতএব ততদিন পর্য্যন্ত তুমি উহাদের নিকট দুই একবার যাইতে যাইতে পার। কিন্তু পূর্ব্বমত সমস্ত দিন ওখানে থাকিতে দেখিলে নিশ্চয় জানিও, আমি আর তোমার মুখাবোলকন করিব না।

মনোরমারই হার হইল। এত করিয়াও মনোরমা কিছুই করিতে পারিল না। কিছুতেই সীতানাথের মন আর্দ্র হইল না। মনোরমা সীতানাথের হৃদয় এত দিন জানিত না। আজ তাহাকে আপনার সেবা করিতে দেখিয়াছে। আজ তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সেও তাহার স্বামীর আদরের সামগ্রী। তাই সে আজ দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীর মতে মত দিল ও আজ হইতে সে সরোজবালার সহিত অধিক মিশিবে না প্রতিজ্ঞা করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে,
কতক্ষণ রহে শীলা শূন্যেতে মারিলে"

পরদিবস বেলা প্রায় ১২ দুই প্রহরের সময়, বিপিন বাবু অভয় বাবুর নামে অভিযোগ করিলেন, এবং তাহাকে ওয়ারেন্ট করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বেলা প্রায় দুইটার সময়, বিপিন বাবু তিন চারি জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া অভয় বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভয় বাবু তৎকালে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। বাটীর বাহিরে গোলযোগ শুনিয়া দুই এক জন পরিচারিকা আসিয়া সরোজ বালাকে সংবাদ দিল। সরোজ বালা ভিতর হইতে দেখিল, দুই তিন জন পুলেশের লোক বাহিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার ভয়ানক আশঙ্কা হইল। পল্লীগ্রামে সচরাচর কাহারও বাটীতে পুলিশ কর্ম্মচারীর আগমন প্রয়োজন হয় না। অভয় বাবুর বাটীতে পুলিশের লোক আসিয়াছে, বলিয়া পাড়ার দুই এক জন লোক বাহির হইল। কিন্তু পাছে অভয় বাবুর জন্য তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয়, এই ভয়ে আবার আপন আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। সরোজ বালা দৌড়িয়া স্বামীর নিকট গেল ও তাঁহাকে জাগরিত করিয়া, সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিল। অভয় বাবু সসব্যস্তে দ্বারের নিকট

যেমনি অগ্রসর হইবেন, অমনি বিপিন বাবু একজন কর্ম্মচারীকে বলিয়া উঠিল "অভয় বাবু আসিয়াছেন। উঁহাকে গ্রেপ্তার কর।"

অভয় বাবু বিপিন বাবুকে চিনিতেন না। সুতরাং তাঁহার কথায় অভয় বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন "কি হইয়াছে? আমি কি করিয়াছি যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে?"

পুলিশ কর্ম্মচারী।—এই দেখুন আপনার নামে একখানি ওয়ারেণ্ট আছে। কি করিয়াছেন তাহা কি আপনি জানেন না? যদি না জানেন তবে বিচারের সময়ে জানিতে পারিবেন। এখন আমাদের সঙ্গে আসুন। বিলম্ব করিবেন না তাহা হইলে উহারা বল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবে।

অভয়।—কারণ না জানিয়া আমি কোন রূপেই তোমাদের সহিত যাইব না। কার সাধ্য আছে বল প্রয়োগ করুক।

বিপিন।—মহাশয় পুলিশের সঙ্গে বিবাদ করা ভাল হয় না। আপনি বড় আছেন, বড়ই আছেন, তথাপি সরকারের অপেক্ষা ত আর বড় হইতে পারিবেন না। তা যাহাই হউক আপনার সহিত এখনে আমি তর্ক বিতর্ক করিতে আসি নাই। আপনি অমূল্য রতন বাবুকে চিনিতেন।

অভয়।—বিশেষ চিনিতাম। তিনি আমার হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন।

বিপিন।—তাঁহার যখন উইল প্রস্তুত হয়, আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন।

অভয়।—উপস্থিত ছিলাম বটে, কিন্তু উইলে কি কি বিষয় আছে তাহা আমার ভাল স্মরণ নাই। আমি বন্ধুকে লইয়াই

ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষ সেদিন তাঁহার পীড়ার অতিশয়বৃদ্ধি হইয়াছিল।

বিপিন।—উইল খানি কি আপনারহস্তে দেওয়া হইয়াছিল?

অভয়।—হাঁ। আমাকে দেওয়া হইলে আমি তাহা স্বহস্তে প্রীতির্ময়ীর মাতার সিন্দুকে রাখিয়া, চাবী প্রীতির হস্তে দিয় আসিয়াছি। পাছে প্রীতিময়ীর মাতা চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ আর কোথাও রাখেন সেইজন্য আমিই নিজে হাতে করিয়া তাঁহার কন্যার হস্তে চাবী দিয়া আসিয়াছি। কেন সে উইলের কথা কেন

বিপিন।—সে উইলে কথা কেন? আপমাকে সেই উইল বাহির করিয়া দিতে হইবে। কোথায় রাখিয়াছেন ফিরবে আসুন নতুবা আপনার নিষ্কৃতি নাই।

অভয়।—তবে কি আমাকে উইলেরই জন্য ওয়ারেন্ট করা হইতেছে?

বিপিন।—আজ্ঞা হাঁ। প্রীতিময়ীর মাতা বলিতেছেন যে আপনি তাঁহার কন্যাকে উইল দেন নাই। নিজেই লইয়া আসিয়াছেন অতএব আপনাকেই তাহা বাহির করিয়া দিতে হইবে!

পুলিশ কর্ম্ম।—এখন আপনি সকল শুনিলেন। আসুন আর বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব করিলে আমাদের কার্য্যহানি হইবে। আপনার কোন লাভ নাই, আপনাকে যাইতেই হইবে।

তখন অভয়বাবু অগত্যা তাহাদের সহিত ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ণ মনে কাছারির দিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় অন্তঃকরণ একবার বিচলিত হইল। ভাবিলেন জগদীশ ইহাও তোমার লীলা বিশেষ।

অভয়বাবু প্রস্থান করিলে পর সরোজ বালামূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। আর কখনও সরোজ বালার এরূপ অবস্থা হয় নাই। সুতরাং এই অভিনব বিপৎপাত সকলের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। অমিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছিল। সম্প্রতি মাতার এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ একটী জলপূর্ণ পাত্র লইয়া, তাঁহার মুখে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিল। কিৎয়ক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হওয়াতে অমিয়া মনোরমার নিকট যাইয়া, আদ্যোপান্ত সকল বিষয় বলিল। মনোরমা পূর্ব্বেই গোলযোগ শুনিয়া, কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে অমিয়ার মুখে সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং সীতানাথ তখন গৃহে না থাকাতে একবার সরোজ বালার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতে লাগিল মনোরমা! আমার যে আজ কি দুর্দ্দিন তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। আমরা ত কখনও কাহারও কোন দোষ করি নাই। জগদীশ্বর আমার কেন এরূপ করিলেন। তিনি আমার অগোচরে কোন কার্য্য করেন না। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে ইহাতে, তাঁহার কেন দোষ নাই। আজ কাল লোকের ভাল করিলে মন্দ হয়। এতদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, তুমি যে অমূল্যরতন বাবুর সেবা করিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রী ও কন্যা তাঁহার সেই সকল উপকারের সেই সকল সদুপদেশের ভাল প্রতিশোধ দান করিল। জগদীশ কোন দোষে দাসীকে এরূপ মনোকষ্ট দিতেছেন জানি না। আমি ত কাহারও কখন কোন অনিষ্ট

করি নাই। তবে আমার কেন অনিষ্ট হইল। ইত্যাদি নানা প্রকার শোক সূচক বাক্য বলিবার পর মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল দিদি! সকলই অদৃষ্টের কথা। আর তোমার ভাগ্যে কষ্ট ছিল তাহাই তোমার কষ্ট ভোগ করিতে হইল। কোন ভয় নাই। তিনি অতি সজ্জন। তাঁহার এক গাছি কেশেরও অনিষ্ট হইবে না। তুমিই ত আমাকে উপদেশ দাও বিপদের সময় ধৈর্য্যধারণই যথার্থ মনুষ্যত্ব। দিদি তবে আজ কেন তুমি অত অধীরা হইলে? তোমার কোন ভয় নাই। তিনি ত কাহারও অনিষ্টকারী ছিলেন না তবে কেন তাহার জন্য অত চিন্তিত হও। তুমিই বাড়ীর গৃহিণী! তুমি যদি ওরূপ চঞ্চলা হও, তবে অপর সকলে কি করিবে। আমি জানি যে তোমার মন বুঝিতেছে না, কি করিবে যাহা অদৃষ্টের লিখন তাহা অবশ্যই হইবে। সে জন্ত আর ভাবিলে কি হইবে।" সরোজ বালা এই কথা শুনিয়া বলিল "মনোরমা! তুমি যাহা যাহা বলিলে সেই সকলই সত্য। কিন্তু আর আমার মনকে কোন রূপে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না কি যে হইবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না জানি না, আমার অদৃষ্টে কি আছে। আমার প্রাতঃকাল হইতে দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে এখনও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। তাই বোধ হইতেছে আমার এখনও অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে।" এ সকল কথা শুনিয়ো অমিয়াও রোদন করিতে লাগিল।

সীতানাথ প্রত্যহ প্রাতঃকাল শয্যা গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ, বাটী হইতে বহির্গত হইয়া থাকে।

আবার মধ্যাহ্ন অতীত হইলে, প্রায় গৃহে আসিয়া থাকে। কোথায় কেন যে সে যায়, তাহা কাহাকেও বলে না; আর কেহই সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। যথা সময়ে সেদিনও সীতানাথ বাটীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেদিনও মনোরমাকে দেখিতে পাইল না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে তৎক্ষণাৎ সরোজ বালার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সকলই রোদন করিতেছে। সকলের অবস্থা দেখিয়া, তাহার ক্রোধ বিলুপ্ত হইল। সে অমিয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল "অমিয়া কি হইয়াছে! তোমরা সকলে রোদন করিতেছ কেন। অমিয়া বলিল "কাকা সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বাবাকে পুলিশে লইয়া গিয়াছে।"

সীতানাথ।—কেন? কে লইয়া গেল?

অমিয়া।—অমূল্যবাবুর উইল হারাইয়াগিয়াছে, সেইজন্ত বাবকে তাহারা সন্দেহ করিয়াছে।

সীতানাথ।— কোন ভয় নাই। আমার দাদা সে রকমের লোক নহেন।তিনি প্রতিদিন কতশত দীন দরিদ্রকে পালন করিতেছে। তাঁহার গুণের কথা একমুখে প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার জন্ত তোমাদের কোন চিন্তা আবশ্যক করেনা। মিথ্যা কথা কতক্ষণ চাপা থাকে।" পরে সরোজবালার নিকট আহার প্রার্থনা করিলেন। সরোজবালা মনোরমার প্রতি সেই ভারার্পণ করিলে, মনোরমা ধীরে ধীরে স্বামীর জন্ত আহারাদি আনয়নের জন্ত গমন করিল ও অল্প সময়ের মধ্যে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া সীতানাথের সম্মুখে স্থাপিত করিল। সরোজবালা ও অমিয়া অন্যস্থানে গমন করিল।

সীতানাথ অর্দ্ধেক আহার সমাপন করিয়া, মনোরমাকে বলিল "মনোরমা! এইবুঝি তোমার স্বামীভক্তি। কাল বলিলে আর কখনও এখানে আসিবেনা আজ একদিন না যাইতে যাইতে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। কিন্তু আজ তোমায় তাহার জন্ত তিরস্কার করিতে পারি না। কেন না আজ বাটীতে এক অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু সংবাদটী যতই অনিষ্টকর হউক না কেন ইহার মধ্যে কিছু না কিছু সত্য থাকিবার সম্ভাবনা। আমার ত বিশ্বাস হয় দাদাই কিছু করিয়াছে। তা না হলে অমূল্য রতন বাবুর পীড়ার সময় দাদা প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন না কেন স্বীকার করি উভয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তাহার সহিত একটু স্বার্থও ছিল। স্বার্থ না থাকিলে কি কখন পরের জন্ত পর একজন অত করে। তাহার স্ত্রী আছে, কন্তা আছে ভ্রাতা আছে সকলেই আছে, অথচ দাদা কেন, অত যত্ন করিতেন। শুনিয়াছি নাকি উনি স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন। আমাদের কি আর বন্ধু নাই? তা বলে আমরা কি তাহাদের অত সেবা করিতে যাইব? কখনই না। তবে দাদার স্বার্থ না থাকিলে তিনি অমন করিবেন কেন। তা যাহাই হউক এখন আমি একপ্রকার নিষ্কণ্ঠক হইলাম। যখন দাদাকে সন্দেহ করিয়াছে, তখন পুলিশের লোক সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমিও তাহাই চাই। বড় বৌএর দিনকতক ভারি তেজ হইয়াছে। বড়দাদার কয়েদ হইলেই সে ঠিক হইবে। তবে লোক-লজ্জার ভয়ে একবার আমাকে, কাছারিতে যাইতে হইবে দেখি

কি হয়।" এইবলিয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

আহারাদি সমাপন হইলে পর, সীতানাথ সরোজ-বালার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "বড় বৌ আমি একবার কাছারি চলিলাম। দেখি দাদার জন্য কিছু করিতে পারি কি না। গোটা কতক টাকা আমার সঙ্গে দাও। কি, জানি যদি প্রয়োজন হয়। বিশেষ কাছারির লোক প্রায় আগাগোড়া ঘুষখোর। একটী সামান্য কার্য্য করিতে গেলে দুই একটা টাকা না দিলে সহজে তাহা সম্পন্ন হয় না।"

সরোজ।—অমিয়া! তোমার কাকা বাবুকে ৫০৲ পঞ্চাশটা টাকা আনিয়া দাও ত। তুমি দেখিবে না ত আর কে দেখিবে। তুমি উপযুক্ত হইয়াছ। এখন তোমার দাদার বিপদ আপদ সকলই দেখিতে হয়। আজ তুমি যে আমাদের কি উপকার করিতেছ, তাহা জগদীশই জানেন।

অমিয়া মাতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা আনিয়া সীতানাথের হস্তে দিলে পর সীতানাথ বলিল দাদার অভাবে আমাকেই সকল দেখিতে হয়। আমায় কিছু বলিতে হইবে না এতদিন দাদাই সকল কার্য্য করিতেন জানিয়াই, আমি কিছুই করিতাম না। এখন কি আর আমায় কিছু বলিতে হইবে দাদার বিপদ আর আমার বিপদ কি স্বতন্ত্র? এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় একবার মনোরমাকে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিয়া, গুটি কতক টাকা হাতে দিয়া চলিয়া গেল। মনোরমা তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে টাকা গুলি লইয়া আপনার

বাক্সে রাখিয়া, পুনর্ব্বার সরোজবালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সীতানাথ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে কাছারি বাটীতে উপনীত হইল। দ্বারেই নলিনীকান্ত বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সীতানাথ তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিল "নলিনীকান্ত বাবু আপনি এখানে কেন?"

নলিনী।—আমার একটী বিশেষ প্রয়োজন বশতঃই এই স্থনে আসিয়াছি। তুমি এখানে কেন?

সীতা।—আমার দাদাকে আজ অমূল্যরতন বাবুর পক্ষ হইয়া কে ধরিয়া আনিয়াছে। তাদাদের কি উইল হারাইয়াছে, সেই জন্য দাদাকেই তাহারা অন্যায় সন্দেহ করিয়াছে।

নলিনী।—সীতানাথ বাবু যদি একটী কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল। আমি এসকল বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জানিতাম না। কাল অসিয়াই শুনিতে পাইলাম, বিপিন বাবুরই এই সকল কাজ। আমি থাকিলে কি আর এরূপ করিতে দিই। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে এখন এই কাজটী করিতে পারিলে, আমাদের উভয়েরই মঙ্গল। আমার বোধ হইতেছে যে আপনি আপনার দাদাকে রক্ষা করিতেই এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু আপনি এসকল কার্য্য করিতে পারিবেন না আপনার দাদা যে উইল লন নাই, ইহা তিনি কোন প্রকারেই প্রমাণ করিতে পারিবেন না সুতরাং তাঁহাকে শাস্তি পাইতেই হইবে। তাহার পর আমরা অন্য উপায়ে ঐ সকল বিষয় হস্তগত করিয়া, উভয়ে দখল করিতে পারিব। বৃথা কেন এখন কষ্ট পাও। পরে আমাদেরই হইবে।

সীতা।— কথায় বিশ্বাস কি। আপনি এখন আমায় এই কথা বলিয়া কার্য্য হইতে বিরত করিলেন, পরে সময় পাইলে আমাকে দূর করিয়া আপনি নিজেই সকল বিষয় ভোগ করিবেন, তখন আমি আপনার কি করিব?

নলিনী।—আপনি আমাকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। একবার ত আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে কি আপনি জানিতে পারেন নাই যে, আমি কিরূপ লোক। যদি তাহাতেও প্রত্যও না হইয়া থাকে তবে আমি আপনাকে চুপি চুপি একটী কথা বলিতেছি তাহাতে নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বাস হইবে বটে, কিন্তু আমার জীবন আপনার হস্তে থাকিবে। সাবধান যেন ঘুণাক্ষরেও আর কেহ এ কথা জানিতে না পারে। তাহা হইলে উভয়েরই দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। এমন কি আপনার সদানন্দ বা হরিশ বাবুও যেন জানিতে না পারে। এই বলিয়া সীতানাথের কাণে কাণে গুটি কতক কথা বলিয়া কি একখানি কাগজ দেখাইলেন সীতানাথ তাহা দেখিয়া চমকিত ও যুগপৎ আনন্দিত হইল এবং আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া বলিল তবে চলিলাম মহাশয়! যাও। হয় ইহার পরে সংবাদ পওয়া যাইবে! আমি আর এখানে অপেক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু একবার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভাল হইত না? বড় বৌ দাদার অদর্শনে দুই তিনি বার মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল, সুতরাং দাদাকে একবার দেখিয়া যাইলে ভাল হইত।

নলিনীকান্ত।—সীতানাথবাবু! অমন করিলে কোন কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইবে না। আপনি যদি এইস্থানে আরও

কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে অনেক লোকের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা। তাহারা যদি আপনাকে ও আমাকে একসঙ্গে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই বিপদ। অতএব সাবধান হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলের বিষয়। আরও আপনার দাদার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিবার কোনও আশা নাই। আজ তাঁহাকে লইয়া ইহারা নানপ্রকার কষ্ট ওযন্ত্রনা দিতেও ত্রুটি করিবে না। আপনি কি তাহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন? তা কখনই নয়। তাই বলিতেছি সকল কার্য্যের পূর্ব্বে সাবধান হওয়া চাই। বুঝিচেন ত। ত'াহলে সকলদিকেই সুবিধা। সীতানাথ অগত্যা আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে আপনার গৃহাভিমুখে গমন করিল। বাটীতে উপস্থিত হইয়া সরোজ বালাকে বলিল "প্রথমে কোনরূপে দাদার ত সংবাদ পাওয়, গেল না। অবশেষে অনেক জেদাজেদির পর তোমার প্রদত্ত সকল টাকা গুলির লোভ দেখাইয়া কোনরূপে কাচারি বাটীতে প্রবেশ করিলাম। পরে আর একজন লোককে আমার দুইটী টাকা দিলাম এবং সে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাদার গৃহ দেখাইয়া দিল। কিন্তু সে গৃহে প্রবেশ করিতে আমর সাহস হইল না স্বয়ং ইন্‌স্‌পেক্‌টার সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অত কষ্ট করিয়া টাকা খরচ করিয়া যে অমনি ফিরিয়া আসিব সীতানাথ সেরূপ পাত্র নয়। আমি সেখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলাম। পরে যখন দেখিলাম সাহেব চ৷লয়াগেল তখন আমি গৃহের বাহির হইতে দাদাকে দেখিয়া আসিলাম। দাদা বেশ আছেন। তোমার মত

তিনি ত রোদন করিতেছেন না। দাদাকে আমি দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। আমি, সেই স্থানে তাঁহাকে দেখা দিয়া, তাঁহার মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি নাই।

সরোজ।—সময়ে সকলকেই পাওয়া যায়। অসময়ে কেহই কাহারও হয় না। আজ যদি আমাদের কোন সুখের ঘটনা হইত, তাহা হইলে এতক্ষণ বাটিতে লোকে লোকারণ্য হইত। কিন্তু দুঃখের সময় তাহাদের কেহই কোথাও নাই। তুমি ত ভাই, তাও কোন একটা কাজ করিয়া আসিতে পারিলে না! কাজ ত ভারি! কি না একবার চোখের দেখা দেখিয়া আসিবে, আর দুই একটা কথা কহিয়া আসিবে। তার জন্য ৫০৲ পঞ্চাশটা টাকাও দিলাম। তোমার কি কিছুই কাণ্ড জ্ঞান নাই। টাকা গুলি খরচ করিলে, কিন্তু আসলের বেলায়, কিছুই নাই। এরূপ করিলে আমার কিরূপে চলিবে। তুমিও যদি অবহেলা করিয়া আমাদের কার্য্য কর, তাহা হইলে অপরে করিবে, তাহার আর কথা কি?

সীতা।—একদিন দাদা না যেতে যেতেই, তুমি আমায় এই সকল তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে। তবে ইহার পর কি হবে?

সরোজ।—এমনিই ভাই বটে। আগে থেকেই ভাব অমঙ্গলে চিন্তা করিতেছ। তবে ভবিষ্যতে আমাদের কপালে যাহা আছে, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে।

সীতা।—ভাইয়ের দোষ কি? ভাই যতদূর পারিয়াছে, ততদূর করিয়াছে। যাহা তাহার অসাধ্য, তাহা কিরূপে তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে।

সরোজ।—তুমি ত আর ছেলে মানুষটী নও যে; এই সামান্য কাযটাও তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে। আর আজ তুমি এমন ধমক দিয়ে কথা কচ্ছ কেন! কি হইয়াছে! মা যখন অদৃষ্ট অপ্রসন্নহয়, তখন চাম্‌চিকাওলাথি মারে। আমাদের এখন যেরূপ সময় মন্দ, তাহাতে যে, তুমি এরূপ ব্যবহার করিবে না, তাহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু আজ আমার শরীর বড় খারাপ আছে। আমি সহ্য করিতে পারিব না। সাবধান হইয়া কথা কও। ইহারই মধ্যে তুমি দুই একদিন আমাকে অপমান করিয়াছ।

সীতা।—সামান্য কথাতেই যদি তোমার অপমান করা হয়, তাহা হইলে ত আর সংসার চলে না। আমি তোমায় কি বলিয়াছি যে, তুমি এত রাগ করিতেছ!

সরোজ। তোমায় আমি শৈশবকাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি। বলিতে কি তোমায় একদিনের জন্যও দেবর বলিয়া ভাবি নাই। সন্তানের মতই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। সেই জন্য তোমায় মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিয়া থাকি। যদি তোমার সেই সকল ভাল না লাগে, আর ওরূপ করিব না কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার ভালর জন্যই তিরস্কার করিতাম। আজ আর আমাকে কিছু বলিও না আমার শরীর বড় ভাল নয়। এ বিপদের সময় কি বিবাদ করা তোমার সাজে?

সীতা।—বিবাদ আমি করিতেছি, না তুমি করিতেছ! আমি কাজটা পারিলাম না বলিয়াই কি আমাকে ওরূপ করিতে হয়! ছেলেবেলা হইতে লালন পালন করিয়া ভালই করিয়াছ। আমি ত আর অস্বীকৃত হইতেছি না! এখন আর না পার, দূর করিয়া দেও।

সরোজ।—আমি কি তোমায় দূর করিয়া দিবার কোন কথা কহিয়াছি। মিছামিছি কথা বাড়াও কেন! তোমায় বলিলে রাগ কর! কিন্তু আমার কথা ত একটীও শুন না। আজ তুমি নানা কথা আমার শুনাইতেছ। কেন এরূপ করিতেছ? তোমার দাদা ভালয় ভালয় বাড়ীতে আসুন। তিনি এলে তোমার মনে যাহা আছে করিও। এখন আর দিন দুই চুপ করিয়া থাকিতে পার না?

সীতা।—করবো আর কি? যে রকম গতিক দেখি-তেছি, তাহাতে আমার আর এখানে থাকা হইবে না। আমাকেই দূর হইতে হইবে। বিশেষতঃ আমি এখন একাকী নয়। স্ত্রী পুত্র লইয়া আর কতদিন এখানে কষ্ট ভোগ করিব। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই।

সরোজ।—এখানে তোমার কিসের কষ্ট হইতেছে। আর যদি তাহাই হয় তবে এতদিন প্রকাশ কর নাই কেন। আজ তোমার দাদা নাই বলিয়া, কি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে আসিয়াছ। যদি তোমার একত্র থাকিবার ইচ্ছা না থাকে, যাহা ইচ্ছা কর। আমার তাহাতে কিছুই আপত্তি নাই। আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবে।

সীতা।—আমি ত যাইব। কিন্তু আমার পৈতৃক বিষয়ের কি কিছুই অংশ পাইব না? আমার অংশ আমাকে দাও আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।

সরোজ।—আমি তোমায় অংশ দিবার কর্ত্তা নহে। যিনি দিবেন তিনি বাটীতে আসিলে, তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লইও। এখন আর আমায় বিরক্ত করিও না। বারম্বার তোমায় এই কথা বলিতেছি, অথচ তুমি ইহাতে কর্ণপাতই করিতেছ না। আজ তোমার এরূপ মতিভ্রমের কারণ কি?

সীতা—"আমার যাহাই হউক তোমার বলিবার আর কোন অধিকার নাই। আর আমি এ বাটীতে থাকিতে চাহি না। যতদিন না কোন সুবিধা করিতে পারি ততদিন এখানে থাকিতেই হইবে। কিন্তু আমরা তোমাদের সংসারে থাকিব না। স্বতন্ত্র রন্ধন করিয়া আহার করিব।" এই বলিয়া সীতানাথ মনোরমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া বাটী হইতে নিস্ক্রান্ত হইল।

মনোরমা স্বামীমুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সরোজবালার নিকট উপস্থিত হইল। এবং তাঁহার নিকট হইতে একে একে সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সরোজবালা বলিলেন, মনোরমা! বৃথা ক্রন্দনে ফল কি? তোমায় আমি কনিষ্ঠা ভগ্নির মত এতদিন মানুষ করিলাম, এখনতোমার স্বামীর জন্য আমাদিগকে পরস্পর পৃথক থাকিতে হইল। বোধ হয়, সীতানাথ এখন কিছু কিছু উপায় করিতে শিখিয়াছে। তাই উহার অত

অহঙ্কার, দিন কতক গেলেই আবার সকল ঠিক হইবে। কিন্তু মনে বড় দুঃখ রহিল যে, এই অসময়ে আমাদিগকে কাঁদাইয়া তোমরাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। তা যাও, তোমার দোষ কি? সীতানাথ যেরূপই হউক না কেন তোমার স্বামী। স্বামীর ন্যায় গুরু আর এ জগতে কেহই নাই। যে স্বামী সেবা করিতে পারে, সে আবার দুঃখিনী কিসে! সীতানাথকে সর্ব্বদা ভক্তি করিবে। আজ আমার শরীর ভাল নহে। তিনি বাটীতে আসিলে তোমায় আরও গুটি কতক কথা শিখাইয়া দিব

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"বিপদি ধৈর্য্যং"

সীতানাথ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, নলিনীকান্ত বাবুর অন্বেষণ করিতে লাগিল। সুখের বিষয় এই যে তাহাকে অধিকক্ষণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় নাই। নলিনীকান্ত বাবু নিজেই কিছুক্ষণ পরে তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাদের বাটীর নিকট আগমন করি তেছেন এমন সময় সীতানাথের সহিত পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নলিনীবাবু সীতানাথের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন মহাশয়! আপনার মুখ এত মলিন কেন? কি হইয়াছে?

সীতানাথ।—আর মহাশয়! দাদার সহিত দেখা করি নাই বলিয়া বড়বধূ ঠাকুরাণী একেবারে আগুন হইয়াছেন। আর আমাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়াছেন। আর আমি এবাটীতে অধিকদিন ,থাকিতে চাই না। একটী ভাল স্থান বলিয়া দিতে পারেন। আমি তথায় যাইয়া অবস্থান করি।

নলিনীবাবু।—আচ্ছা তার জন্য আর ভাবনা কি? এখন যাহার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি সেই বিষয়ে একটা সুপরামর্শ স্থির করা যাউক পরে সে সকল কথা হইবে। এখানে কি কোন লোক আসিতে পারে? কেন না আমাদের কথা অপর কোন লোকে শুনিবে ইহা

আমি ইচ্ছা করি না। ইহাকে ভয়ানক গুপ্ত ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

সীতানাথ।—আপনি সচ্ছন্দে বলিতে পারেন। এখানে আর কোন লোক আগমন করিবার সম্ভাবনা নাই।

সীতানাথ এই কথা বলিবার পর নলিনীবাবু সীতানাথের কানে কানে কতক্ষণ ধরিয়া কি কথা বলিলেন। নলিনীবাবুর কথা শুনিয়া সীতানাথের মুখ আনন্দিত হইল। পরে বলিল, "নলিনীবাবু! কায যখন একবার করা হইয়াছে তখন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত দেখাই ভাল। আপনি যাহা বলিতেছেন ঐরূপ করা আমারও অভিপ্রেত। ইহাতে আমার আরও একটী উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমি যেমন আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি না, দৈবযোগে এই সুযোগটী ও তেমনিই ঘটিয়াছে। কিন্তু আপনার হস্তে আমা জীবন রহিল। এই কথা বলিয়া তাঁহার কানে কানে সীতানাথ কতকগুলি কথা বলিল। নলিনীবাবু সেই সকল বাক্য কর্ণগোচর করিয়া বলিলেন, "সীতানাথবাবু! আপনি যথার্থ বুদ্ধিবান ব্যক্তি এরূপ লোক না হ'লে আমার কার্য্য কি সফল হয়।

সীতানাথ এই কথা শুনিয়া আহ্লাদে বলিলেন, তা বটে, কিন্তু শেষ আপনার হাত। দেখিবেন, মারিবেন না।

নলিনী।—আপনাকে মারিতে গেলে আগে ত আমাকে মরিতে হইবে। নিজে না মরিয়া আপনাকে কোন কষ্ট পাইতে দিব না। সে ভাবনা আমার রহিল। আর আপনি যে এদেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহারও একটী সুবিধা হইয়াছে। এই সুযোগ আপনি শ্রীরামপুর অঞ্চলে

একটী বাটী ভাড়া করিয়া কিছুকাল বাস করুন। পরে সুবিধামত আমি সংবাদ পাঠাইব। আমার নিকট হইতে আপনি প্রায়ই পত্রাদি পাইবেন। তাহাতে এদেশের ও আপনার দাদা মহাশয়ের সাংবাদাদিও পাইবেন। অতএব আমার মতে আপনার আর বৃথা কালহরণ করা উচিত হয় না।

সীতানাথ।—আমি কালই এখান হইতে রওনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার অংশের প্রাপ্য টাকা আপনার নিকট হইতে কিরূপে পাইব। টাকা না হইলে সেখানে গিয়া কি করিব। বিশেষ টাকা না পাইলে ধনবানের ন্যায় ভালরূপ থাকা কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। আর যদি এই কার্য্য করিয়া ভাল করিয়া ভোগবিলাস না করিতে পাইলাম তবে আর একার্য্যে লাভ কি? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আজ আপনার প্রতিশ্রুত অর্থের অর্দ্ধেক দিতে পারেন?

নলিনী।—"ভোগের আগে প্রসাদ? "আচ্ছা তাই আমি অর্দ্ধেক আজই দিব। আর অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সমস্ত শেষ হইয়া গেলে পাইবেন। আমি সে টাকা আপনার নিকট একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা পাঠাইয়া দিব। আর এই অর্দ্ধেক টাকাতেই আপনি রাজার ন্যায় প্রায় দশ বার বৎসর চালাইতে পারিবেন সে বিষয় আপনার কোন অকুলন হইবে না। তবে আপনি এখন একবার আমার বাটিতে আসুন, এখনই টাকা দিব।" এই বলিয়া সীতানাথের সমভিব্যাহারে তিনি আপন বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরে সীতানাথকে বাহিরের প্রকোষ্ঠে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং অন্দরে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র ও অর্থ আনয়ন করিলেন। এবং সীতানাথকে টাকা ও নোট

গুলি গণিয়া লইতে বলিয়া, একখানি কাগজে সাক্ষর করিতে বলিলেন। সীতানাথ অর্থ বুঝিয়া লইয়া, সেই কাগজে সাক্ষর করিল।

বাটীতে আসিবার পথে সীতানাথের সহিত বিপিনবাবুর সাক্ষাৎ হইল। বিপিন বাবু দূর হইতে সীতানাথকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সীতানাথ আর তোমার কোন ভয় নাই। তোমরা কণ্টক গিয়াছে। আমি এই কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। যেমন তোমায় কষ্ট দিতে, তেমনি এখন জেল খাটুক।" জেল খাটুক এই কথা শুনিয়া সীতানাথের প্রাণে আঘাত লাগিল। সহস্রদোষী হইলেও আপনার সহোদর ভ্রাতা। তাহাতে অভয়বাবুর মত ভ্রাতা আজ কাল পাওয়া সুকঠিন। সে বলিল, "জেল খাটুক কি?"

বিপিন।—তুমি জান না কি। তোমার দাদার ৬ বৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। তিনি উইল লইয়াছেন প্রমাণ হইল। সুতরাং এই শাস্তি তাহার পক্ষে বোধ হয়.তত গুরুতর নহে। সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাছারিতে কেহই তাঁহার পক্ষে বলিল না। সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে বলিতে লাগিল। সুতরাং তিনিই যে উইল লইয়াছেন, এরূপই প্রকাশিত হইল। তিনি সহস্র চেষ্টাতেও তাহার খণ্ডন করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, একথার সংবাদ দিতে হইবে বলিয়া আমি তোমার বাটীতে যাইতেছিলাম পথে দেখা হইল ভালই হইল। আমার আর এই অশুভ সংবাদ কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা নাই। এই বলিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে বিপিন বাবু তাঁহার ভগ্নীর বাটীতে আগমন করিলেন।

প্রীতিময়ীর মাতা তাঁহার অপেক্ষা করিতে ছিলেন। বিপিন বাবু তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপিন সংবাদ কি? উইল পাওয়া গেল।

বিপিন।—উইল পাওয়া গেলনা বটে, কিন্তু অভয়বাবুই উইল চুরি করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ হওয়াতে তাঁহার ৬ বৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া প্রীতির মাতার মন বিচলিত হইল। তাঁহার যেন এসকল কিছুই ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, বিপিন। আমার এখনও বোধ হয়, অভয়বাবু নির্দ্দোষী। নির্দ্দোষীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই' আজ আমার শরীরে কেমন এক রকম হইয়াছে। আমার ইহাতে বড় ভাল বোধ হইতেছে না। যাহা হইবার হইয়া গেল। তাহার জন্য এখন আর ভাবিলে কিছু হইবেনা। কিন্তু জানিও, আমি মনকে কোরূপে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না।

বিপিন।—তুমি তখন যদি আমাকে নিষেধ করিতে, তাহা হইলে কি আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম। উইলে আমার কোনই সম্পর্ক নাই। কেবল প্রীতির জন্যই আমার এত কষ্ট নলিনীও ত একজন বিষয়ের অংশীদার। সে এতদিন কোথা। এখানে আসেনা কেন। কোথায় থাকে।

প্রীতি-মাতা।—সম্প্রতি সে শ্বশুর বাটীতে গিয়াছে। এবিষয়ের সে কিছুই জানে না বোধ হয়। তাহার শ্বশুর বাটীও বড় বেশী দূর নয়। ঐ অভয়বাবুরই পাড়ার কিছু দূরে। বোধ হয় শুনিতে পাইয়া থাকিবে। কিন্তু সে তেমন নয়। শুনিলে নিশ্চয়ই আসিত। যাহা হউক, তাহাকে এবিষয় শীঘ্র

জানান উচিত। এ সকল তাহার অজ্ঞাতসারে করিয়া বড় ভাল করি নাই। আমার তখন এ সকল কথা কিছুই মনে ছিল না।

বিপিন।—বোধ হয় সে আজই সংবাদ পাইতে পারে। কেন না, অভয়বাবুর গ্রামে খুব নাম-যশ আছে, সকলেই তাঁহাকে বিশেষ খাতির, যত্ন করিয়া থাকেন। এমন কি কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রতিবাসীগণ তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কার্য্য করে না। তাঁহার এই আচরণ বুঝিতে পারিলে এই কথা লইয়া সকলেই আন্দোলন করিতে থাকিবে। তাহা হইলে, নলিনীও নিশ্চয়ই শুনিতে পাইবে। আজ আমি চলিলাম। বিশেষ, আমরা একবার কালই কলিকাতা অঞ্চলে যাইতে হইবে। না যাইলে অনেক ক্ষতি হইতে পারে। এই বলিয়া, বিপিন বাবু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রীতিময়ী তাঁহার মাতার নিকট দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সকল কথাই শুনিতে ছিল। বিপিন বাবু চলিয়া গেলে পর, সে তাহার মাতাকে বলিল, মা। অভয়বাবুর জন্য তোমার এত কষ্ট কেন? যদি তিনি বাস্তবিক দোষী না হবেন, তবে বিচারে তাহার দণ্ড হইল কেন।

শ্রীভীমা।—মা। বিচার সকল সময় ঠিক হয় না। বিশেষতঃ আজ কাল যেরূপে লোকের বিচার করা হয় তাহাতে বাস্তবিক কে দোষী কে নির্দ্দোষী কিছুই জানা যায় না। অনেক দোষীও মুক্তি পায় আবার অনেক নির্দ্দোষীও কারাদণ্ড ভোগ করে।

সীতানাথ বিপিন বাবুর মুখে ভ্রাতার কারাদণ্ড শুনিয়া প্রথমতঃ অতীব দুঃখিত হইয়াছিল। পরে যতই সে অভয় বাবুর ব্যবহার স্মরণ করিতে লাগিল ততই তাহার দাদার উপর ক্রোধ হইতে লাগিল এবং পরিশেষে অভয়বাবুর এই অন্যায় শাস্তিতে কিয়ৎ পরিমাণে মনের কষ্ট দূর করিল। বিপিন বাবু প্রস্থান করিলে পর সীতানাথও বাটী প্রত্যাগমন করিল। এবং সরোজবালার নিকট উপস্থিত হইয়া অভয় বাবুর কারাদণ্ডের কথা জ্ঞাপন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সরোজবালা ও অমিয়া তখন পরস্পর কি কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। সীতানাথের মুখে সহসা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সরোজ, বালা মূর্চ্ছিতা হইল। অমিয়া মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মনোরমার নিকট উপনীত হইয়া সেই সংবাদ জানাইল। সীতানাথ তখন গৃহেই ছিল সুতরাং মনোরমা একবার সীতানাথের দিকে চাহিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল। সীতানাথ মনোরমার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল আজ তোমায় যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমরা কালই এ স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিব। আমি এক প্রকার সকল আজই স্থির করিব। মনোরমা স্বামীর অনুমতিলইয়া সত্বর সরোজবালারগৃহে আসিয়া তাঁহার মুখে শীতল বারি সেচন করিতে লাগিলেন। অমিয়া তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল! প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টার পর সরোজবালার চেতন হইলে তিনি মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মনোরমা। আমার আজ যে কি দুর্দ্দিন তাহা বলিতে পারি না। যিনি কখনও কাহারও অপকার করেন নাই

পরোপকার যাঁহার পরম ধর্ম্ম। পরকে সুখী করিতে পারিলেই যিনি সুখানুভব করিতেন, যিনি স্বপ্নেও কখনও কাহারও মন্দ চেষ্টা করেন না; এ সময়ে তিনিই কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। আমাদের লোকবল নাই, যে এ সময়ে কেহ উপকার করেন। এমমাত্র ভ্রাতা সীতানাথ সেও আজ আমাদের বিরোধী, আমি স্ত্রীলোক। আমার জামাতাও এখানে নাই। বিশেষ তাঁহারও বিষম বিপদ। এ সময়ে সীতানাথের কি এরূপ করা উচিত। কিন্তু সে ত আমাকে কাল সকল কথাই বলিয়াছে। আজ আবার অনিয়ার মুখে শুনিলাম, সে তোমায় নাকি বলিতেছিল কালই তোমরা এখান হইতে যাইবে।

মনো।—দিদি! তুমিই আমাকে উপদেশ দিয়া মানুষ করিয়াছ, শৈশবাবধি আমি শাশুড়ি ননদের জ্বালা যন্ত্রণা পাই নাই। তুমিই আমায় শাশুড়ীর ন্যায় পদে পদে কত শিখাইয়াছ পদে পদে আমি তোমার পায়ে কত দোষ করিয়াছি, একে-একে সকল গুলিই ক্ষমা করিয়াছ। আজ আমি তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব। আজ যে তোমার কি দুরদৃষ্ট, তাহা আমি কি বুঝিব। আমি হইলে এতক্ষণে আত্মঘাতী হইতাম। এত সহ্য গুণ আমর হয় নাই।

সরোজ।—লোকে যাহাই বলুক বিচারে যাহাই প্রমাণীকৃত হউক স্ত্রী হইয়া, তাঁহার দাসী হইয়া, এত কাল কায়মনোবাক্যে তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিয়া আমি যে তাঁহার চরিত্রের বিষয় কিছু জানি না। এ কথা সম্ভবে না। আমি বিশেষ রূপে তাঁহাকে জানি। আমি এখনও নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তিনি যাহার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন সে দোষ

তাঁহার নহে। তাঁহার সময় বড় মন্দ পড়িয়াছে, সেই জন্যই আমাদের এত কষ্ট। কষ্টের সময় ধৈর্য্যই আমার একমাত্র সহায়। আমি যদি অস্থির হই, কে আমার অমিয়াকে বুঝাইবে। আর দোষ করিয়া যে লোক শাস্তি ভোগ করে সে শাস্তির জন্য লোকের মন খারাপ হয় বটে, কিন্তু যে বিনাঅপরাধে কোন গুরুতর শাস্তি ভোগ করে তাহার মনে তত কষ্ট হয় না। কেন না সে ত জানে যে সে নির্দ্দোষী নির্দ্দোষীর মনে পাপ নাই সুতরাং অত কষ্ট তাহাকে ভোগ হয় না। আমি যদি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি, যদি আমি তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহারও চিন্তা করিয়া মণকে কলুষিত না করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই জানিও যে, এই দিন আমাদের অধিক দিন থাকিবে না। আবার সকলই হইবে। আবার আমার স্বামীকে সকলে পূর্ব্বমত ভক্তি করিবে। সকলে পূর্ব্বমত মান্য করিবে। তিনি বিনা কষ্টে কারাদণ্ড কিছুদিন সহ্য করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। অধিক আর কি বলিব।

মনো।—দিদি আমরা ত কালই যাইব। তুমি বলিয়াছিলে কি কতকগুলি কথা বলিবে। তা তোমার এখন যেরূপসময়, সেই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি না। যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল, তাহা হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হই বলিতে পারি না। অমিয়াও এখানে আছে ওর ও শোনা ভাল।

সরোজ।—কি বলব বোন্। আজকাল আমর যে কিরূপে দিন যাচ্ছে, তাহা মধুসূদনই জানেন। তা যখন তোমরা কালই যাচ্ছ তখন অবশ্যই আজ বলিতে হইবে। কিন্তু সকল

কথা আজ গুছাইয়া বলিতে পারিব না। আমার মাথার ঠিক নাই। স্বামীই স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে অপর কোন দেব দেবী থাকুক বা নাই থাকুক স্বামীই একমাত্র দেবতা স্বরূপ। সেই জন্য স্বামীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্বামী যাহা বলিবেন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বামী বাক্যই আমাদের বেদস্বরূপ। সকল সময়েই তাঁহাকে সুখী করিতে যত্ন করিও। সংসার করিতে হইলে প্রত্যহই নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ হয়। তাহাতে সংসারের শ্রী নষ্ট হইয়া যায় অতএব যাহাতে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না হয় তাহার চেষ্টা করিও। সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে। সন্তোষ হইতে আর সুখ কিছুই নাই। লোকে সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কত দিকে অন্বেষণ করেন কিন্তু অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া বিষম বিপদে পতিত হয়। এমন কি অকালে কালগ্রাসেও পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে নিকটেই তাহাদিগের সেই সুখ বিরাজমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি অল্পেও সন্তুষ্ট হয় অধিকেও সন্তোষ লাভ করে, তাঁহার সকল সময়েই সুখ। অতএব মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিয়া সংসার চালাইবে। সীতানাথ বড় রাগী। অল্পেতেই উহার ক্রোধ হইয়া থাকে। সেটী অবশ্যই আমার দোষ। কেন না শৈশব কালে আমি আদর না দিলে সে কখনই এরূপ দুরন্ত হইয়া উঠিতে পারিত না। দেখিও উহার সহিত কোন উচ্চ বাচ্য করিও না। সীতানাথ রাগ করিলেও তুমি কিছু বলিও না। সর্ব্বদা হাস্যমুখী থাকিবে। এ কথা তোমায় আর অমিয়াকে শিখাইবার প্রয়োজন নাই। কেন না তোমরা উভয়ে

সর্ব্বদাই হাস্যমুখী। তথাপিও ইহা একবার না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাস্য করিলে সকল সময়েই মুখের শোভা হইয়া থাকে। আন্তরিক হাস্য করিলে মনে অনেক কুভাব জন্মিতে পারে না। সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবে। মিষ্ট কথা অপেক্ষা আর কিছুই গুরুতর শাসন হইতে পারে না। লোককে মিষ্ট ভাষায় যেমন সহজে বশীভূত করিতে পারা যায়, অন্য কোনরূপে সেরূপ পারা যায় না। কেহ রাগ করিয়া কথা কহিলে যদি তুমি মিষ্ট বাক্যে প্রত্যুত্তর দাও, তাহা হইলে সে যে তৎক্ষণাৎ হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বদা সৎপথে থাকিবে। ভ্রমেও মিথ্যা কথা কহিবে না। আর আমি যেরূপ জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় সীতানাথের চরিত্র খারাপ হইয়াছে এ বিষয়ে তুমি অনুসন্ধান করিবে; এবং ক্রমে ক্রমে উহাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু দেখিও যেন এক করিতে আর করিও না। সীতানাথ যেরূপ লোক উহাকে সংশোধন করিতে গিয়া, তুমি যেন সংশোধিত হইও না। আর অধিক কি বলিব। মধ্যে মধ্যে সীতানাথকে পাঠাইয়া আমাদের সংবাদ লইও। সীতানাথ আসিলে আমরাও তোমাদের সংবাদ পাইব। আমাদের আর কেহ অভিভাবক রহিল না। পুরুষের মধ্যে বাটীতে কেবল দুই জন চাকর ছাড়া আর কেহই নাই। তোমরা কোথায় যাইবে তাহা কি কিছু শুনিয়াছ

মনো।—না দিদি, উনি এখনও সে সব কথা আমাকে কিছুই বলেন নাই। আমার বোধ হয় এখনও ঠিক হয় নাই কেন না তিনি বলিতেছিলেন যে আজই স্থির করিবেন।

দিদি আমি ত কখনই একাকিনী থাকি নাই। তোমাকে ছাড়িয়া যে কি রূপে থাকিব তাহা ভাবিয়া আমার মনে যে কি হইতেছে তাহা আমিই জনি।

এই কথা বলিয়া মনোরমার চক্ষে জল আসিল। তাহার কণ্ঠ রোধ হইল। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। আর কোন কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মনোরমা সেই স্থান হইতে গমন করিবার পর সরোজবালা অমিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অমিয়া এখন আমরা ত নিরুপায় হইলাম। আমাদের এখন আপন বলিবার কেহই রহিল না। একমাত্র সীতানাথ ছিল সেও কাল আমার সহিত বিবাদ করিয়াছে। আমাদের বাটীতে আর থাকিবে না বলিয়া এই উপযুক্ত অবসরে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। অতএব তুমি সুরেশকে এই সকল জানাইয়া এক-খানি পত্র পাঠাও। আমার বোধ হয় তিনি যাইবার সময় তোমায় তাঁহার ঠিকানা বলিয়াছেন। সুরেশ না থাকিলে এই দুঃসময়ে আমাদের আর কে দেখিবে, কিন্তু তিনি সম্প্রতি কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন; তাহাকেও এখন গ্রামে আসিতে বলা যায় না। কেহ কাহারও ভালও দেখিতে পারে না আর কাহারও অনিষ্ট সংঘটন হইলে, সকলেই আনন্দিত হয়, এই আমার ভয়। নতুবা আর কিছুই নহে। সাহায্য করা ত দূরের কথা। অমিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিয়া একটি পরিচারিকার হস্তে দিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"বিপদি যো সহায়ঃ স এব বন্ধুঃ"

নলিনীকান্ত বাবু সীতানাথকে বিদায় দিয়া ক্ষণেক কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর কলিকাতা যাইবার একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া কলিকাতাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

সুরেশ বাবুও তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে এক পত্র লইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। চাকরির চেষ্টা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। অভয় বাবু বড় চাকরি করিতেন। তাঁহার নাম ডাক যথেষ্ট ছিল। কলিকাতায়ও তাঁহার পরিচিত অনেক লোক ছিলেন এবং সেই জন্য সুরেশের সুখ্যাতি করিয়া তাঁহার এক পরিচিত বন্ধুর নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন।

যথা সময়ে সুরেশ সেই পত্র লইয়া অভয় বাবুর পরিচিত বন্ধু দেবেন্দ্র বাবুর নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অভয় বাবুর পত্র পাইয়া সুরেশকে তাঁহার জামতা জানিতে পারিয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। পরে মিষ্ট কথায় তাহাকে তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামই সুরেশ বাবু" আপনি অভয় বাবুর জামাতা। আপনার শ্বশুরের সহিত আমার

বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। তিনিই আমার এই চাকরি করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য আমি যে তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি তাহা আর বলিবার নহে। সে যাহা হউক বোধ হয় এত দিনে আমি তাঁহার উপকার করিতে পারিব। তিনি এই পত্রে আপনার একটী কর্ম্মের জন্য লিখিয়াছেন। আর এদিকে আমাদেরও আফিসে একজন লোকের প্রয়োজন। সুতরাং এইবারে আমি তাঁহার কিছু উপকার করিতে অবসর পাইয়াছি। অদ্য আপনি এইস্থানে অবস্থান করুন। কল্য আমার সহিত আপনাকে আমাদের আফিসে যাইতে হইবে। দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি।

পরদিন যথা সময়ে সুরেশ বাবুকে লইয়া তিনি আফিসে গমন করিলেন। সাহেব সুরেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন ও ২০৲ কুড়ি টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম দিলেন। সুরেশ বাবুর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কখনও কলিকাতায় আসেন নাই। কখনও ৫৲ পাঁচ টাকাও স্বহস্তে উপার্জ্জন করেন নাই। এখন ২০৲ কুড়ি টাকা বেতনে তিনি যে আনন্দিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অফিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সুরেশবাবু দেবেন্দ্র বাবুকে বলিলেন মহাশয় আমি আপনাদের বাটিতে থাকিয়া আর আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আপনার অনুগ্রহে আমার এক্ষণে উপায় করিবার সামর্থ্য হইয়াছে। অতএব আমায় একটী ভাল স্থান দেখাইয়া দিন, আমি তথায় কিছুদিন বাস করিব। যখন এই স্থানেই বাস করিতে হইবে তখন অবশ্যই আমাকে একটী স্বতন্ত্র বাটি ভাড়া করিতেই হইবে।

দেবেন্দ্র।—আমরা উভয়েই এক জাতি। আমাদের বাটীতে অবস্থান করিলে কাহারও কোন ক্লেশ হইবে না। একসঙ্গে থাকিলে উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। আমার ইচ্ছা যে অভয় বাবু যখন আমাকে বিপদের সময় একটী চাকরী-দান করিয়া আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন, সেইরূপ আমি আপনার সেবা শুশ্রূষা করিয়া, সেই উপকারের কিয়ৎ পরিমাণে পরিশোধ করি। কিন্তু আপনি যদি তাহাতে অমত করেন, তাহা হইলে না হয় আপনিও মাসে মাসে খোরাকী স্বরূপ কিছু কিছু দান করিবেন। কিন্তু তাহা লইতেও আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি করিব আপনি ত আমার মতে মত দিবেন না।

সুরেশ।—আমি বড় গরিব। আমার সময় এখন বিশেষ মন্দ, তাহাতে যদি আমি এখন আপনার বাটিতে অবস্থান করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনার সহিত কোনরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা; সেই ভয়েই আমি এরূপ বলিতেছি নতুবা আমার আর কোন আপত্তি নাই। শেষে কি সকল দিক নষ্ট করিব?

দেবেন্দ্র।—আমার সহিত আপনার গোলযোগের কোন কারণ নাই। আপনি যুবা আমি বৃদ্ধ আপনার সহিত কি হেতু আমার বিবাদ বিসম্বাদ হইবে বুঝিতে পারি না। আর আমার একটি কন্যা ভিন্ন আর কেহই নাই। তা সেও আবার বালিকা। আহা বিরজার আমার মুখে কথাটী নাই। অতএব আমার মতে আপনি না হয় কিছুদিন থাকিয়া দেখুন। যদি আপনার ভাল লাগে কিছুদিন থাকিবেন।

যদি কষ্ট হয় তখন আপনাকে অন্যস্থান দেখাইয়া দিব। কিন্তু আমার বোধ হয় আপনি এখানে বেশ থাকিবেন।

সুরেশ।—আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমার কোনও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি জানেন আমরা না কি পাড়াগেঁয়ে লোক কখনও অপর কাহারও সহিত অবস্থান করিতে ভালবাসি না।

দেবেন্দ্র।—একাকী থাকিতে হইলে ঐ কুড়ি টাকা বেতনে অতি কষ্টে স্বষ্টে চালাইতে হইবে। দেখুন একটী বাড়ী ভাড়াতে অন্ততঃ ৭।৮ সাত আট টাকার কম হইবে না। তা ছাড়া আপনার খাওয়া খরচ, রজক ক্ষৌরকার প্রভৃতিতে সকলই শেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কারণ বশতঃ আপনার এস্থানে আগমন তাহা কোথায় হইল। আপনি কিছু আর আপনার নিজের আহারের জন্য এত দূরে চাকরী করিতে আসেন নাই। পরিবার পালন করিবার জনাইত এখানে আসিয়াছেন। যদি তাহাই না পারিলেন তবে লাভ কি? তাই বলিতেছি যে আপনি আমার বাটিতে থাকিলে বাড়ী ভাড়া লাগিবে না। এতদ্ভিন্ন একাকী আহার করিতে যত খরচ হয় অনেকে একসঙ্গে থাকিলে সকলের খরচাই অল্প হয়।

সুরেশ।—আপনার মতে আমি কিছু দিনের মতএই স্থানেই থাকিতে পারিতাম! কিন্তু আমার জন্য আপনাকে ত অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। এতদিন আপনারা কেমন সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। আমি আসিয়াই আপনাদের গোলযোগ করিব। আপনি আমার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহা আর বলিবার নহে।

দেবেন্দ্র।—এত দিন আমরা এক রকম কষ্টেই কাল যাপন করিতেছিলাম। আপনি আসিয়াছেন বলিয়া আমাদের অল্প অল্প সুখের আশা জন্মিয়াছে। আমার পুত্রাদি জন্মে নাই। একমাত্র কন্যা সেও বালিকা মাত্র। সুতরাং এ সংসারে যে কি সুখ তাহা আর বলিতে হইবে না। এখন আপনি রহিলেন। আমাদের বাটি পবিত্র হইল। আর উপকারীর কতক পরিমাণে প্রত্যুপকার করাও হইল।

দেবেন্দ্র বাবু এই কথা বলিলে সুরেশ বাবু তাঁহাকে আর কোন কথা বলিলেন না। অগত্যা তাঁহারই বাটিতে বাস করিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি অত্যন্ত দয়াবান ও বিবেচক অতএব আপনার ন্যায় লোকের সৎপরামর্শ ত্যাগ করা আমার কখনও উচিত হয় না। আপনি যে সকল কথা বলিলেন তাহা সকলই সত্য। নুতন একটি বাসা করিতে হইলে তথায় আমার জন্য যথেষ্ট খরচ হইতে পারে। তাহা হইলে আমার এত দূরে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আগমন করা উচিত ছিল না এই সকল বিবেচনা করিয়া আপাততঃ আমি এই বাটিতেই থাকিতে মনস্থ করিয়াছি। দেবেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া অতীব আনন্দ সহকারে বলিলেন "আমাদের দ্বিতলে চারিটি কক্ষ আছে তন্মধ্যে একটীতে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যদিও আপনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি আপনার স্বভাব চরিত্র দর্শনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াই আপনাকে উক্ত কক্ষ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইল। অভয়বাবু আমার বিশেষ বন্ধু আপনি তাঁহার জামাতা সুতরাং আমারও পুত্রস্থানীয়

আপনি এই বাটিতে অবস্থান করিবেন স্বীকার করাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিবার নয়।

নলিনীকান্ত বাবু কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উকিল পাড়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি আরও দুই তিন বার কলিকাতা নগরীর মুখ দর্শন করিয়াছিলেন; তথ;পি কলিকাতার সকল স্থান তাঁহার পরিচিত ছিল না। সুতরাং অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া, একদিবস সায়ংকালে উকিল পাড়ায় উপনীত হইলেন। অপরিচিত লোক দেখিয়া দুই একটি লোক তাঁহাকে তথায় আগমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি সহজে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় একজন বিখ্যাত উকিলের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিতে পারেন।" তাঁহারা প্রথম প্রথম অনেকবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কোন কথাই বলিলেন না। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন "মহাশয় কিয়ৎ কাল অপেক্ষা করুন আমরা আপনাকে একটি বিখ্যাত উকিলের সহিত পরিচয় করিয়া দিব।

যথা সময়ে নলিনীকান্ত বাবুর সহিত উকিলের পরামর্শ হইলে তিনি কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা তাঁহার হস্তে দিয়া সহাস্য বদনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং আরও দুই এক দিন কলিকাতায় বাস করিয়া স্বদেশে আগমন করিলেন।

একদিন সুরেশ বাবু অফিস হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে কে যেন তাঁহাকে "দাদা" "দাদা" বলিয়া চীৎকার করিল। স্বরটি তাঁহার পরিচিত বোধ হইল সুরেশ বাবু অনেক দিন হইল সেইরূপ

মিষ্ট কথা শুনে নাই। শব্দ শ্রবণ করিয়া যেমন পশ্চাৎ দিকে দেখিবেন অমনি শচীভূষণকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "শচী! তুমি এখানে?"

শচী।—দাদা সে কথা আমি সন্তান হইয়া কি করিয়া ব্যক্ত করি।

সুরেশ বাবু বুঝিতে পারিলেন। শচীভূষণের মাতাই তাহাকে হয় এই স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন নতুবা আমার ন্যায় দূর করিয়া দিয়াছেন পরে বলিলেন 'শচী! তবু আমাকে বল আমি ত আর কাহাকেও বলিবনা। তোমার মাতা আমরও মা। মাতৃনিন্দা মহাপাপ।

শচী।—দাদা! তোমাকে বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার পর আমি প্রায়ই মাতাকে তাহার দোষের কথা বলিতাম। তাহাতে তিনি মধ্যে মধ্যে এত ক্রোধান্বিতা হইতেন যে,এমনকি একদিন আমাকেও গুরুতর প্রহার করিয়াছিলেন। তিনি এখন ইন্দিরাকে লইয়া ব্যস্ত। যেমন রাজা তেমনই মন্ত্রীও পাইয়াছেন। ইন্দিরা দেখিতে ছোট, বয়সও অল্প। কিন্তু সে এরূপ চাতুরী শিখিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহ। মা কোথা তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য করিতে নিষেধ করিবেন, না তিনিই তাহাকে নিয়মিতরূপে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দেন।

সে যাহা হউক আমি তাহাও সহ্য করিয়া ছিলাম। শেষে কি না এক দুর্দ্দান্ত মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্তকে ইন্দিরা সমর্পণ করিলেন। আমি সহস্রবার নিষেধ করিলাম,কিন্তু তিনি আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন 'তুইত সেদিনকার ছেলে তুই জানিস কি? আমার যাহাকে ইচ্ছা আমি তাহারে

কন্যা দান করিব তাহাতে তোর কি? তোর কি মামারা কেহই কিছু জানে না।" এইরূপ নানা কটু কাটব্য বলিতে লাগিলেন। আমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার কিছু দিন পরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায় আগমন করিয়াছি। দাদা! তুমি কোথায় চাকরী কর? আর কোথায়ই বা বাসা করিয়াছ?"

সুরেশ।—আমি আমার শ্বশুর মহাশয়ের একজন বন্ধুর বাটীতেই আপাততঃ অবস্থান করিতেছি। আর তিনিইঅনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কুড়ি টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করিয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, ইন্দিরার বিবাহে তোমার মামাদের কি মত ছিল?

শচী।—কেন থাকিবে না? তাঁহারা সেই পুত্রের পিতার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে।

সুরেশ।—তুমি কিরূপে জানিলে যে, তাঁহারা অর্থ লইয়াছিলেন?

শচী।—দাদা! অসৎ কর্ম্ম কখনও কি গুপ্ত থাকে? আমি ত মূর্খ, কিছুই জানি না। তুমি ত আমার অপেক্ষা অনেক জান। তোমাকে আর কি বলিব। একদিন আমি মামার বাটীর গ্রাম দিয়া আসিতে ছিলাম, আমার একজন বন্ধু আমাকে ডাকিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিল।

সুরেশ।—একটী ছেলের কথায় সকল কি বিশ্বাস করিতে আছে?

শচী।—কেবল ছেলের কথা নয়। আমি তাহার কথামত তাহার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাঁহারা স্বচক্ষে মামাকে টাকা লইতে দেখিয়া ছিলেন এবং সেই কারণ বশতঃ সকলেই তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য নহে?

সুরেশ।—হাঁ তাহা অবশ্য বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মামা ভাগিনেয়ীর বিবাহে এরূপ করিল কেন। ইহার ভিতর কিছু অর্থ আছে। আমার বোধ হয় তোমার মাতার সহিত সম্প্রতি তোমার মাতুলদিগের সহিত বিবাদ হইয়া ছিল। তাহাতে তোমার মাতা তাঁহাদিগকে বোধ হয় যথেষ্ট তিরস্কারও করিয়া থাকিবেন। সেই জন্য তাঁহারা তাহার প্রতিশোধ লইলেন। কিন্তু ওরূপে প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করা উচিত হয় নাই। ইন্দিরার দুঃখে ইহার পর তোমাকে ও আমাকে দুঃখ পাইতে হইবে। শত দোষে দোষী হইলেও, ইন্দিরা আমাদের ভগ্নী ব্যতীত অপর কেহ নয়।

শচী।—দাদা! তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ। তুমি বাটি হইতে বহিস্কৃত হইলে, মামারা সকলে মিলিয়া তোমাদিগের প্রাপ্য অংশ দান করিতে, অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। মামারা সকলেই মার অপেক্ষা বয়সে ছোট। সুতরাং তাঁহারাও মাকে বিলক্ষণ ভয় করেন। মামাদের কথা শুনিয়া, মা একেবারে ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। সেই অবধি আর আমাদের বাটিতে আসেন নাই। অবশেষে, একদিন ইন্দিরার সম্বন্ধ লইয়া এক মামা আসিলেন। মা তাঁহার

কথায় এরূপ আনন্দিত হইলেন যে,তাহার পর দিবসই বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দিরার বিবাহ শেষ হইল। সে যাহা হউক, এখন মামারাই আমাদের বাটির কর্ত্তা। তাঁহাদের কথাতেই সংসার চলিতেছে। দাদা! তুমি কি আমাকে একটি কর্ম্ম করিয়া দিবে। আমার বিদ্যা ত তোমার অজ্ঞাত নহে।

সুরেশ।—সে সকল পরের কথা। এখন তুমি কোথায় বাসা করিয়াছ।

শচী।—কোথাও নহে। আমি যদিও একবারও কলিকাতায় আসি নাই, তথাপি একজন লোকের সহিত আলাপ হওয়াতে, তিনিই আমাকে একটি হিন্দু আশ্রমে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমার নিকট ত অধিক অর্থ নাই। কিছু দিন পরে কি করিব। তোমার সহিত আমার যে, দেখা সাক্ষাৎ হইবে, আমার এ আশা ছিল না।

সুরেশ।—এখন আমার সহিত আইস। দেখা যাউক, আমার উপকারী দেবেন্দ্র বাবু কি বলেন। তাহার পর তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমরা সেইরূপ করিব। আমি তোমায় আর কোথাও ছাড়িয়া দিতে পারি না। এক ত তুমি আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতায় একাকী আসিয়া অত্যন্ত অসমসাহসিকের কার্য্য করিয়াছ। কলিকাতায় কত রকমের লোক আছে জান? তাহারা যদি তোমার এরূপ অবস্থা জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিকট সমস্ত অর্থ আদায় করিয়া, হয় ত ভয়ানক প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিবে। তখন তুমি কোথায় থাকিবে। সৌভাগ্যের

বিষয় যে, তুমি একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছ। এই বলিয়া, সুরেশ বাবু শচীকে লইয়া দেবেন্দ্র বাবুর আলয়ে উপনীত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু ইতি পূর্ব্বে অফিস হইতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সুরেশ বাবুর কেন এত বিলম্ব হইতেছে, তাহাই চিন্তা করিতে ছিলেন। সহসা অপর একটী লোকের সহিত তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া,দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরেশ বাবু! আজ আপনার এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? সুরেশ বাবু তখন দেবেন্দ্র বাবুকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার গোচর করাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! এখন কি করি। পূর্ব্বে একাকী ছিলাম। আপনার কষ্ট না হওয়ার সম্ভব ছিল। এখন আমরা দুইজন হইলাম। আপনি কি বলেন?

দেবে। তা হউক। ইহা ত আমার সুখের বিষয়। আপনারা উভয়েই এখন এইস্থানে অবস্থান করুন। আমাদের কোন কষ্ট হইবে না। সে জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আপনি যাইবার নাম করিলেই যেন, আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠে। অতএব আমি আপনাকে কোন ক্রমে এ স্থান হইতে বিদায় দিতে পারি না।

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সুরেশ বাবুর কক্ষে গমন করিয়া; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

"যেরূপে করিবে আয়
সেই মত হবে ব্যয়।"

শ্রীরামপুরের কিছু দূরে, স্বন্দরগ্রাম বলিয়া একটী গ্রাম ছিল। তথায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০ একশত ঘর ভদ্র লোকের বাস। তন্মধ্যে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রায় ত্রিশ ঘর হইবে। অবশিষ্ট নবশাক। কিছু দিন হইল, এই গ্রামে ভবানীচরণ মিত্র, এক-ঘর নূতন কায়স্থ আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে কোন গ্রামে বাটী ছিল, তাহা কেহই জানে না। ইহঁারা খুব বড় মানুষ। এমন কি, এ গ্রামে পূর্ব্বে এমন ধনবান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভবানীচরণ বাবুর সহিত এ গ্রামের কাহারও আলাপ ছিল না। যে দিন প্রথমে তিনি বাটিতে আগমন করেন, সেই দিনই গ্রামের একজন প্রধান লোক তাঁহাদের বাটীর দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, এ বাটীর কর্ত্তা কোথায়? দ্বারবান প্রথমতঃ তাহার কথার উত্তর না দিয়া আপন মনে গান গাহিতে ছিল। শেষে ভদ্র লোকটীর অনেক পীড়াপীড়িতে ভবানীচরণ বাবুকে সেই সংবাদ দিল। ভবানী বাবু সংবাদ পাইবা মাত্র, স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং নানা মিষ্ট ভাষায় তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। পরে তাঁহাকে পরম সমাদরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা, গ্রাম

মধ্যে রাষ্ট্র হইল। প্রায় সকলেই এক একবার ভবানী বাবুর বাটিতে আগমন করিয়া,দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। তিনিও সকলকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলে তাঁহার সদ্ব্যবহার পাইয়া, তাঁহার অশেষ গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়েরমধ্যে, দেশ মধ্যে ভবানীচরণ বাবুর নাম রাষ্ট্র হইল। ভবানী বাবু একে ধনবান, তাহাতে মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কারী, সুতরাং সকলেই যে,তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ভবানী বাবুর পরিবারের অধিকাংশ দাস দাসীতে পরিপূর্ণ। কেবল তাঁহার স্ত্রী ও একটি ৫।৬ পাঁচ ছয় বৎসরের পুত্র ভিন্ন তাঁহার আপনার আর কেহই নাই। এই জন্য তিনি সমস্ত ক্রিয়া-কলাপগুলি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত যে, আমার এত টাকা ও একটি মাত্র পুত্র। কে ভোগ করিবে? পাঁচ ভূতে খাওয়া অপেক্ষা, জীবদ্দশায় পৈতৃক ক্রিয়াগুলি যদি করিতে না পারিব, তবে আমার জন্মই বৃথা। সকল কার্য্যই মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এমন কি অতি সামান্য কার্য্যেও গ্রামের সমস্ত লোকই নিমন্ত্রিত হইত। গ্রামের লোকেরা এই জন্য ভবানী বাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে লাগিল।

ভবানী বাবুর এক বিশেষ গুণ এই যে, কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলেও, তিনি কখনও তাহাকে অপ্রিয় কথা বলেন না। একদিন একটি দ্বারবান্, রাত্রে তাঁহার বিনানুমতিতে কোথায় চলিয়া যায়। সেই রাত্রেই ভবানীচরণ বাবুর বাটী হইতে

যৎসামান্য দ্রব্য চুরি যায়। পর দিন দ্বারবানের সহিত দেখা হইলে, ভবানী বাবু তাহাকে কিছুই বলিলেন না। বরং মিষ্টবাক্যে তাহাকে কহিলেন, "দ্বারবান্ আমার অনুমতি লইয়া গেলে আর এরূপ হইত না।" ভবানী বাবুর এই গুণে ইতর, সাধারণ সকলেই বশীভূত।

ভবানী বাবু কখন কখন, আর সন্তানাদি হইল না বলিয়া দুঃখ করিতেন। কিন্তু সে মৌখিক বলিয়াই সকলের প্রতীতি হইত। কেন না, তাঁহাকে তাহার জন্য কখনই বিমর্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত না। যখন কেহ তাঁহার নিকট থাকিত, তিনি তখন সহাস্য বদনে তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু যখন তিনি একাকী থাকিতেন, তঁাহার স্ত্রী প্রায়ই তাঁহাকে বলিতেন, "তুমি অত কি ভাব? আমার কাছে এলেই ভাবনা হয় কেন?" ভবানীচরণ বাবু সে সকল কথার কোন উত্তর প্রদান করিতেন না।

এদিকে যথা সময়ে নলিনীকান্ত বাবু কলিকাতা হইতে বাটীতে উপস্থিতহইলেন, এতদিনপরে তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া, প্রীতিময়ীর মাতা বলিলেন, "ঠাকুর পো! এতদিন কোথায় ছিলে। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" নলিনীকান্ত বাবু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "শ্বশুরবাটী হইতে বহির্গত হইয়া, কোন কার্য্যোপলক্ষে একবার দূরদেশে যাইতে হইয়াছিল। সেই জন্যই আসিতে এত বিলম্ব হইল। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে?"

প্রীতি-মা।—উইল চুরি গিয়াছে, ও সেই সন্দেহ করিয়া অভয় বাবুকে কয়েদ করা হইয়াছে।

নলিনী।—কেমন করিয়া উইল চুরি গেল। আমি ত সেই খানি প্রীতিময়ীর গহনার বাক্সে রাখিয়া গিয়াছি। যে দিন অভয়বাবু আমাদের বাটী হইতে চলিয়া যান, সেই দিনই তিনি উইল তোমার হস্তে দেন, তোমার মন তখন এত খারাপ ছিল যে, সে খানিকে একটী স্থানে রাখিয়া, কোথা চলিয়া যাও। আমি দেখিতে পাইয়া, তাহা লইয়া প্রীতির নিকট হইতে চাবি গ্রহণ করিয়া তাহারই অলঙ্কারের বাক্স মধ্যে রাখিয়া দিয়াছি। সে বাক্স অন্বেষণ করা হইয়াছিল কি?

প্রীতি-মা।—আর সকল স্থানে অন্বেষণ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অলঙ্কারের বাক্স মধ্যে উইল থাকা নিতান্ত অসম্ভব বোধে, সেটী অন্বেষণ করা হয় নাই। আচ্ছা চল দেখি, একবার দেখা যাউক, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রীতিময়ীর অলঙ্কারের বাক্স মধ্য হইতে তিনি এক খানি উইল বাহির করিলেন। উইল দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ হইল। বিনা অপরাধে অভয়বাবুকে কয়েদ করা হইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিল। কিন্তু পাছে আপনাদের বিপদ হয়, এই ভাবিয়া কেহ ঐ কথা প্রচার করিতে পারিল না।

অমূল্যরতন বাবুর পীড়া যখন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল অভয় বাবু চিকিৎসকদিগের পরামর্শানুসারে তাঁহার একখানি উইল প্রস্তুত করাইয়া লন। এবং তাঁহার মর্ম্ম সকলকে জ্ঞাপন করাইয়া,। আপনি লৌহসিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কেহই সেই উইল দেখিতে পান

নাই। নলিনীকান্ত বাবু উইল খানিকে প্রীতির বাক্স হইতে বাহির করিয়া, পাঠ করতঃ, সকলকে শ্রবণ করাইলে। উইলের যে অংশ বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা এই, "প্রীতির বিবাহের সমস্ত টাকা (এক হাজারের অধিক নহে) দিয়া, প্রীতির মাতাকে মাসিক খরচা অন্যূন ১০।১৫ টাকা হিসাবে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তি নলিনীকান্ত প্রাপ্ত হইবে। আমার পৈতৃক বিষয়, আমি এইরূপে ভাগ করিয়া দিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সকলেই জানিতেন যে, বিষয়ের অর্দ্ধেক প্রীতির ও অবশিষ্ট নলিনীকান্তের থাকিবে। এখন তাহা অন্যরূপ শ্রবণ করিয়া প্রীতি ও তাহার মাতা স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু উইল পাওয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে তাহাদের বিপদ হয় এই ভাবিয়া, কেহই তখন আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। প্রীতি ও তাহার মাতার বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা প্রীতির মাতুলের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বিপিন বাবু উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। তিনিও যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু তিনিও উইল দেখেন নাই। বিশেষ উইলের নিম্নে সাক্ষর অমূল্যরতন বাবুর হস্তাক্ষর সুতরাং এ বিষয় কাহার ও সন্দেহ হইল না। বিপিন বাবু সন্দেহ করিয়া বলিলেন যে অভয়বাবু নলিনীকান্ত বাবুর নামে সমস্ত বিষয় লিখাইয়া, বাহিরে ঐরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কয়েদ করিয়া তাঁহারও যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। অতএব এ বিষয় আর বৃথা চিন্তা করিয়া কি হইবে। এখন হইতে নলিনকান্ত

বাবু তোমাদের বাটীর কর্ত্তা হইল। নলিনীবাবু লোক ভাল। সে বিষয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নাই। এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন নলনীকান্ত বাবু কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না। পরে প্রীতিময়ীর মাতার সহিত বিবাদ করিবার সূত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোনরূপে তাহাদিগকে বাটী হইতে দূর করিতে না পারিলে, তাহার মনস্তুষ্টি হইল না সুযোগও সেইরূপ ঘটিয়া উঠিল। একদিন নলিনীকান্ত বাবু প্রাতঃকালে বা হইতে কোথায় বহির্গত হইয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছিল। সুতরাং প্রীতিময়ী ও তাহার মাতা নলিনী বাবুর আসিতে অনেক বিলম্ব হইল দেখিয়া, মনে করিলেন যে, তিনি হয় ত শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছেন। সেই ভাবিয়া, তাঁহারা আহারাদি সমাপন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। নলিনীবাবু সে দিন বিবাদ করিবার অভিপ্রায়েই, বাটি আসিতে বিলম্ব করিয়া ছিলেন। আসিয়া যখন দেখিলেন যে, বাটির সকল তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই, আহারাদি সমাপন করিয়াছেন। তখন তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, তাহাদের নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই এক কথায়, ভয়ানক বিবাদ লইল। অবশেষে নলিনীকান্ত বলিলেন, "এরূপ করিলে আমার হইবে না তোমাদের যদি ভাল না লাগে, উইলের লেখামত, প্রীতির বিবাহের ১০০০৲ এক হাজার টাকা লইয়া, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর। আমি মাসে মাসে ১৫৲ পনের টাকা করিয়া তোমায় পাঠাইয়া দিব।" তাহাতে প্রীতির

মাতা বলিলেন, "কেন? বাটী ত আমাদের! এই বাটী হইতে আমরা যাইব কেন? যাইতে হয়, তুমি যাও।" নলিনীকান্ত আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং উইলখানি আনিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, ঐ হাজার টাকা ও মাসিক ১০।১৫ দশ পনের টাকা ব্যতীত, সকল বিষয়ই তাঁহার নামে লিখিত আছে সুতরাং এ বিষয়ে আর তাহাদের কোন কথা রহিল না। সকলেই নিস্তব্ধ হইল। আর বিবাদ না করিয়া, পর দিন প্রাপ্য অর্থ লইয়া, তাহারা প্রীতির মাতুলালয়ে আগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়ইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পেতেও পার অমূল্য রতন।"

"শচী! আর আমার কলিকাতায়, বোধ হয় থাকা হইল না।" এই কথা বলিয়া, সুরেশ বাবু একখানি পত্র লইয়া, শচী ভূষণকে দেখাইলেন। শচীভূষণ পত্রখানি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, 'দাদা! এ না বৌএর লেখা?" সুরেশ বাবু বলিলে, "হাঁ ভাই! তাহাদের বাটীতে ত আর কেহই পুরুষ নাই। সুতরাং তাহাকেই লিখিতে হইয়াছে। আমার শ্বশুর মহাশয়কে কয়েদ করা হইয়াছে। আর বাটীতে যে কি হইতেছে, তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। অতএব আমি দেবেন্দ্র বাবুর অনুমতি লইয়া, শীঘ্রই তথায় গমন করিব। আর এখানে থাকিয়া তোমারও ত একটী কর্ম্ম হইল। তবে তুমিও কি আমার সহিত যাইবে?

শচী।—সেই ভাল দাদা! আমি আর এখানে থাকিয়া কি করিব। কিন্তু তোমার শ্বশুর বাটীতে, আমার যাওয়া কি ভাল বোধ হয়?

সুরেশ।—তা গেলেই বা। বিশেষ আমরা ভিন্ন আর সে খানে অন্য কোন পুরুষ নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে আমার শাশুড়ী ও স্ত্রী। আর আমার যে খুড়শ্বশুর ও তাঁহার

পরিবার ছিলেন তাঁহারাও ত উপযুক্ত সময় পাইয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কোথায় বাস করিতেছেন।

শচী।—আমি সে জন্য বলিতেছি না। তবে কি, আমি গেলে তাহাদের ত খরচ বাড়িবে। তাই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

সুরেশ।—ভাই আমদের বাটীর মত তাঁহাদের সংসার নয়। যদিও তাঁহাদের পরিবার কম, তথাপি দাস দাসী প্রভৃতিতে তাহাদের অনেক ব্যয় হয়। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি তথায় গমন করিলে, তাঁহারা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবে। বিশেষ আমার শ্বশুর মহাশয় যে চুরী বা ঐরূপ কোন অসৎ কার্য্য করিবে ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব আমরা দুইজনে তথায় থাকিলে শীঘ্রই তাঁহার মুক্তির কোন একটা উপায় করিতে পারিব। সেই জন্য তোমায় লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছি।

সেদিন দেবেন্দ্র বাবু কোন আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিন কিছুই তাঁহাকে বলা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে সুরেশ বাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই পত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয় কল্য এই পত্রখানি আমার শ্বশুর বাটী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের মহা বিপদ। একটি চুরি অপবাদে আমার শ্বশুর মহাশয়কে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। তাহার উপর তাঁহার ভ্রাতা সীতানাথ বাবুও পরিবার বর্গ লইয়া তাঁহাদের বাটি পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে করিতেছেন। বিশেষ তাঁহাদের গ্রামের জমীদার এমনই ভয়ানক যে, সকলেই

আপন আপন মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান। অতএব এ সময়ে তাঁহাদিগকে একাকী রাখা আমার মতে উচিত বোধ হয় না। এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলেই আমি তথায় গমন করিতে পারি।"

দেবেন্দ্র।—এসময়ে আমি আপনাকে কখনই এস্থানে থাকিতে বলিতে পারি না। কেন না তাঁহারা স্ত্রীলোক। তাহাতে আবার আপনি জমিদারের যেরূপ স্বভাব বলিতেছেন, তাহাতে আপনার আর কালবিলম্ব করা ভাল নহে। আপনার শ্বশুর বড় সৎলোক। তিনি নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী সে বিষয়ে আর কোন চিন্তা নাই। আপনি চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র কারামুক্ত করিতে যত্নবান হইবেন। শচী বাবুও কি আপনার সহিত যাইবেন।

সুরেশ।—একা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় না এই ভাবিয়া আমি শচীকেও সঙ্গে করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছি।

দেবেন্দ্র।—আমারও সেইরূপ মত। কিন্তু শচী বাবুকে আমার কন্যা বড় ভক্তি করে। সে শচী বাবুকে পাইলে আর কিছুই চায় না। বালিকাকে কি বলিয়া বুঝাইব তাহাই ভাবিতেছি। নতুবা আর কিছুই নহে।

যথা সময়ে সুরেশ বাবু শচীভূষণকে সঙ্গে লইয়া আপনার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে অমিয়ার মাতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইলে তিনি সুরেশ বাবু ও শচীভূষণের যথেষ্ট সমাদর করিয়া প্রথমে আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে

লাগিলেন। পূর্ব্বে বাবুর যে সকল শোভা ছিল অভয় বাবুর অনুপস্থিতে তাহার আর এখন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অভয় বাবুর বাটির নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পবাটিকা ছিল। তিনি স্বহস্তে তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। উদ্যানটি অতি মনোরম। সময়ে সকল পুষ্পই তথায় প্রস্ফুটিত হইত! এক্ষণে অভয় বাবু বিহনে সেই সুন্দর উদ্যান মরুর ন্যায় পতিত রহিয়াছে। গাছগুলি অধিকাংশই জল বিহনে শুষ্ক প্রায় হইয়াছে। একটি পুষ্পেরও কলিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। মধুমক্ষিকাগণ সময় বুঝিয়া আর তথায় গুণ গুণ শব্দ করে না। নিশানাথ আর কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করে না। অংশুমালীও পঙ্কজের শোভায় আর মুগ্ধ হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সুরেশ বাবু আন্তরিক ব্যথিত হইলেন। তিনি তাহার শ্বশুর মহাশয়ের স্বভাব বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন। তিনি যে উইল চুরি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী এ বিষয়ে, তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল। সুতরাং কি উপায়ে তাঁহাকে কারামুক্ত করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পর দিবস শচীভূষণকে লইয়া সুরেশ বাবু প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বামা নাম্নী একজন পরিচারিকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বামা পূর্ব্বে তাঁহাদেরই বাটিতে চাকরী করিত। পরে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বিমাতা তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। সম্প্রতি সে সুরেশ বাবুর শ্বশুর বাড়ীর নিকট এক ভদ্র গৃহে চাকরী করিত। তাহাকে দেখিয়াই সুরেশ বাবুর কি মনে হইল, পরে শচী ভূষণের সহিত কি পরামর্শ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বামা এখানে কোথায় চাকরী করিতেছ? তোমায় যে অনেক দিন দেখি নাই।"

বামা।—আর আমার কথা বলেন কেন? আপনারা ত বাড়ী থেকে দূর করিয়া দিলেন, পরে অনেক দিন বেকার অবস্থায় থাকি। অবশেষে এই গ্রামে ঐ কায়স্থদের বাটীতে আছি। ওঁরা খুব ভাল মানুষ। হাজার দোষ করিলেও কেহ একটা কথা বলেন না। এ রকম না হলে কি আর আমরা চাকরি করিতে পারি। আপনার বিমাতা যে রকমের লোক ছিলেন, তাহাতে আমরা একদিন বিনা কান্নায় ভাত খাইনি।"

সুরেশ।—সে কথা আর এখন বলে কি হবে। তুমি আমাদের একটি উপকার করিতে পার। অবশ্য সফল হইলে পুরস্কার পাইবে। আমাকে ত জান! আমি কখনই মিথ্যা বলি না।

বামা।—সে কথা আর বল্‌তে। আপনাকে আমি বেশ জানি। আপনি আর শচী দাদা না থাকলে আমি কি সে বাটীতে থাকিতে পারিতাম। আপনাদের গুণ কি আমি ভুলিতে পারিব। তা আমায় কি কায করিতে হইবে, বলুন না। আমি অক্লেশে করিব।

'সুরেশ।—করিবে বটে, কিন্তু কেহ যেন জানিতে না পারে। আমরা তোমায় ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি,অপর কেহ জানিতে পারিলে আমাদের কার্য্য সফল হইবে না।

বামা।—আমি আর কাহাকেও বলিব না। আর আমার কায কি আপনারা জানেন না? আমি যেমন কার্য্য করিব

অপরে কি তেমন করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে। এখন কি করিতে হইবে, বলুন।

সুরেশ।—এমন কিছুই না। ঐ মুখুর্য্যেদের বাড়ী যে, সে দিন উইল চুরি গিয়াছিল তাহার কি হইল তোমাকে জানিতে হইবে। সে দিন কার উইল চুরির কথা জান ত?

বামা। তা আর জানি না গা! আমরা কি আর মানুষ নয়? যে গাঁয়ের কোন খবরই রাখিব না। আর অত হৈ চৈ হয়ে গেল, একথা জানিতে আর কি কাহারও বাকি আছে। তা বাপু আমি কি জিজ্ঞাসা করিব, আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

সুরেশ।—ওদের বাড়ীর দাসীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? তা যদি থাকে তবে তাহার দ্বারাই সকল জানিতে পারিবে। কিন্তু দেখ যেন অপর কেহই জানিতে না পারে।

বামা।—ঠিক কথা বলেছেন। ওদের বাড়ীর ঝির সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে। কিন্তু ওদের যত পুরাণ ঝি চাকর ছিল তাদের সকলকে বিদায় দিয়াছে। তা যাহাই হউক আমি সকল দিক বাজায় রাখিয়া কার্য্য সম্পাদন করিব। সেবিষয়ে আপনাদের কোন চিন্তা নাই। এই কথা বলিয়া বামা মন্থরগতিতে আপন কার্য্যে গমন করিল। সুরেশ বাবুও শচীকে লইয়া পুনরায় শ্বশুর ভবনে উপনীত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"ধর্ম্মই করিবে রক্ষা ধার্ম্মিকপ্রবরে"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার তিন চারি দিন পর একদিন সুরেশ বাবু তাঁহার শ্বশুরালয়ে বহির্ব্বাটির একটি সুন্দর প্রকোষ্ঠে বসিয়া কিরূপে অভয় বাবুর কারামুক্তি হইবে, এবিষয়ে শচীভূষণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে বামা হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "দাদা বাবু উহাদের ত উইল পাওয়া গিয়াছে। নলিনীকান্ত বাবুই এখন ও বাড়ীর কর্ত্তা। আর তাঁহার স্ত্রীই গৃহিনী। এতদ্ভিন্ন আর কেহই ও সংসারে নাই। যদি উইল পাওয়াই গেল তবে একজনকে বিনা দোষে জেলে দিলে কেন? আমরা বাপু মেয়ে মানুষ, অতশত বুঝিনা। কিন্তু একজন ভাল মানুষকে মিছামিছি কয়েদ করা আমাদের মতে ভাল হয় তাই। তবে বিধাতা মতামতের ভার আমাদের দেন নাই!" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সুরেশ বাবুকে বলিল, "দাদা বাবু আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন আজ চলিলাম, পরে সাক্ষাৎ করিব।"

বামা প্রস্থান করিলে পর সুরেশ বাবু শাশুড়ীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন "মা! আজ আমি শুনিলাম যে অমূল্য বাবুর উইল পাওয়া গিয়াছে। যদি তাহাই হয় তবে আর আমাদের চিন্তা কি? আজই আমি সেবিষয়ের তদন্ত করিব।"

সরোজ।—তোমার কথাই যেন বেদবাক্য হয়। আমরা ত মনে জানি যে, আমরা কখনও পরের মন্দ করি নাই। যদিও গ্রহ দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহাকে এরূপ কষ্ট পাইতে হইল, তথাপি তিনি যে প্রকৃত চোর অপেক্ষা অনেক অংশে সুখে কালযাপন করিতেছেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। শীঘ্র শীঘ্র কারামুক্ত করিবার জন্যই তোমায় কলিকাতা হইতে অসময়ে এস্থানে আনাইয়াছি। যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে আমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তুমি ভিন্ন এখন আমাদের আর কে অভিভাবক আছে। যাহা করিতে হয়, কর। আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তাঁহার কথা মনে পড়িলে, আমাতে আর আমি থাকি না। হা ভগবান্! তেমন লোকেরও বিপদ হয়।

আহারাদির পর সুরেশ বাবু মুখুর্য্যেদের বাটিতে গমন করিয়া নলিনীকান্ত বাবুকে দেখিতে পাইলেন। সুরেশ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নলিনী বাবুর কি এই বাড়ী।"

নলিনী বাবু উত্তর করিলেন, "আমার নাম নলিনী বাবু। আমারই এই বাড়ী।"

সুরেশ।—শুনিয়াছিলাম আপনাদের উইল চুরি গিয়াছিল। তাহা কি পাইয়াছেন।

নলিনী।—হাঁ। উইল পাওয়া গিয়াছে। তাহা ত এই বাড়ীতেই ছিল।

সুরেশ।—বাড়ীতে ছিল ত একজন ভদ্র লোককে বিনা দোষে কয়েদ কর। হইল কেন।

নলিন —আপনি অভয়বাবুর কথা বলিতেছেন। তিনি ত বাস্তবিক নির্দ্দোষ।

সুরেশ।—সে কথা আগে বিবেচনা না করিয়া একেবারে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইল কেন?

নলিনী।—আমি তখন কার্য্যান্তরে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলাম। সেই জন্য এতটা হইয়া গিয়াছে। আমি থাকিলে এরূপ হইত না।

সুরেশ।—যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন তাঁহার মুক্তির কোন উপায় করিতেছেন কি। না আপনাদের কায হইল, আর তার কথায় কায কি।

নলিনী।—এমত বলিবেন না। কি করিলে তিনি কারামুক্ত হন, বলুন। আমি এখনই করিতে সম্মত আছি। আমাকে সেরূপ নির্দ্দয় ভাবিবেন না। আমি শীঘ্রই এ বিষয় আদালতের গোচর করাইয়া অভয়বাবুকে মুক্ত করিব সে বিষয়ে আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আর দুই এক মাসের মধ্যেই আপনারা অভয় বাবুকে নিরাপদে বাটীতে দেখিতে পাইবেন।

নলিনী বাবুর মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সুরেশ বাবু বাস্তবিক আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পুনরায় শ্বশুর ভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ভাবিতা ছিলেন। এখন তাহার মুখে এই সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্টা হইলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর দুইজন লোক তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সীতানাথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সুরেশ বাবু তাঁহার সংবাদ বিশেষ না জানাতে, আপনার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে সেই সংবাদ আনয়ন করিয়া বলিলেন, "সীতানাথ বাবু তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহিত বিবাদ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। যাইবার কালীন তাঁহাকে বারম্বার পত্র লিখিতে বলিলেও তিনি এখন আমাদেরও সংবাদ লন না আর আপনাদেরও সংবাদ দেন না। এই সকল কারণে এ বাটীর সকলেই চিন্তিত ও বিশেষ ভাবিত আছেন। যদি আপনাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে বলুন আসিলে সংবাদ দিব। না তেমন প্রয়োজন নাই এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

সুরেশ বাবুর কিন্তু ইহাতে মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি ভাবিলেন যে, ইহাদের কোন গুপ্ত কথা আছে। আমার নিকটে সেই জন্য ব্যক্ত করিল না। সে যাহা হউক এ বিষয়ে আমায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি শচী ভূষণকে তাহাদের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন।

শচী ভূষণও তাঁহার আজ্ঞামত তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া তাহারা পরস্পর কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল। একজন বলিল, হরিশ! আমাদের ত আর চলে না। সীতানাথ থাকিতেই কত কায আনিত তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু এখন একটীও নাই। আমরা আর কোনরূপে অর্থ উপায় করিতে পারিব না।

তবে আমাদের সংসার চলে কিসে। প্রত্যহ ১১।১২ আনা খরচ কোথা হইতে যোগাড় করি।

হরিশ।—আর ভাই! আমরা এবার অনাহারে মারা গেলাম আর কি? আমিও তাই ভাবি। আমাদের চলিবে কিসে? ছেলে পিলে খায় কি। গৃহিণী ত খালি হাতে ঘরে প্রবেশ করিলে শতমুখী তাড়া করে। হবে কি? আচ্ছা ভাই সদানন্দ সেই যে সেদিন সীতানাথ কি একখানা কাগজ ফেলে গেল তাহা কি করিলে?

সদা।—কেন? বাটীতেই রাখিয়াছি ওখানা কি আর নোট যে, ভাঙ্গাইয়া টাকা লইবে; তাই এত দিনের পর সেখানির অনুসন্ধান করিতেছ।

হরিশ।—তা কেন। সেদিন ত ঐ খানা দেখাইয়াই তুমি সেই কাগজ খানি লিখিয়াছিলে। যাহা হউক সীতানাথ খুব ছেলে। কেমন তাহাকে যোগাড় করিল। হাঁ ভাই সেই বাবুর নামটী কি জান?

সদা।—কেন তা আর জানি না, নলিনীকান্ত বাবু। তার পদবী বোধ হয় মুখোপাধ্যায় কিন্তু সে নামে আর দরকার কি? আর কি তিনি আমাদের টাকা দিবেন।

হরিশ।—তা কেন। তবে তাঁহাকে একবার সেই কাগজ খানি দেখাইলে বোধ হয় তিনি কিছু দিলেও দিতে পারেন। তাঁহারই ত ঐ কাগজ। আমার বোধ হয় তিনি ওখানি ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহা তাঁহার আবশ্যকীয় হইতে পারে। তাই একবার চেষ্টা করিতে বলিতে ছিলাম। দেখা যাউক কি হয়। সীতানাথ পারিত আর আমরা পারিব না?

কেন সীতানাথ কি আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান না কি? সে কায শিখ্‌লে কোথা হতে।

সদা।—আচ্ছা সে যা হবার তা হবে। এখন আমাদের পিছনে পিছনে একজন লোক আসিতেছে তাহা কি দেখিতেছ? আমরা কি কর্ম্ম করি জানিতে পারিলে আমাদের পুলিসে দেবে তা জান? এখন আর ওসব কথায় কাজ নাই। চুপ করিয়া চল।

বলা বাহুল্য শচী ভূষণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুযায়ী তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল, এবং কিছু দূরে থাকিয়া তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। যখন্ একখানি কাগজের কথা হইতেছিল, তখন সে বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই বিষয় শ্রবণ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, শচী ভূষণ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে, তখন তাহারা নিস্তব্ধে গমন করিতে লাগিল। সুতরাং শচীভূষণ সেই বিষয়ে আর কোন সংবাদ না পাওয়াতে ক্ষুণ্ণ মনে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে একজন একটী গৃহে প্রবেশ করিল এবং কিছু দূরে গমন করিয়া অপরটীও আর একটী ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিল। শচী ভূষণ তাহাদের বাসস্থান বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া পুনরায় সুরেশ বাবুর নিকট আগমন করিয়া সকল সমাচার জ্ঞাপন করাইল।

সুরেশ বাবু এই সংবাদে অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উভয় ভ্রাতা সদানন্দের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া

ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিতর হইতে "কে গো দরজা ঠেলেন" এই উত্তর আসিল। সুরেশ বাবু তাহা শুনিয়া বলিলেন "একবার দ্বার খুলুন বিশেষ প্রয়োজন আছে" এই কথা শেষ হইতে না হইতে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সদানন্দ বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সুরেশ বাবু বলিলেন "এটী কাহার বাটী?

সদা।—আজ্ঞা আপাততঃ আমারই বটে।

সুরেশ।—মহাশয়ের নাম কি? আর আপনারা কি কোন কাগজ পাইয়াছেন।

সদা। আমার নাম সদানন্দ। আপনারা কি কাগজের কথা বলিতেছেন?

শচী।—যে কাগজের কথা এতক্ষণ আপনারা দুই জনে বলিতেছিলেন।

সদা।—হাঁ, হাঁ, একখানি কাগজ আমরা পাইয়াছি বটে। কিন্তু সে খানির প্রয়োজন কি।

সুরেশ। একবার সেই কাগজ খানি দেখাইতে পার। আমার একখানি উইল হারাইয়াছে। যদি সেই খানি উইল হয় তাহা হইলে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।

সদা।—সে খানি আমারই নিকটে আছে। আপনি দেখেন ত আমি বাটীর ভিতর হইতে আনিতেছি।

এই বলিয়া সে বাটীর ভিতর হইতে একখানি কাগজ লইয়া সুরেশ বাবুর হাতে দিল। সুরেশ বাবু সে খানি দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং সদানন্দকে যথেষ্ট পুরস্কারের লোভ

দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছেন?"

সদা।—সে অনেক কথা। ইহা যদি আপনার হয়, লইতে পারেন। আমাদের ইহাতে কোন আবশ্যক নাই!

সুরেশ।—আপনার কোন চিন্তা নাই। বলুন না, কোথায় পাইলেন।

সদা।—আমি মহাশয় ইহার সকল বিষয় জানি না। যদি সীতানাথ থাকিত, তাহা হইলে সে সকল বলিতে পারিত।

সুরেশ।—সীতানাথ! কে সীতানাথ।

সদা।—আজ্ঞা সীতানাথকে জানেন না। যাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

সুরেশ বাবু শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে তখন আর কোন কথা না বলিয়া পুরস্কার দিবার জন্য বাটিতে আনয়ন করিয়া,যথেষ্ট পারিতোষিক দান করতঃ বিদায় দিলেন।

সদানন্দপ্রস্থান করিলে পর সুরেশবাবুতাঁহার শাশুড়ীরনিকট গমন করিয়া,সেই কাগজখানি দেখাইলেন। তিনি সেইখানি অবলোকন করিয়া বলিলেন, "সুরেশ ইহা কি একখানি উইল নয়?"

সুরেশ।—আজ্ঞা হাঁ। এই খানির জন্যই আমার শ্বশুর মহাশয় কারাগারে নীত হইয়াছেন। ইহার ভিতর অবশ্য কোন রহস্য আছে। অতএব এখন কাহাকেও এ বিষয় জানাইবেন না। পরে শ্বশুর মহাশয় বাটি আসিলে তিনি যাহা বিবেচনা করিবেন তাহাই হইবে। অগত্যা আর কোন কথাই হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"দুরন্তের অন্ত আছে সময় হইলে"

প্রায় একবৎসর পর অভয়বাবু কারামুক্ত হইলেন। নলিনী বাবু তাঁহার প্রতিজ্ঞামত আদালতে "উইল পাওয়া গিয়াছে" বলিয়া প্রচার করিয়া অভয়বাবুর মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। জজ সাহেব নলিনী বাবুর নিকট হইতে একখানি কাগজ সাক্ষর করাইয়া অভয়বাবুর মুক্তিরআদেশ দিলেন। অভয়বাবু কারামুক্ত হইয়া ত্বরায় বাটী উপনীত হইলেন।

অমিয়া ও তাহার মাতা আনন্দে রোদন করিতে লাগিল। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল যে, অভয়বাবু নির্দ্দোষী বলিয়া জজ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সকলেই এই সংবাদে আনন্দিত হইলেন। অভয়বাবু সকলেরই প্রিয় ছিলেন। কখনও কাহারও অনিষ্ট করিতেন না। বরং প্রাণপণে পরের মঙ্গল করিতে ত্রুটি করিতেন না। সুতরাং তিনি বাটী প্রত্যাগত হইলে, সকলে যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

আনন্দোৎসব অতিবাহিত হইলে, অভয়বাবু সীতানাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহার স্ত্রীর মুখে তদ্বিষয়ে সকল কথা অবগত হইয়া, মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন। সীতানাথ তাঁহার একমাত্র সহোদর। তাহাকে আবার তিনি

শৈশবাবধিই সীতানাথকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াআসিতে-ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই অন্যায় ব্যবহারে যে অভয়বাবু মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীতানাথ কোথায় গেল জান?"

সরোজ।—না আমি তাহাকে এত বুঝাইলাম কিন্তু কোন মতেই শুনিল না। শেষে মনোরমাকে এত বলিলাম, সেও সীতানাথের মন নরম করিতে পারিল না। অবশেষে আমাদিগকে কোন কথা না বলিয়া, একদিন কোথায় চলিয়া গেল। সেই অবধি আর এ বাটীতে আসে নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, একে আমাদেয় এই দুঃসময় তাহাতে আবার পুরুষবল নাই। এ সময়ে তোমার আমাদিগকে দেখা উচিত। তাহাতে সে আমাকে কত কি বলিল, তাহা আমার স্মরণ নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সুরেশ বাবু সেই কাগজখানি আনিয়া অভয়বাবুর নিকট বলিলেন, "এইখানি সে দিন সদানন্দ নামক একজনের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইহা কি সেই উইল নহে? অভয়বাবু বেই কাগজখানি দেখিয়া যুগপৎ চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কি! তবে নলিনীকান্ত বাবু কিরূপে বলিলেন যে, তিনি উইল পাইয়াছেন? আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক এখন ইহা তোমারই নিকট থাক। প্রয়োজনমত লইব।" এখন একবার আমাকে সেই সদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পার? তাহা হইলে আমি সকল রহস্য বাহির করিয়া লই।

অভয়বাবুর কথামত পরদিন সুরেশ বাবু ও শচী ভূষণ উভয়ে সদানন্দের বাটী গমন পূর্ব্বক তাহাকে অভয়বাবুর নিকট আনয়ন করিলেন। সদানন্দ অভয়বাবুর নাম শুনিয়াছিল এবং তাঁহাকে অতিসৎ লোক জানিত। সেইজন্য মনে কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া অভয়বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অভয়বাবু তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

সদা।—আজ্ঞা আমার নাম সদানন্দ।

অভয়।—তুমি এই কাগজখানি কোথায় পাইলে?

সদা।—আজ্ঞা! ওখানি পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

অভয়।—ওরকম করে বলিবার কারণ কি? যদি সত্য সত্যই পথে পাইয়া থাক, তবে সাহস করিয়া বলিলে না কেন। তুমি কখনই রাস্তায় পাও নাই। যদি ঠিক করিয়া সকল বিষয় বল তাহা হইলে তোমার কোন বিপদ হইবে না। আর যদি কোন গোলযোগ কর, তবে আমি এখনই পুলিসে সংবাদ দিব। কেন না এই কাগজের জন্যই আমায়ে বিনাপরাধে অপরাধী হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল।

সদা।—মহাশয় এ বিষয়ে আমি আর কিছুই জানি না আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। না জানিলে আমি কোথা হইতে বলিব।

শচী।—তবে তোমরা সেদিন নলিনীকান্ত বাবু, সীতানাথ প্রভৃতি অনেকের নাম করিতেছিলে কেন? আমি যে দিন তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম,তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?

সদা।—আজ্ঞা সে অনেক কথা। সে কথায় আপনাদের প্রয়োজন নাই।

অভয়।—তবে আমরা এখনই পুলিসে সংবাদ পাঠাই। আর যতক্ষণ না পুলিস আইসে ততক্ষণ তোমায় এই স্থান হইতে এক পদও স্থানান্তরিত হইতে দিব না।

অভয়বাবুর এই তেজপূর্ণ সরলবাক্য শ্রবণ করিয়া সদানন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার মনে বড় ভয় হইল। পরে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, একেবারে অভয়বাবুর দুইটী পদ ধারণ করিয়া বলিল, "মহাশয়! রক্ষা করুন। আমাদের জেলে দিবেন না" পেটের দায়ে আমরা ঐ সকল কার্য্য করিতাম। কিন্তু আমাদের এই বিষয়ে কোন দোষ নাই। অভয়বাবু! আমার তিনচারিটী সন্তান। আমাব্যতিরেকে তাহারা অনাহারে মরিয়া যাইবে। আমি লেখা পড়া কিছুই জানি না। আমাদের জমিও কিছুই নাই যে,তাহাতে ফসল হইবে। সুতরাং আমাদের আর এমন কি উপায় আছে যাহাতে জীবিকা সম্পাদন হইতে পারে। আপনি গ্রামের প্রধান লোক।আপনিই এই বিষয়ের বিচার করুন। আর পুলিসে কোন লোক পাঠাবার প্রয়োজন কি? অভয়বাবু তাহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় সৎ প্রকৃতির লোকও চোর অপবাদে কারাদণ্ডিত হইল এই ব্যাপার তাঁহার হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা আছে। সহজে তিনি সদানন্দকে ছাড়িলেন না। কিয়ৎকাল পরে তিনি বলিলেন যদি তুমি এ বিষয়ে সকল কথা আমায় বলিতে পার, তাহা হইলে তোমার কোন ভয় নাই। আমি নিশ্চয়ই তোমায় বাঁচাইব। এই আশ্বাস পাইয়া সদানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং বলিল, "মহাশয়! আপনারাই আমার পিতা মাতা। আপনারা যদি এরূপে

আমাদিগকে রক্ষা না করিবেন, তাহা হইলে আমরা আর কাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিব। আমি একে একে সকল কথাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদিন সীতানাথ বাবু (যিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আমাদের নিকট যাইয়া বলেন যে, নলিনীকান্ত বাবু নামে কে একজনের একখানি উইল জাল্ করিতে হইবে। আমি ও হরিশ বলিয়া আমার এক সঙ্গী, এই কার্য্যে অত্যন্ত পটু। সুতরাং অর্থলোভে আমরা রাজী হইয়া এইখানির মত আর এক খানি কাগজ তাঁহার মনোমত কথাগুলি লিখিয়া নিম্নে ঐ স্বাক্ষরটীর মত অবিকল স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। নলিনী বাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের কার্য্যে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, আমাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন এবং যাইবার কালীন এইখানি ফেলিয়া যান। মনে করিয়াছিলাম ওখানি তাঁহার প্রয়োজনীয়, সেই জন্য আমরা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যখন ইহার কোন অন্বেষণ করিলেন না, তখন আমরা ভাবিলাম যে, ইহা আবশ্যকীয়। সেই অবধিই আমাদের নিকট ছিল। সেদিন ঐ বাবু (সুরেশের প্রতি লক্ষ করিয়া,) আমাকে অনেক অর্থ দিয়া কাগজখানি হস্তগত করিয়াছিল। এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

অভয়। সীতানাথ এখন কোথায় বাস করিতেছে জান ?

সদা।—আজ্ঞা না, তাহা হইলে আমরা সে দিন তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে এবাটীতে আসিব কেন ? বোধ হয় নলিনীবাবু এ বিষয় সমস্ত অবগত আছেন।

অভয়।—আচ্ছা তুমি এখন যাইতে পার। কিন্তু কোথাও পলাইও না। যদি তুমি পলায়ন কর, পুলিস অবশ্যই তোমায় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবে। কিন্তু তখন আর আমি তোমায় রক্ষা করিতে পারিব না। আর তুমি যদি কোথাও না যাও তবে আমি নিশ্চয়ই তোমায় রক্ষা করিব। এ বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। সদানন্দ এই কথা শুনিয়া বাহির হইয়া গেল। অভয় বাবু ও সুরেশ বাবুর সমভিব্যাহারে নলিনীকান্ত বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনীকান্ত বাবু! আপনি উইলখানি কোথায় পাইলেন।"

নলিনী।—কেন, প্রীতিময়ীর গহনার বাক্স মধ্যে।

অভয়!—সেখানে কে রাখিল। আমি ত লৌহসিন্দুকে রাখিয়াছিলাম।

নলিনী।—আজ্ঞা আমিই রাখিয়া ছিলাম।

অভয়।—আচ্ছা একবার সেই উইলখানি দেখি? আর এ বাটীতে প্রীতিময়ী বা তাহার মাতাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন।

নলিনী।—এখন আমার বিষয়, আমিই ভোগ করিতেছি। তাঁহাদের প্রাপ্য লইয়া তাঁহারা একণে মতুলালয়ে বাস-করিতেছেন।

অভয়।—বিষয় অৰ্দ্ধেক প্রীতিময়ীর। তুমি কি তাহাদের অংশ ক্রয় করিয়াছ।

নলিনী।—আজ্ঞা না! তাহাদের সহিত আমার মনান্তর হওয়াতে, তাঁহারা বাটী ত্যাগ করিয়াছেন।

অভয়।—এই বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য লইয়া অন্যত্র আছেন। আবার এখন বলিতেছেন যে, আপনার সহিত তাঁহার মনান্তর হইয়াছিল। দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী সত্য। এখন সে কথা যাক! আপনি একবার উইলখানি দেখাইতে পারেন?

অভয় বাবুর ঐ সকল কথা শুনিয়া, নলিনী বাবুর ভয় হইল তিনি আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া, নিস্তব্ধভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ মলিন হইল। সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। হস্তপদ কম্পিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অভয় বাবুর বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। তিনি সুরেশ বাবুকে পুলিসে সংবাদ দিতে আদেশ করিয়া, আপনি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন সীতানাথ কোথায়। আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার জন্য বৃথা আমায় কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। সদানন্দ ও হরিশকে কি আপনার জানা আছে।

নলিনী।—সীতানাথ কোথায় জানি না। সদানন্দ ও হরিশকে আমি কখনও চিনি না। তাহাদের সহিত আমার আলাপ নাই।

অভয় বাবু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কেবল বলিলেন, পুলিস আসিতেছে। তাহাদের নিকট কোন কথাই গুপ্ত থাকিবে না। দেখিতে দেখিতে দারোগা অপর ৩।৪ জন লোক সঙ্গে করিয়া, সুরেশ বাবুর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। দারোগা মহাশয় অভয় বাবুকে বিশেষরূপ

জানিতেন। তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেই দারোগা নলিনীকান্ত বাবুকে ধৃত করিলেন ও অভয় বাবুর আদেশ মত তাঁহাকে আদালতে লইয়া চলিলেন।

বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হঠাৎ নলিনী বাবুকে পুলিসের লোক ধৃত করিল দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। বাটীতে দাস দাসী সকলেই এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"সত্য কথা বল ভাই
জীবনে সঙ্কট নাই"

কোন সাধু এক সময়ে বলিয়া ছিলেন যে, যেরূপে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, ব্যয়ও সেইরূপে হইয়া থাকে। কষ্টে যাহাকে উপার্জ্জন করা যায়, তাহা প্রায় সহজে ব্যয় করিতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া, দুই চারি আনা উপার্জ্জন করিল, সে কখনই তাহার অযথা ব্যয় করিতে পারে না। কিন্তু যেজন যত সহজে পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, সে তত সহজে ব্যয় করিতেও পারে। সীতানাথ যেমন অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, সেইরূপ অল্প দিনেই তাহার নিঃশেষিত হইল। এমন কি, দৈনিক আহার যোগানও কঠিন হইয়া উঠিল। বাটীতে দাস-দাসী প্রভৃতি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিত, ক্রমে ক্রমে, একে একে, সকলকেই জবাব দিতে লাগিল। অবশেষে একটী পুরাতন দাসী ব্যতীত সকলেই প্রস্থান করিল। যে সকল প্রতিবাসী সীতানাথকে ধনবান ভাবিয়া লাভের আশায় তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিত। সীতানাথের অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়াতে, তাহারা একে একে সকলেই আসা বন্ধ করিল। ক্রমে সীতানাথের এমন দুরবস্থা হইল যে, প্রত্যহ উদর পূরিয়া আহার করিতে পাইত না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া,

এক দিন সীতানাথ মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মনোরমা! আমার যাহা কিছু ছিল, সকলই শেষ হইল। এখন কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইবে। অতএব তুমি এখানে কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমি একবার কোন চাকরির চেষ্টায় বাহির হইব। যতদিন না আমি এ স্থানে আগমন করি, ততদিন এখানেই থাকিতে হইবে। আমি প্রত্যাগমন করিলে অপর স্থানে প্রস্থান করিব।" মনোরমা এই কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাহাকে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু এ দিকে আহারের সংস্থান না থাকাতে, অগত্যা যাইতে অনুমতি করিল।

সীতানাথ আবার কোথায় চাকরির চেষ্টা করিবে। সে ত কিছুই জানেনা যে,সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং আবার সদানন্দের অন্বেষণে গমন করিতে লাগিল। কিছু দিন অতীত হইলে, সীতানাথ সদানন্দের বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং সদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলই বলিল। সদানন্দ তাহার অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমরা যে তোমার কত অন্বেষণ করিয়াছি, তাহার স্থিরতা নাই। আমাদেরও ঐ দশা ঘটিয়াছিল। কেবল তোমার দাদা অভয় বাবু আপাততঃ আমায় কিছু অর্থ দান করিয়াছেন বলিয়া, পরিবারগণের ভরণ পোষণ করিতে পারিতেছি।"

সীতানাথ।—আরভাই! আমারকথা বল কেন। একজনের পাল্লায় পড়ে আমার সকল গেল। আমি দাদাকেও পরিত্যাগ করিলাম। আর এদিকে এখন উদরান্নের চিন্তা করিতে করিতে

অস্থির হইয়াছি। আচ্ছা দাদা ত জেলে গিয়াছেন। তিনি তোমায় কিরূপে অর্থ দিতেছেন।

সদা।—তোমার দাদার কোন দোষ না থাকাতে, জজে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন শুনিয়াছি! আর সেই নলিনী বাবুকে কয়েদ করেছে।

সীতানাথ।—কেন কেন? নলিনী বাবুকে কয়েদ করিল কে?

সদা।—কে করিল! কেন করিল। আমরা মুখ্য মানুষ অত শত কি বুঝি। যাহা হইয়াছে তাহাই বলিলাম। এখন তুমি একবার আমাদের বাটীতে একটু অপেক্ষা কর, আমি হাট হইতে আসিতেছি। আজ ভাই হাট বার, জান ত আর কোন কায কর্ম্ম না করিতে পারিলে আমার সংসার চালান বড় ভার হইয়াছে। আমি শীঘ্রই ফিরিব। এই বলিয়া, সদানন্দ যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইবে, অমনি সুরেশ বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সুরেশ বাবু তাহারই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সহসা তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,"সদানন্দ! আজ তোমায় একবার আমার শ্বশুরের নিকট যাইতে হইবে। কাল নলিনী বাবুর মোকদ্দমা হইবে।

"ভালই হইয়াছে।"এই কথা বলিয়া, সে সুরেশবাবুর কানে কানে কি বলিল। "আজ সীতানাথ এখানে আসিয়াছে। বিচার ঠিক হইবে। সীতানাথকে আসল সাক্ষী করা যাইবে।"

সুরেশ বাবু সীতানাথের কথা শুনিয়া বলিল, "দেখিও যেন আবার কোথাও না যায়। বিশেষ সাবধানে রাখিও।

"সে কথা কি আর আপনাকে শিখাইতে হইবে। আমি হাট করিয়া শীঘ্রই অভয়বাবুর নিকট যাইব। আপনি অগ্রসর হউন।" এই বলিয়া সদানন্দ হাটে গমন করিল।

যথা সময়ে সদানন্দ অভয়বাবুর বাটী উপস্থিত হইল। অভয়বাবু তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সদানন্দ উপস্থিত হইলে, তাহাকে প্রথম সীতানাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদিন অভয়বাবু তাহার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয় ভূষণ করিতেছিলেন। সুতরাং সদানন্দ এখন আর তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন না করিয়া, যাহা জানিত সমস্তই যথাযথ বর্ণনা করিল। অভয়বাবু সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সীতানাথের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। পরে সীতানাথকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিয়া, তাহাকে মোকদ্দমার কথা বলিলেন এবং ক্ষণেক পরে তাহাকে বিদায় দিলেন।

এদিকে মনোরমা যখন দেখিল যে, সীতানাথ তিন চারি দিন অতীত হইলেও বাটীতে প্রত্যাগমন করিল না, তখন তাহার বিশেষ ভাবনা হইতে লাগিল। বাটীতে এক বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। মনোরমা তাহাকেই দুই একবার সীতানাথের অন্বেষণ করিতে বলেন। কিন্তু সীতানাথ তথায় ছিল না, সুতরাং বৃদ্ধা অনেক পরিশ্রম করিয়াও সীতানাথের কোন সংবাদ না পাইয়া, মনোরমার নিকট প্রত্যাগমন করিল। দেশে মনোরমার সহিত আর কাহারও বিশেষ আলাপ হয় নাই। গ্রামের প্রায় সকলেই দরিদ্র। সীতানাথ যেরূপ ধনবানের ন্যায় সংসার পাতিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার সহিত

আত্মীয়তা করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং মনোরমাকে প্রায়ই একাকিনী বাস করিতে হইত। মনোরমা প্রথম প্রথম মনে করিত যে, তাহাদের সময় এইরূপই যাইবে। কিন্তু যখন ক্রমশ একটীর পর একটী করিয়া সকল সুখের দিন অতীত হইল, যখন দারিদ্র তাহাদের সংসারে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে স্বামীকে বিরলে অনেক বার অনেক কথা বুঝাইল। সীতানাথ কিন্তু সে সকল কোন কথাতেই কর্ণপাত করিত না। ক্রমে যখন সীতানাথ দেখিল যে, সংসার অচল হইয়াছে, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিকে না পারিয়া অর্থের উদ্দেশে গমন করিল। কিন্তু সীতানাথ সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে অভ্যাস করে নাই, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সদানন্দের অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং যথা সময়ে তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিষম বিপদে পতিত হইল।

এইরূপে যখন প্রায় ১৫।১৭ দিন অতীত হইল, তখন মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে দাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিল যে, সীতানাথ যদি আর দুই দিনের মধ্যে প্রত্যাগত না হন, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই সরোজবালার বাটীতে গমন করিবে। এতদিন মনোরমা এই স্থানে থাকিয়া প্রায় সমস্তই শিখিয়াছে। সুতরাং ঐ পরামর্শই স্থির করিয়া, সীতানাথের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু সীতানাথ আসিল না দেখিয়া, দুই দিন পরে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, অভয়বাবুর বাটীর দিকে আগমন করিতে লাগিল।

যথা সময়ে সদানন্দ বাটীতে উপস্থিত হইল। সীতানাথ তখনও তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া সীতানাথ বলিল, "সদানন্দ! আজ তোমার হাটে এত দেরি হ'ল কেন? পূর্ব্বে যখন হাট করিতে, তখন ত এত বিলম্ব হইত না?"

সদা।—অভয়বাবু আমায় একবার তাঁহার বাটী যাইতে বলিয়াছিলেন, তাই সেই স্থানে গিয়াছিলাম। আর নলিনী বাবুর বিষম বিপদ উপস্থিত। কাল তাঁহাদের মোকদ্দমা।

এই কথা বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলেন। সীতানাথ সেই সকল কথা শুনিয়া চমকিত, আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইয়া বলিলেন, "দাদাকে কে নিরপরাধী বলিয়া প্রমাণ করিল?"

সদা।—নলিনী বাবু নিজেই তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

সীতা।—যদি তাহাই হয়, তবে দাদার কি নলিনী বাবুকে কষ্ট দেওয়া উচিত।

সদা।—উচিত, কি অনুচিত আমি তাহা জানি না। তবে যাহা হইয়াছে তাহাই বলিলাম। এখন তোমাকে একবার অভয় বাবুর সহিত দেখা করিতে হইবে।

সীতা।—কেন? আমার দেখা করিয়া লাভ কি?

সদা।—লাভের কথা জানি না। এখন চল। অভয় বাবু আমার অপেক্ষা করিতেছেন।

সীতা।—যদি না যাই?

সদা।—বাহিরে লোক আছে, বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে।

সীতা।—তবে চল! দেখা যাক দাদা কি করেন।

এই বলিয়া উভয়ে অভয় বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। সীতানাথকে দেখিয়া অভয়বাবু তাহাকে নিকট আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সীতানাথ তুমি এ বিষয়ের কি জান, স্বরূপ বল। এতদিন তুমি আমায় পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছ। আমি ও সরোজবালা তোমায় কত করিয়া মানুষ করিয়াছি, বিবাহ দিয়াছি। তুমিও আমাদের যথেষ্ট ভক্তি করিতে। এখন এ বিষয়ের যাহা যাহা জান, আমার নিকট কিছু গোপন না করিয়া বল দেখি?"

অভয়বাবুর কথায় সীতানাথের ভ্রম দূর হইল। সীনানাথ অভয়বাবুকে শত্রু বলিয়া ভাবিয়াছিল, এখন তাঁহাকে মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে যাহা যাহা জানিত সকল কথাই ব্যক্ত করিল কিছুই গোপন করিল না। কিরূপ নলিনীবাবু তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিরূপে একখানি উইল জাল করা হইয়াছিল, কিরূপ অগাধ সম্পত্তি পাইয়া মনোরমাকে লইয়া দূরদেশে বাস করিতেছিল সকল কথাই আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। সীতানাথ এরূপ ভাবে কথা বলিয়াছিল যে, তাহাতে অভয়বাবুর আর কিছুই সন্দেহ রহিল না! সেদিন সীতানাথকে অভয়বাবু আর কোথাও যাইতে দিলেন না। তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সরোজবালার নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, সরোজবালা সীতানাথ আসিয়াছে! সে সকল কথা ভুলিয়া যাও। সীতানাথ আমাদের পুত্রস্বরূপ উহার কথায় রাগ করিতে নাই।" সরোজবালা স্বামীর কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া

বলিলেন, সে কথা কি আজ জানিলাম ? আমি অনেক দিন হইতে সীতানাথকে জানি, সীতানাথও আমায় জানে !" এই সকল কথাবার্ত্তায় সীতানাথের মন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল এবং তখন সে দুই হস্তে সরোজবালার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিল, বড় বৌ আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর। তুমি না থাকিলে, আমি শৈশবে প্রাণ হারাইতাম ! না বুঝিয়া অনেক কথা বলিয়াছি, আমায় এক্ষনে ক্ষমা কর। আর দাদাকে বল, যেন উনি আমায় কলা রক্ষা করেন ! উনি এ বিষয়ে আমার পক্ষে না থাকিলে নিশ্চয়ই আমার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" সরোজবালা সম্মত হইলেন। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্রদ্বয় দিয়া অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল !

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"সকল কর্ম্মের ফল হ'বে ভাই অবিকল;
বিচার করিয়া কার্য্য করিবে সকল"

নলিনী বাবুর জাল মোকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে! বিচার কালীন তিনি সকলই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল সীতানাথের কথা কিছুই বলেন নাই। অভয়বাবুর অনেক যত্নে ও কষ্টে সীতানাথ এযাত্রা পরিত্রাণ পাইল। নলিনী বাবুকে-উইল চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "দাদার উপর আমার চিরকাল বিদ্বেষ ছিল। সেই জন্য তিনি মারা পড়িলে, যে দিন অভয় বাবু উইল প্রত্যার্পণ করিয়া নিজ বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আমি উহাকে (উইল খানিকে) চুরি করিবার চেষ্টা করিতাম। আমি জানিতাম যে, উইলখানি লৌহসিন্দুকে আছে; সুতরাং চাবিটী অগ্রেই সরাইয়াছিলাম। একদিন বড় দুর্যোগ। জল ঝড় ক্রমাগত হইতেছিল। অন্ধকারও ভয়ানক। মাঝে মাঝে ভয়ানক বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। সেই সুযোগে আমি প্রীতির গৃহে প্রবেশ করিলাম। জানিতাম যে, প্রীতি মধ্যে মধ্যে গৃহের দ্বার খুলিয়াই নিদ্রা যায়। আমি যখন প্রবেশ করিলাম, তখন কেহই জানিতে পারিল না। প্রীতিও গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত, সুতরাং তাহারও কোনরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি আস্তে আস্তে প্রীতিময়ীর বাক্স খুলিয়া, এই নকল উইলখানি রাখিয়াছিলাম।

যখন অভয় বাবু প্রীতির মাতাকে উইল প্রদান করেন, তিনি সেখানি লৌহসিন্দুকে রাখিয়া দেন।আমি তাহা দেখিয়াছিলাম। দাদার মৃত্যুর পর যখন বাটীর সকলে অত্যন্ত শোকান্বিত ও অন্যমনস্ক ছিল, তখন সেই সুযোগে প্রকৃত উইলকে হস্তগত করিয়াছিলাম। পরে এক দিন সদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, উহার দ্বারা এক জাল কার্য্য সম্পাদন করিলাম। সদানন্দের হরিশ নামে এক জন সঙ্গীও ছিল। হরিশের নাম হওয়াতে তাহাকেও বিচারালয়ে আনা হইল। বিচারে নলিনী বাবু ও হরিশের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল। সদানন্দ সমস্ত সংবাদ দিয়াছিল বলিয়া, তাহার সামান্য অর্থদণ্ড হইল মাত্র। অভয় বাবু তাহা নিজে সহ্য করিলেন।

সীতানাথ এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইয়া অতীব আনন্দ সহকারে পুনরায় অভয় বাবুর বাটীতে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন যে, তাহার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মনোরমা ও সুশীলা তাঁহাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সীতানাথ মনোরমাকে দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে সুশীলার মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইল।

সুরেশ বাবু অমিয়াকে লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শচী বাবুর আর মাতৃমুখ দেখিতে ইচ্ছা হইল না। লোকপরম্পরায় তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুলগণই তাঁহাদের বসত বাটী ও অন্যান্য সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন। এখন তাঁহার মাতাকে একজন দরিদ্রের ন্যায় পিত্রালয়ে বাস করিতে হয়। ইন্দিরা অল্পদিন পরেই বিধবা হইয়াছিল। পরে

যৌবনের তাড়নায় সতীত্ব হারাইয়া ভবিষ্যতে মহানিরয়ে পতিত হইয়াছিল।

প্রীতিময়ী ও তাহার মাতা পুনরায় আপনাদের বাটী আসিয়া অধিকার করিলেন। অভয় বাবুই তাহার প্রধান উদ্যোগী। কার্য্য শেষ হইলে, প্রীতিময়ী অভয় বাবুর পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে অন্যায়রূপে কয়েদ করিয়াছিলেন বলিয়া বিস্তর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অভয় বাবু মিষ্ট বাক্যে তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়া জামাতা ও শচী বাবুকে লইয়া মহানন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

উপসংহার।

সুরেশ ও শচী বাবু দেবেন্দ্র বাবুর বাটী হইতে প্রস্থান করিবার পর, বিরজার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। চিরকালই সে অপর কোন সঙ্গীর সহিত মিলিত হইত না। কিন্তু শচী বাবুর সহিত তাহার বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছিল। যতক্ষণ শচী বাবু তাহার প্রকোষ্ঠে থাকিতেন, বিরজা বালিকাস্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদাই তাহার নিকট আসিয়া নানা প্রকার গল্প করিত ও কোন কোন সময়ে পুস্তকের কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিত। শচী বাবু প্রথম প্রথম বড় লজ্জা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, বিরজা ছাড়িবার পাত্রী নয়, তখন আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া যতদূর সাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে উভয়ের সৌহার্দ্দ জন্মে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই দেবেন্দ্র বাবু শচী বাবুকে সুরেশ বাবুর সহিত পাঠাইতে প্রথমতঃ অমত করিয়াছিলেন।

শচী বাবু প্রস্থান করিলে বিরজার আর সে ভাব রহিল না। সদাই অন্যমনস্ক থাকে। পুস্তকপাঠে মন নাই। আহারে রুচি ছিল না। এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর ও তাহার সহধর্ম্মিণীর বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিলনা। তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, বিরজার হৃদয়ে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং শচী বাবুকেই কন্যা সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন।

কিছুদিন গত হইলে অভয় বাবু কারামুক্ত হইবার প[র] সুরেশ বাবু অভয়বাবুর দ্বারা একখানি পত্র লিখাই[য়া] দেবেন্দ্র বাবুকে সকল সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। দেবেন্দ্র বা[বু] যথা সময়ে পত্র প্রাপ্ত হইলেন ও সশরীরে অভয়বাবুর বাটীতে আসিয়া বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন।

বিবাহোৎসব অভয়বাবুর বাটীতে সম্পাদিত হইল। দেবেন্দ্র বাবুর একমাত্র কন্যা সুতরাং শচী বাবুই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি[র] উত্তরাধিকারী হইলেন। বিবাহ শেষ হইবার একবৎসর প[র] শচী বাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে পাইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।